Flight Into Danger / Arthur Hailey
Translated by Basudeb Mukhopadhya.

প্রচ্ছদ □ অশোক রায়

প্রথম প্রকাশ □ ১৯৬০

অশোক রায় কর্তৃক এ পি পি'র পক্ষে ১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত এবং জে. ডি. প্রেস
৫২/এ, কৈলাশ বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ম্যাপল লিফ এয়ার চার্টার ৭১৪ বিমান প্রতিদিনের মত আজও আকাশে উড়েছে
গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে। বিমানে রয়েছে একদল ফুটবল ফ্যান, তারা হৈ হট্ট-
গোল হাসি ঠাট্টায় পানীয় গলায় ঢেলে আগামী দিনের ফুটবল ম্যাচ
নিয়ে মশগুল। হঠাৎ গভীর রাতে দেখা দিল আতংক…খাদ্যে
বিষক্রিয়ায় পাইলট, কো-পাইলট ও অধিকাংশ যাত্রীরা হয়ে
পড়ল অসুস্থ। আতংকিত বিমানের হাল ধরল যুদ্ধ
ফেরত অনভিজ্ঞ এক যুবক…যে জীবনে চার্টার
বিমান চালায়নি…যাত্রীদের অবস্থা সঙ্গীন
…ভ্যাংকুবার এয়ারপোর্ট এখনও
কয়েকশো মাইল দূরে। এই
শ্বাসরুদ্ধকারী যাত্রার
শেষ কোথায় ?

এক

রাত ২২০৫—০০৪৫

উইনিপেগ এয়ারপোর্টের রিসেপশান বিল্ডিং। এর সামনের রাস্তাটি পিচের ও গোলাকৃতি। বাইরেটা নিয়নের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। একটি ট্যাক্সিকে দ্রুত এয়ারপোর্টের দিকে আসতে দেখা গেল। নিয়মিত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বৃষ্টির মধ্যে হেডলাইটের আলো তীর্যক হয়ে পড়ছে। গোলাকৃতি নিচের রাস্তা ভাঙতে গিয়ে মাঝে মাঝে ব্রেক কষতে হচ্ছে। চাকার এক ধরনের ঘর্ষনজনিত শব্দ তৈরী হচ্ছে। ট্যাক্সিটা কাঁপতে কাঁপতে এসে রিসেপশান বিল্ডিং-এর সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

একজন মাত্র আরোহী ট্যাক্সিতে। সে প্রায় লাফ দিয়ে নামল। এক গুচ্ছ নোট ড্রাইভারকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে তার ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত সুইংডোর-এর দিকে এগিয়ে গেল।

ভিতরটা বিশাল হলঘর, উষ্ণ ও আলোকিত। ও মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। আগন্তুক আধভেজা কোটের কলারটা নামিয়ে দিয়ে ওপরে দেওয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে! তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এবং কিছুটা দৌড়ানোর ঢঙে ক্রস কানাডার এয়ার লাইনস এর ডেস্কের দিকে এগিয়ে যায়। ওটা এককোনে বার-এর ঢঙে সাজানো। যায়গাটা তখন খালি, কেবল প্যাসেঞ্জার-এজেন্ট চালান পরীক্ষায় ব্যস্ত।

আগন্তুককে দেখে এজেন্ট মহাশয় চোখের ঈসারায় কথা বলতে নিষেধ করল। তার পর একটা ছোট মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড ডেস্কের উপর তুলে অভ্যস্ত ঢঙে ঘোষণা করতে থাকল।

ফ্লাইট-৯০, ফ্লাইট-৯০, ভ্যাঙ্কুবার যাওয়ার জাহাজ এখনই উড়বে। মাঝে, ভিক্টোরিয়া মির্চল ও হনলুলু স্পর্শ করবে। সকল যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, গেট নং-৪ (ফোরে) যাওয়ার জন্য। দয়া করে মনে রাখবেন আকাশে না ওড়া পর্যন্ত ধূমপান নিষেধ।

লাউঞ্জে অলসভাবে বসে থাকা অথবা একঘেয়েমি সংবাদপত্র নাড়াচাড়ার হাত থেকে একদল যাত্রী মুক্তি পেলেন।

তাঁরা হৃষ্টচিত্তে হলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন।

কোট পরা লোকটা সবে 'হাঁ' করেছে এজেন্ট মশাইকে কিছু বলবার জন্য। এক বয়স্কা মহিলা কনুই-এর ধাক্কায় ওকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে এজেন্টের সামনে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হাজির হলেন। তার ব্যাগ্র প্রশ্ন, 'এই যে ছেলে বলতে পার কি ফ্লাইট—

৬৩ মাট্রিল থেকে এসেছে কি না ?' ভদ্রমহিলা তোৎলাচ্ছিলেন।

লিগেট চোখ বুলিয়ে শান্ত উত্তর 'না, এই জাহাজটি ৩৭ মিনিট লেটে আসছে।'

'ওহো। দেখ আমার ভাইঝি ঐটাতে থাকার কথা…।' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আগন্তুক ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'শুনছেন। ভ্যাঙ্কুবারে যাওয়ার ফ্লাইটে একটা সিটের ব্যবস্থা হতে পারে কি ?'

এজেন্টের জবাব আসে, 'না মশাই কোন সিটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সে আরও বলে, 'আপনি কি রিজারভেশনের চার্ট দেখেছেন ?'

আগন্তুক, হতাশভাবে ডেস্কে একটা চাটি মেরে বলল, 'না, দেখা হয়নি। সময় ছিল না। সোজা এয়ারপোর্টে আসছি। ভাবলাম, বাতিল টিকিটের যায়গায় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি জানি, আপনার কাছে একটা টিকিট ছিল।'

'ঠিকই বলেছেন মশাই! কিন্তু, আগামীকাল ভ্যাঙ্কুবারে যে বড় খেলাটা হচ্ছে তার জন্য সবকিছুই বাড়-বাড়ান্ত। আমাদের সমস্ত ফ্লাইটগুলো বুকড্। আমার তো মনে হচ্ছে, আগামীকাল বিকালের আগে আপনার যাওয়া হবে না।' এজেন্ট বললেন।

লোকটা মৃদু স্বরে একটা দিব্যি কেটে ব্যাগটা মাটিতে রেখে বলল, 'যে কোনো উপায়ে আগামীকাল দুপুরের ভিতর আমাকে ভ্যাঙ্কুবারে যেতে হবে।'

'অত রুক্ষ হবেন না।' হঠাৎ বৃদ্ধা তিক্ত স্বরে বলে ওঠেন। তিনি কথা চালিয়ে যান, 'এবার আমি বলছি, শোন হে ছেলে ভাল করে, আমার ভাইঝি, তার সঙ্গে…।' কিন্তু বাধা পড়ল।

'একটু দাঁড়ান, প্যাসেঞ্জার-এজেন্ট বলে ওঠে। সে ডেস্কের উপর দিয়ে আগন্তুককে পেন্সিল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, 'দেখুন, যদিও আমি আপনাকে এটা জানাতে বাধ্য নই—

কোট পরা লোকটি ঘুরে জিজ্ঞেস করে,'হ্যাঁ কি ব্যাপার ?' বৃদ্ধা রাগে ফেটে পড়ে বলে ওঠেন, 'বা! চমৎকার।'

এজেন্ট বৃদ্ধাকে পাত্তা না দিয়ে বলে, 'টরেন্টো থেকে একটা চার্টার ফ্লাইট আছে। খেলার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। তারা সি বিচের দিকে যাচ্ছে। আমার ধারণা ওরা কয়েকটা খালি সিট নিয়ে এসেছিল। তুমি চেষ্টা করলে একটা পেয়ে যেতে পার।' আগন্তুক উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'যদি তাই হয়, দারুন হবে।' লোকটা ব্যাগ তুলে নিয়ে চলল। সে এজেন্টকে বলে, 'সত্যি, তুমি মনে কর, আমার ওখানে একটা ব্যবস্থা হবে ?'

"চেষ্টা করতে দোষ কি ?"

কোট পরা লোকটা প্রশ্ন করে, 'আমি তাহলে কোথায় খোঁজ নেব ? কার সঙ্গে যোগাযোগ করব ?'

এজেন্টের মুখে একটা ব্যাঙ্গ-হাসি। সে হলের কিছুটা এগিয়ে বলল, 'এখান

থেকে 'দি ম্যাপল লিফ এয়ার চার্টার' এর অফিস দেখা যাচ্ছে। সোজা চলে যান। কিন্তু মনে রাখবেন আমি কিছু বলিনি।'

'জঘন্য ব্যাপার!' বৃদ্ধা রাগে ফেটে পড়ে। 'আমি তোমায় বলছি, আমার ভাইঝি···

কিন্তু বাধা দিয়ে আগন্তুক এজেন্টকে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।' সে এজেন্টের দেখানো পথে চলে দ্রুত হাজির হল একটা ডেস্কের উপর একটা চার্টার কোম্পানীর ডিসপ্লে বোর্ড যেখানে রয়েছে। বোর্ডের পিছনে আর একজন এজেন্ট অন্ধকারে বসে ব্যস্তভাবে লিখছে! তার পরিবেশটা ক্রস কানাডা এয়ারলাইনসের মত নয়। এজেন্ট মহাশয়ের চেহারা ও পোষাক ক্রশ কানাডার এজেন্টের মত সপ্রতিভ নয়।

আগন্তুক ওর কাছে হাজির হতে হাতের লেখা থামিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার সব রকম সাহায্যের জন্য আছি স্যার।'

'ভাবছি, আপনি আমায় কি সাহায্য করতে পারবেন? ভ্যাংকুবারে যে কোন ফ্লাইটে যাওয়ার একটা আসন যোগাড় করে দিতে পারেন?'

এজেন্টের চটপট উত্তর, 'ভ্যাংকুবার? দেখছি স্যার।' ওর পেন্সিল প্যাসেঞ্জার লিস্টে দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। তারপর ও আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, উ-হ্যা একটাই পাওয়া গেছে। ফ্লাইটটা সোজা যাচ্ছে, যদিও ওর যাত্রার সময় হয়ে গিয়েছে।'

আগন্তুক ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'বা বেশ বেশ আমি কি সিটটা পেতে পারি?'

এজেন্ট টিকিট কাউন্টারে গিয়ে বসল। ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করল। 'জর্জ স্পেন্সার।' ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

টিকিটে দ্রুত লেখা ফুটে উঠল। এজেন্ট বলে, 'আপনার সেবায় লাগতে পারার জন্য কৃতজ্ঞ স্যার! আপনার এক সিটের ভাড়া; ৬৫ ডলার। আপনার কি কোন ব্যাগ আছে?'

'একটাই ব্যাগ। ওটা আমি সঙ্গে রাখব।' আগন্তুকের উত্তর।

দ্রুততার সঙ্গে ব্যাগটির ওজন ও লেবেল লাগানো হয়ে গেল।

এজেন্ট আবার বিনয়ের সাথে বলে, বলে, 'আপনার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। খেয়াল রাখবেন স্যার, টিকিটটা আপনার থাকা খাওয়ার পাশপোর্টও বটে। প্লেন এখনই ছাড়বে।'

কোট পরা আগন্তুক ধন্যবাদ জানায়। ও ক্রস কানাডার এজেন্টকে বিদায় নেবার আগে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধা তখনও সেখানে। এজেন্ট মহাশয় স্পেন্সারকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধার কাঁধের উপর দিয়ে অভিবাদন জানায়। স্পেনসার হাত নেড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। সে নিষ্ক্রমনের পথের দিকে হাঁটা দেয়।

বাইরে শীতের রাত। বিমানের এক ঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানি শব্দ ভেসে আসছে, যদিও ব্যস্ত বিমান পোতাশ্রয়ের মধ্যে এমন ধরনের দৃশ্য ভ্রান্তিকর, কিন্তু এটাই প্রতিদিনকার ছবি।

একজন উর্দিপরা দ্বার-রক্ষী স্পেনসারকে নির্দিষ্ট বিমান পোতে যাওয়ার রাস্তা বাতলে দেয়।

তখনও বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ফ্লাডলাইটে আলোকিত জায়গার উপর দিয়ে ও অপেক্ষামান বিমানের দিকে এগিয়ে যায়।

অপেক্ষমান আকাশযানের শরীরে আলোর ছটায় সুন্দর দৃশ্যের সূচনা করছিল। রূপোর উপর আলো পড়লে যেমন সুন্দর দৃশ্য তৈরী হয়, তেমনি। প্যাসেঞ্জাররা র‍্যাম্প থেকে উঠে পড়েছে। স্পেনসর মধ্যবর্ত্তী কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে লাফ মেরে মেরে প্যাসেঞ্জারদের কাছে পৌঁছল। হাফটিকিট জমা দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। দমকা বাতাসের দাপটে ওর টুপিটা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিল। উড়ো জাহাজের মধ্যে নিজের শরীরকে গলিয়ে দম নেবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর একজন বিমান সেবিকা ওর কাছে হাজির হ'ল। একটা ওয়াটারপ্রুফ কাপড় জড়ানো ওর শরীরে। সে হেসে দরজা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

স্পেনসার কাচুমাচু ভাবে বলে "আমি ভেবেছিলাম প্লেনটা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে।

'শুভ সন্ধ্যা, আপনাদের বিদেশে ভ্রমনের ব্যবস্থা করতে পারার জন্য আমরা খুশি।'

'আমিও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এই প্লেনে যেতে পারার জন্য।' স্পেনসারের চটপটে উত্তর।

সেবিকা বলে, 'আপনার জন্য ওখানে একটা আসন আছে স্যার।'

স্পেনসার, তার টুপি ও কোট হাতে নিয়ে আসন শ্রেনীর পাশে গলিপথ ধরে এগিয়ে যায়। নির্দিষ্ট সিটের কাছে জিনিসপত্র রাখার জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় কোটটাকে দলামোচা করে রাখতে হ'ল।

'এদের কখনও সচেষ্ট হতে দেখা যায় না এই জায়গাগুলোকে যথেষ্ট বড় করতে', পাশে বসা সহযাত্রীকে লক্ষ করে স্পেনসার মন্তব্য করে। ভদ্রলোক ওকে লক্ষ করছিলেন, স্পেনসার ব্যাগটাকে সিটের তলায় ঢুকিয়ে নরম আসনে তৃপ্তির সঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

মাইকে বিমান সেবিকার গলা ভেসে আসে, 'শুভ সন্ধ্যা, ম্যাপেল লিফ এয়ার চার্টার ৭১৪, বিদেশ ভ্রমনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আমরা আশা করি আপনাদের যাত্রাপথ আনন্দময় হবে। দয়া করে সেফটি বেল্টটা বেঁধে নিন। আমাদের প্লেন এক্ষুনি আকাশে উড়বে।

স্পেনসার যখন সেফটি বেল্টের জন্য হাতড়াচ্ছে, তখন তার পাশের যাত্রী, ব্যঙ্গচ্ছলে বলে ওঠে, 'ভাষনটা বিনয় মাখানো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায়ই ওটা খুঁজে পাওয়া যায় না।' বলে মাথাটা নিচের দিকে নামাতেই ওর নজল পড়বে সিটের পিছনে লেখাটা 'দয়া করে আপনার লাইফ বেল্টটা সিটের তলায় খোঁজ করুন।' স্পেনসার হেসে বলল সত্যি আমি ডুবে যেতাম যদি না এই প্লেনটা ধরতে পারতাম।'

ভদ্রলোক বলে ওঠে, "ও! ফুটবল ফ্যানদের কি উৎসাহ।'

হঠাৎ ফুটবল প্রেমিকদের কথা কেন? স্পেনসার ভাবে। ওর মনে পড়ে এটা একটা চার্টার প্লেন এবং খেলার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। ও আমার খেলার কথাটা মনেই ছিল না। কিন্তু আমি ও সব ভাবতে রাজি নই। কিন্তু আমাকে ভ্যাংকুবার উড়ে যেতে হবে তাড়াতাড়ি একটা বিজনেস এ্যাপয়ন্টমেন্ট রাখবার জন্য।

"আমি নিশ্চিত ভাবে খেলাটা দেখতে পারতাম, যদিও ওটার প্রশ্নই ওঠে না।"

তার সহযাত্রী, অনেকটা ষড়যন্ত্রকারিদের মত গলার স্বর নামিয়ে ইঞ্জিনের দ্রুত বেড়ে ওঠা শব্দের মধ্যে নিচুস্বরে বলে, 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তবে অত উচ্চগ্রামে কথা বলতাম না।'

এই প্লেনটা একদল মাথামোটা ফুটবল পাগলে ভর্তি। ওরা, কেবল মাত্র একটা কাজেই যাচ্ছে! তাহল তাদের খেলোয়াড়দের চেঁচিয়ে উৎসাহিত করা এবং গলার জোরে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা। "তোমার যদি খেলা সম্বন্ধে এমন হালকা মন্তব্য ওদের কানে যায়, তবে যে কোন সময় ওদের দ্বারা তোমার অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে।" স্পেনসারের মুখে তখনও চাপা হাসি। সে ঝুঁকে কেবিনের ভিড়ের আন্দাজ করছিল। সহযাত্রীর বক্তব্যের যথার্থতা বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। একদল খেলাপাগল মানুষের হৈচৈ, আনন্দোৎসবে ভিতরটা গম গম করছে। আর লক্ষণীয় যে ওদের আনন্দোৎসবের মধ্যে কখনই বল্গাহীন হয়ে উঠছে না। ওদের আলাপ আলোচন কেন্দ্রীভূত ছিল কিভাবে বিপক্ষদলের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে আসা যায়।

স্পেনসারের ঠিক ডানদিকে এক দম্পতি বসে। তাদের নাসিকা যুগল স্পোর্টস ম্যাগাজিনের উত্তেজনাপূর্ণ পাতায় ঢুকে গেছে মনে হচ্ছে। ওদের পিছনে চারজন সাপোর্টার। তারা কাগজের পানপাত্রে রাই ঢালছিল। তারা তৈরী হচ্ছিল রাতটা এইভাবেই কাটিয়ে দেবে। বিভিন্ন খেলোয়াডের স্টাইল ও গুণাবলী তাদের আলোচনায় থাকছে। স্পেনসারের কানে কিছু কিছু ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল খেলার মাঠে সদ্য দেখা দৃশ্যের অংশ।

"জাগেস্তীর কথা বলছ? জাগেস্তীকে খেলাবে? না না, ও রকম প্লেয়ারকে খেলিও না। আন্ডারবোল্ট-এর জন্য ও এবার লীগ খেলেনি। এখন, আর একজন লোক আছে, দেখ তোমার পছন্দ হয় কি না।" ঐ চারজনের তখন সুরাপানের কিছুটা নেশা হয়েছে ওদের পিছনে বড় লালমুখো লোকেরাও তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষে

আলোচনায় মগ্ন। ওদের আলোচনায় মনে হচ্ছে ভ্যাংকুবারে ফুটবল খেলার আগেই খেলে ফেলতে চায়। স্পেনসার এবার তার পাশে বসা লোকটির দিকে ফিরল। স্পেনসার, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত।

কেতাদুরস্ত পোষাকে শরীরী গঠন বলে দেয় এক সময় দর্শনীয় ছিল তবে ধুসর কেশ ও কুঞ্চিত চামড়া, অক্ষিরেখার মুখমণ্ডল বয়স্ক মানুষের পরিচয় বহন করছে। যদিও টাইটা একেবারেই বেনানান লাগছে, এর ভিতরেই ওর চেহারায় এক অব্যক্ত প্রভূত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে।

মনে মনে স্পেনসার স্বীকার করল, একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র বটে। ছুটন্ত প্লেনের রাস্তায় নীল আলোর সারি দ্রুত সরে যাচ্ছে।

আলোচনার মাঝখানে স্পেনসার বলে, 'আমার কথাগুলো শুনলে মনে হবে, আমি যেন গতানুগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে। আসলে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি, এটা একটা ব্যবসায়িক ভ্রমণ। খুবই ওজনদার কনসাইনমেণ্ট হতে পারে। আমার মন এখন এদিকেই পড়ে আছে।'

তাঁর সহযাত্রীর মধ্যে একটা ভদ্র কৌতুহল দেখা গেল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি বিক্রি করেন ?'

স্পেনসার সোৎসাহে বলে, 'ট্রাক, আজস্র ট্রাক।'

'ও ট্রাক, আমি তো মনে করি ওগুলো ডিলাররা বিক্রি করে। যাত্রীর উৎসাহহীন মন্তব্য। 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। আমার প্রয়োজন পড়ে যখন মোটা অঙ্কের, মানে ত্রিশ থেকে একশটা ট্রাক বিক্রির কথা পার্টির সাথে শুরু হয়। বাজারে আমার সম্বন্ধে একটা ধারনা আছে, আমার নাকি তীরন্দাজী নিশানা এবং সে কারনে হেড অফিসে আমায় বিশেষ মূল্যে ঐ সব ডিলে পাঠায়। তদিও বিক্রি ব্যাপারটায় অনেক সমস্যা আছে, তবুও এর উপর ভরসা করে মোটামুটি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।' স্পেনসার সিগারেটের জন্য পকেটে হাতড়াতে থাকে। তারপর হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমার ধুমপান করা উচিৎ নয়। আমরা এখনো আকাশে উঠিনি, না ?'

'যদি শূন্যে হই, তবে খুবই নিচু দিয়ে যাচ্ছি প্রায় জিরো নট।'

'ঐ রকমই হবে।' স্পেনসার সামনের দিকে পা জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওঃ বুঝবেন না মশাই, আমি বড় ক্লান্ত। আজকের দিনটা মনে হচ্ছে কাজকর্মহীন হয়ে পড়েছে, অলস ভাবে দোতালায় বসে থাকলে যেমন হয়। আমার কথা কিছু বুঝলেন।'

'মনে হচ্ছে।' অপর পক্ষের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

স্পেনসার বলতে থাকে, 'এই ক্রেতালোকটি বেশ বুদ্ধিমান। সে বাজার বাজিয়ে নিয়ে ট্রাক খরিদ করতে চায়। তাতে তার ধারণা, সবদিকে ভাল হতে পারে। সে কারণে খরিদ্দারটির সাথে ট্রাক কেনা বেচা ব্যাপারটা যদি আজ রাতের ভিতর চুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে আগামিকাল রাতের ভিতর বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ফিরে

আসতে পারি। আমি একটা 'তার' পেলাম। তাতে বলা হ'ল সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ভ্যাঙ্কুবারে আগামীকাল লাঞ্চ টাইমের ভিতর চলে যেতে। খুব তাড়াতাড়ি একটা কন্ট্রাক্ট হতে চলেছে। সুতরাং আমাকে ওখানে গিয়ে ডিলটাকে গেঁথে তুলতে হবে।

ও একবার শ্বাস নিয়ে উর্দ্ধালোকে তাকায় কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে। এখন শ্রোতার কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় ব্যাগ্র।

'বুঝলেন' স্পেনসার বলে, 'যদি আপনি আজই চল্লিশ-পঞ্চাশটা ট্রাক কেনেন, আপনাকে ভাল ডিসকাউণ্ট দিতে পারি। আপনার কি মনে হয় হবেন না আপনি এক বিশাল যান সমূহের মালিক?'

ওর পাশে বসা যাত্রীটি হাসে। বলে, 'দুঃখিত। না, না আমি এতবড় ব্যাপার স্যাপারে অভ্যস্থ নই, ভাবতেও ভয় লাগে। তাছাড়া ঐ ধরনের চিন্তা ভাবনা, আমার প্রচলিত কাজকর্ম থেকে কিছুটা আলাদা।'

'কি ধরনের কাজ করেন আপনি?' স্পেনসার প্রশ্ন করে।

'ওষুধ পত্র নিয়ে কাজ কারবার।'

'আপনি কি একজন ডাকক্তার?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারই বটে? সুতরাং এটা পরিষ্কার ব্যাপার যে ট্রাক বেচার ব্যাপারে আমাকে বলে লাভ নেই! চল্লিশটা তো দূরের কথা, আমি একটাও কিনতে পারব না। বুঝলেন, ফুটবলই আমার একমাত্র নেশা এবং এই খেলার জন্য আমার যদি হাতে সময় থাকে, তবে আমি যেকোন জায়গায় যেতে পারি। আজ রাতের ট্রিপটাও ঐ জন্য।'

সিটের গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে স্পেনসার বলে, 'বাঃ, আপনাকে পেয়ে খুশি হলাম ডাক্তার। আমার ঘুমের অভাব হলে আপনার কাছ থেকে উপযুক্ত ওষুধ পাব। স্পেনসারের কথার মধ্যে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে কার্বণগুলো তখন পূর্ণ শক্তি অর্জন করছে। বিমানের শরীরটা কাঁপছে।

ডাক্তার স্পেনসারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'এ ধরনের কাণ্ডকারখানায় ওষুধ কোন কাজ দেবে না। আমার মাথায় আসে না টেক অফ-এর আগে এত তর্জন-গর্জনের কি দরকার।'

স্পেনসার মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথায় সম্মতি জানায়। কিছুক্ষণ পর শব্দটা অনেকটা কমে গেলে স্পেনসার ডাক্তারের কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল। ও বলল, 'আসলে এটাই ইঞ্জিনের স্বাভাবিক নিয়ম কানুন। টেক-অফ করার সময় এই ধরনের কাজ কারবার করার নিয়ম, প্রত্যেকটা ইঞ্জিনে দুটো করে ম্যাগনেটোজ আছে। বিমান যখন রানওয়েতে থাকে যাত্রার সময়, তখন প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের ম্যাগ'গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করা হয়। যখন পাইলট পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে দেখে ঐ যন্ত্রগুলো ঠিকমত চলছে তখনই তারা টেক-অফ করে কিন্তু তার আগে নয়। ভাগ্য ভালো যে এয়ার লাইনসও এই ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট মনযোগ দেয়।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনার ভাল জানা।'

'ঠিক তা নয়, তবে আমি যুদ্ধের সময় ফাইটার প্লেন চালাতাম। কিন্তু এখন আমার আর কিছুই নেই। বুদ্ধিতে জং ধরে গেছে। আমি প্রায় সবটাই ভুলে গেছি।'

'চলতে শুরু করলাম', ডাক্তার বলে ওঠে। ইঞ্জিনের শব্দ তখন গভীর তালে চলা শুরু হয়েছে। সিটের পিছনে একটা জোর ধাক্কায় ওদের বুঝিয়ে দিল প্লেনের গতি বাড়ছে, রানওয়ের উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎদিকের ধাক্কা বুঝিয়ে দিল যে তাদের প্লেন বায়ুর জগতে প্রবেশ করেছে। ইঞ্জিনগুলোর গতি তখন একই রকম। বিমানটি ওপর দিকে উঠে চলেছে। স্পেনসার লক্ষ্য করে, এয়ারপোর্টের লাইটগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে ওরা যত ওপরে উঠছে।

'আপনারা সেফটি বেল্ট খুলে ফেলতে পারেন। ইচ্ছে হলে ধূমপানও করতে পারেন।' পাবলিক মাইক্রোফোনের ঘোষনা শোনা গেল।

'যদি আপনার ডিলটা না হ'য় তবে দুঃখ করবেন না।' ডাক্তার স্পেনসারের দেওয়া সিগারেট গ্রহণ করতে করতে বলে। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, 'দেখুন আমি হচ্ছি, বেয়ার্ড, ব্রুনো বেয়ার্ড।'

'আপনার নাম জেনে খুশি হলাম। আমি হচ্ছি স্পেনসার ফুল ব্রাইট, মটোর কোম্পানীর জর্জ স্পেনসার।' ওরা দুজনে কিছু সময় চুপচাপ কাটিয়ে দিল। অলসভাবে তাকিয়ে ছিল সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে। ধোঁয়াটা কেবিনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। এয়ারকণ্ডিশনিং হাওয়ায় ধোঁয়াকে শুষে নিচ্ছিল। স্পেনসারের চিন্তাগুলো তখন এলোমেলো। ও মনে করল হেড অফিসে গেলে হয়তো কিছু ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যাপার ঘটতে পারে। এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ডাকার আগে সে উইনিপেগের স্থানীয় অফিসের কর্মচারিকে টেলিফোনে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেছে। অর্ডারটা পেতে এখনও কিছু বাধা আছে। এই কাজটা পাওয়ার সপক্ষে ভ্যাঙ্কুবারে বড়রকমের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হতে পারে। ওর মাথায় একটা ভাল আইডিয়া এসে যায়। যদি সমস্ত ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারা যায় তবে ওর মাইনে বেড়ে যেতে পারে বা প্রমোশন হতে পারে। ডিলার সেলস ডিভিসনের ম্যানেজারের পোষ্টটার কথা বুড়ো অনেকবার শুনিয়েছে। ওটা যদি এখন পেয়ে যায় তবে পুরানো বাড়িটা ছেড়ে পার্কওয়ে হাইট-এর দিকে নতুন বাড়িতে উঠে যেতে পারে। তাহলে, ও, ম্যারি ববসি, এবং জোট কিট বেশ আরামে থাকতে পারে। তা না হলে বাজারে তার যে বিশাল ধার পড়ে আছে যেমন নতুন জলের ট্যাঙ্কের টাকা, বাচ্চাদের স্কুলের ফিস, পুরানো ইনস্টলমেন্টের টাকা বিভিন্ন খাতে, ডিপ ফ্রিজের টাকা এবং ম্যারির শেষবারের বাচ্চা হওয়ার সময়ের হসপিটাল চার্জ। স্পেনসার গভীরভাবে চিন্তা করে। না ওর ঐ ম্যানেজার পদে যোগ করলেও দেনাগুলো শোধ করা যাবে না।

ডঃ বেয়ার্ড ভাবতে চেষ্টা করছিল এমন ঘুমনোর ব্যবস্থা করবে না এয়ার মেলে

আসা বি এম জির এডিশনটাকে পড়বার জন্য এমন চমৎকার সুযোগটাকে কাজে লাগাবে। কিন্তু সে দুটোর কোনটাই করতে পারল না। বরং তার চিন্তা চলে গেল কয়েকদিনের জন্য ফেলে আসা ছোট শহরের শল্যচিকিৎসার কেন্দ্রে। ও বিস্মিত হয়ে ভাবে কি করে ইভান্স সমস্ত কিছু সামলাবে? ছেলেটার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলে কি হবে, বয়স একেবারেই অল্প। ওর মনে পড়ে ভাগ্যিস মিসেস লরীর সরকারী ছাপমারা পেটেন্ট ওষুধ একঘেয়ে প্রেসক্রাইব করার দিকে ঝোঁক নেই, বরং সব ওষুধের সম্পর্কে একটা সাধারণ ধোয়াটে ধারণা আছে। তা সত্ত্বেও ডরিস, ইভান ছোকরাকে ঠিক রাস্তায় চালিত করতে পারবে। ডাক্তারের স্ত্রী এই রকম হলে দারুন হয়! লিউসকেও সঠিক জীবনসঙ্গিনী বাছবার জন্য এটা ভালভাবে লক্ষ করতে হবে। ডাক্তারের একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। ডাক্তারের ঝিমুনি চট্ করে ছুটে গেল সিগারেটের ছেঁকা আঙুলে লাগতে।

দম্পতি যুগলকে একইভাবে দেখা যাচ্ছে স্পোর্টস পত্রিকার মধ্যে ডুবে আছে।

ড্রো গ্রীয়ারের বর্ণনা দেওয়া মানে হাজল গ্রীয়ারের বর্ণনা দেওয়া। এই যুগলকে বোঝা খুবই মুশ্কিল। দুজনেরই চামড়ার রং গোলাপী ও চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার আকাশের মত। দুজনেই গভীরভাবে বই-এর ছাপা অক্ষরের মধ্যে ঝুঁকে আছে, যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ওখানে গিয়ে জড় হয়েছে। এয়ার লাইন-এর ট্রেতে খাদ্যবস্তু ওদের কাছে এলে, জো জিজ্ঞাসা করে, বার্লি'র তৈরী মিষ্টি? হাজেলের উত্তর শোনা গেল, 'উ-হা'। তারপর আবার দেখা একই দৃশ্য। দুই বাদামী চুলের মাথা পূর্বের মত একই কাজে নিয়োজিত, কেবল চোয়ালগুলো স্থিরভাবে ওঠানামা করে চলেছে।

যে আসনে চারজন বসেছিল, তাদের দেখা গেল তারা কাগজের ঠোঙায় তাদের তৃতীয় রাউণ্ড 'রাই আরম্ভ করেছে। ওদের ভিতর তিনজনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, গতানুগতিক, স্বাভাবিক ধাঁচের চরিত্র। মাংসাসি, সমালোচক আক্রমনাত্মক এবং সমস্তরকম বাধা অগ্রাহ্য করে দুদিনের আনন্দে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে চায়। কিন্তু চতুর্থ লোকটি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায়, লোকটার চেহারা বিষণ্ণ এবং বয়সের মাপ করা দুরূহ। লোকটার কথার উচ্চারণ পরিপূর্ণ 'ল্যাঙ্কাশায়ারের'। ও তার পেপার কাপটা তুলে, হিরোদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এরেস টা লায়নস টী মারার।' ওর সঙ্গীরা গম্ভীর ভাবে ওকে সমর্থন জানায়। ওদের মধ্যে একজনের কোটের ভাঁজে একটা ব্যাজ লাগানো সেই ব্যাজে একটা রুগ্ন রোগা বিড়ালের ছবি। বিড়ালটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে এমন তেজস্বী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে নিজেকে পশুদের রাজা হিসাবে হাজির করতে চায়। ছোকরা তার সিগারেট কেসটা সহযাত্রীকে দিয়ে মন্তব্য করল, (যদি ও ওটা ওর প্রথম নয়) "আমরা এটার ব্যবস্থা করতে পারব ভাবিনি। আমাদের যখন টরেন্টোতে চারপাশে কুয়াশার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল, আমি নিজেকে বলেছি, 'এ্যাণ্ড এটা একটা নরক যাত্রা হচ্ছে এবং

আমরা সবটাই মিস করতে যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও দেখছি, আমরা কয়েক ঘণ্টা লেটে রান করছি। আমরা প্লেনে ঘুমিয়েও নিতে পারি।'

ওদের ভিতর একজন বলে ওঠে, 'ওসব খাবার আগে নয়। কখন ওরা খাবার পরিবেশন করবে? আমি ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি করবে বলে আমার ধারণা। ওরা সাধারণত আটটায় ডিনার দেয়।'

'সমস্ত কিছু ঐ মাল রাখার জায়গার পিছনে রাখা আছে।'

'কিছু ভেবনা! যখন অপেক্ষাই করতে হচ্ছে, আর একটু পান করে নেওয়া যাক।' ল্যাঙ্কাশায়ার লোকটা মন্তব্য করে। ওর ডাক নাম 'ওটোপট' এবং ঐ নামে ডাকলে ও খুসি হয়। ওটোপট, 'রাইয়ের' বোতল হাতে নিল। 'দেখ, আমাদের খুব একটা খাওয়া হয়নি। তোমরা ব্যাপারটা সহজভাবে নিও। আঃ! এতো দেখছি প্রচুর! কোথা থেকে এল? সবাই চলে এস। এটা খেলে জমিয়ে ঘুমনো যাবে।'

বাকি ছাপান্ন জন যাত্রী যাদের ভিতর তিনচারজন মহিলা কোন না কোন বিষয়ে ব্যাস্ত ছিল, কেউ গল্পের বই বা পত্রিকা পড়ছে, কেউ বা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। কিন্তু সবার নজর বড় খেলাটার দিকে এবং তারা ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত কখন খেলার স্থান পেঁৗছিবে? উড়ো জাহাজের জানালা দিয়ে তারা ঝিকিমিকি তারাভরা আকাশ ও উইনিপেগের শেষ সীমারেখার হলুদ আলোগুলো দেখছিল। কিন্তু সেগুলো হারিয়ে গেল যখন তাদের প্লেন গভীর আকাশের মেঘের ভিতর প্রবেশ করল।

জেনেথ বেনসন বিমান সেবিকা। তার চেহারাটা ছোটখাট, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় সঠিক নির্বাচিত। সে ডিনার রেডি করে ফেলেছে। যদিও মিলটা দেরি হয়ে গেছে। ওটা দুঘণ্টা আগে সার্ভ করার কথা। যে কোন ফ্লাইটের শুরুতেই সে এক ধরণের উল্লাস অনুভব করে। তার চেহারায় সে ছবি ফুটে উঠেছে এবং গ্লাস কেবিনেটের উপর আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ভাগ্যিস উচ্ছ্বাসটা সে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে। এর জন্য ওর নিজেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। দেওয়ালে সাঁটা কাবার্ড থেকে প্রয়োজনীয় ছুরি চামচ নিয়ে জেনেথ নিজেকে পরিতৃপ্ত সহকারে প্রস্তুত করে খাবার সাভ করার জন্য। যদিও জানে খাবার পরিবেশন বিমান সেবিকার কাজের খুবই অনাকর্ষনীয় অংশ। জেনেথ জানে, প্লেনভর্তি একগাদা ক্ষুধার্ত লোককে খাবার পরিবেশন করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ও ঘাবড়াবার পাত্রী নয়। নিজের কাজে ও বিশ্বাসী এবং সন্তুষ্ট। অনেকটা সময় ধরে এই কষ্টসাধ্য ব্যাপারটা করবার জন্য ও তৈরী হয়।

জেনেতের ক্ষিপ্র ও ব্যস্ত চলাফেরা এয়ারলাইন ক্যাপের নিচে তার উড়ন্ত সোনালী চুল ও ফিটফাট চেহারা—তার আকাশপথের সঙ্গীদের নজরে পড়লে যে প্রশংসার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং ওদের

এ-ধরণের প্রতিক্রিয়া যে তার নিজের প্রতি বিশ্বাসকে অনেক বাড়িয়ে দিত। এটাও নিশ্চিত। একুশ বছরের জেনেথে, জীবনের স্বাদ ভালই পাচ্ছে।

সামনের দিকে ইঞ্জিনঘরে একঘেয়ে ঘড়ঘড়ানির শব্দ হয়ে চলেছে, প্রসব বেদনার মত শব্দ মাঝে মাঝে ওখানে তৈরী হচ্ছে। পাইলট দুজন প্রায় স্ট্যাচু হয়ে ওখানে বসে আছে। মাঝে মাঝে পদযুগল চালনা করে নিচ্ছে। ডায়ালের মধ্যে অসংখ্য আলোর রেখার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ। তার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রের প্যানেল। এয়ারফোন তাদের কানে অর্ধেক লাগানো। ওখানে মাঝে মাঝে আলোচনা শোনা যাচ্ছে। তাদের গলায় ঝুলছে ছোট গুরু গম্ভীর গর্জনের মাইক্রোফোন।

ক্যাপ্টেন ডানিং সিটের উপর থেকে পা জোড়া ছড়িয়ে দিল। হাতের পায়ের মাসলগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিল।

ক্যাপ্টেন তার সৌখিনভাবে বেড়ে ওঠা গোঁপ জোড়ায় (যদিও সেটা তার অজান্তে) হাত বুলিয়ে নেয়। এটা ওর অভ্যাস এবং ব্যাপারটা জাহাজের কর্মিদেরও জানা। একত্রিশ বছরের ক্যাপ্টেনকে কিন্তু বয়সের থেকে ভারিক্কি লাগে।

'পেট, নম্বর থিতে সিলিন্ডার হেডে কি তাপমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে?' ক্যাপ্টেন তার ফার্স্ট অফিসারের দিকে একঝলক দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

পেট একবার প্যালেন বোর্ডের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।' ও বলল, উইনোপেগে আমি একবার চেক করিয়েছিলাম। কোন গলদ ধরা পড়েনি। মনে হচ্ছে ওটা ঠিকই আছে। এখনও পর্য্যন্ত গরম হয়ে ওঠেনি।'

'গুড।' ডানিং বলল। ও রাতের আকাশের দিকে তাকায়। রোগা চাঁদটা বিবর্ণভাবে মেঘের পাহাড়ের প্রান্তে তাকিয়ে আছে। ছেঁড়া ও ফেঁসা ফেঁসা মেঘের দল অলসভাবে এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসছে অথবা জাহাজটি কখন কখনও ডুব মারছে তালগোল পাকানো ধূসর মেঘের মধ্যে। সেখান থেকে হুস করে বেরিয়ে আসছে অনেকটা স্যানিয়েল যেমন জলে পড়ে মুহূর্তে মুখ বার করে বেরিয়ে আসে এবং গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে।

যদিও সামান্য কিছু ভাগ্যের ব্যাপার জড়িয়ে আছে তাছাড়া যাত্রাপথটা পরিষ্কার হবে ক্যাপ্টেনের মন্তব্য।

এখন দেখা যাচ্ছে কিছুটা পরিবর্তনের ব্যাপারে রিপোর্টটা যুক্তিসঙ্গত ছিল। সব সময় না হলেও অরিজিনাল ফ্লাইট প্ল্যানটা বুঝে রাখা উচিত, ওর মন্তব্য।

'তুমি বলছ ক্যাপ্টেন। কিন্তু মাসখানিক বা ঐ রকম সময়ের ভিতর গল্পটা অবশ্যই অন্য রকম হবে।' ফার্স্ট অফিসার বলে।'

ক্যাপ্টেন পর পর সুইচ টিপে কারেণ্টের হেরফের ঘটালো। এতে প্লেনটা, ঝাঁপ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আবার গড়িয়ে চলল। ক্যাপ্টেন কয়েক মিনিটের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করল প্লেনের চলাচলকে সঠিক নিয়ন্ত্রনে আনবার জন্য।

ক্যাপ্টেন তার সঙ্গিকে বলল, 'তোমার কি কোনরকম প্ল্যান আছে ভ্যাংকুবার গিয়ে খেলাটা দেখার ? অবশ্য সেখানে প্রথমে বিশ্রাম-টিশ্রাম মিলবে কিনা কে জানে ?"

অফিসার প্রথমে ক্যাপ্টেনের কথার উত্তর দিতে ইতস্তত করছিল। পরে বলল, "আমি এখনও জানি না। আমি চেষ্টা করব যাতে কোন রাস্তা বার করা যায়।'

ক্যাপ্টেন তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকায়। 'তুমি কি বলতে চাও ? তুমি কিভাবে রাস্তা বার করবে ? তোমার চোখ যদি জেনেথের দিকে থাকে তবে তো ওদের নিয়ে তুমি আবার উড়ে যাবে।'

'মেয়েটার বয়স যথেষ্ট কম। তোমার মত এক মেয়ে-পটানো ছোকরার কুদৃষ্টিতে পড়া তার একেবারেই উচিৎ নয়।'

খুব কম লোকই আছে, যারা এই ধরনের কথার আওতার মধ্যে পড়বে। কিন্তু চিন্তাশীলও পরিষ্কার মুখের ফার্স্ট অফিসারকে এটা শুনতে হচ্ছে।

'ওর এখন মোটে কুড়ি বছর বয়স। এই বয়সে মাথা ঠাণ্ডা রাখা বেশ কষ্টকর। তবুও ও বলল, 'চালিয়ে যান ক্যাপ্টেন।' তবে প্রতিবাদ করে। মুখটা তখন লাল হয়ে গেছে। 'আমি কখনও কারও দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাই নি বা কাউকে দুর্নীতি গ্রস্ত করিনা।" ও বলল।

'জীপ চালকদের মত ভাল গল্প ফেঁদেছ। তা শোন, জেনেথের দিকে হাত বাড়িও না।" ক্যাপ্টেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। "কানাডা এয়ার লাইনসের অর্দ্ধেক লোক জানে জেনেথের সাথে তাদের এয়ার লাইনসের চিরসাথী চুক্তি। ও এয়ার লাইন্স-এর।"

"দেখ বোকা ছোকরা নিজের জীবনকে শুধু শুধু কঠিন করে ফেল না।'

যাকে নিয়ে এত গণ্ডগোল, সে কিন্তু মাত্র বারো ফুট দূরে। স্লাইডিং দরজার অপর দিকে তার কাজে ব্যস্ত। যাত্রীদের কাছ থেকে ডিনারের অর্ডার সংগ্রহ করছিল।

জেনেথ শান্ত ভাবে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে 'আপনি কি এখন ডিনার খাবেন স্যার ? ওর মুখে একটা মৃদু হাসি।

'ও' কি ওটা ? হা, হা নিশ্চয়।' বেয়ার্ড নিজের আসনে কিছুটা স্লিপ খেয়ে গেল। সে ঘুমন্ত স্পেনসারকে ধাক্কা দেয়। 'আরে উঠে পড় উঠে পড়। রাতের আহার চলবে ?'

স্পেনসার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'ডিনার! ও নিশ্চয়। কিন্তু মহাশয়া আপনার দেরি হয়ে গেছে। তাই নয় কি ? আমি তো ভাবলাম অনেক আগেই এটাকে হারিয়েছি।'

'আসলে আমরা টরেন্টোতে আটকে গিয়েছিলাম স্যার। সেই জন্য এখনও ডিনার সার্ভ করতে পারিনি। আপনি কি খাবেন স্যার ? আমাদের ভেড়ার মাংসের চপ

এবং সালমন মাছ ভাজা আছে, কোনটা খাবেন ?' মুখে হাসি আনল জেনেথ।

জেনেথের হাঁসিটা আরও সংক্ষিপ্ত হ'ল, ও শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা দেব ?'

স্পেনসার ভালভাবে জেগে গেছে। ও বলল, 'দুঃখিত, আপনি আমায় চপই দিন।'

'আমারও তাই,' বেয়ার্ড বলল।

জেনেথ কিচেনে ফিরে গেল। তাকে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হ'ল খাবার সার্ভ করার জন্য রেডি করতে। যারা খেতে চাইছে তাদের খাবারের সাথে প্রধান আইটেমটা দিতে ও যে সময়টা বার করতে পেরেছে, তার ভিতর ইন্টারকাম পাইলটের ঘরে ফোন করে।

'ফ্লাইট ডেক থেকে বলছি।' পেট ফোন ধরে।

'অবশেষে ডিনার সার্ভ করছি। দেরিতে পাওয়া কখনও না পাওয়ার থেকে ভাল। কি বল ? তোমরা কি খাবে ? ভেড়ার মাংসের চপ না সালমন ভাজা ?'

'ধর।' জেনেথ শুনতে পেল—ও ক্যাপ্টেনকে বলছে, চপ খাবে। ও না না, এক সেকেণ্ড। ক্যাপ্টেন আইডিয়া চেঞ্জ করেছে। ফিস কি ভাল হবে ?"

'দেখ, আমার কাছে ভাল।' জেনেথ তাড়াতাড়ি বলে। 'কোন রকম অভিযোগ নেই।'

'ক্যাপ্টেন বলছে। সালমনই দিও। শোন দুটোই দিও। ভাল করে দিও যেন। আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ। তাহলে ডবলই আসছে, দুটো ফিসই দিচ্ছি।' ও তাড়াতাড়ি দুটো ট্রে সাজিয়ে নিল। তারপর ও নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলো। উড্ডয়মান প্লেনে চলাফেরা করার অভিজ্ঞতা এখানে ভালই কাজে লাগে ট্রে হাতে ব্যালেন্স করে চলতে পেট এগিয়ে এসে স্লাইডিং দরজা খুলে একটা ট্রে ওর হাত থেকে নিয়ে নিল।

ক্যাপ্টেন, প্লেনকে অটোমেটিক পাইলটের হাতে ছেড়ে উইনিপেগের কণ্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করছে। তার রুটিন রেডি চেক আপ হিসাবে।

ক্যাপ্টেন বলতে থাকে। উচ্চতা ১৬,০০০, কোর্স ২৮৫ ট্রু, এয়ার স্পিড-২১০ নটস, গ্রাউণ্ড স্পিড—১৭৪ নটস এবং ETA ভ্যাঙ্কুবার ০৬·০৫ প্যাসিফিক স্ট্যাণ্ড। ওভার।' ও ছোট মাইক্রোফোনের প্লাস্টিকের হাতল ধরে কথা বলছিল। এয়ার-ফোনে, চটপটে উত্তর ভেসে এল 'ফ্লাইট—৭১৪, উইনিপেগ কণ্ট্রোল রুম থেকে রজার বলছি। ডান উঠে গিয়ে তার বড় সিটের সামনে দাঁড়াল। ওখানে এণ্ট্রি করতে হবে। আবার স্লিপ করে তার সিটে ফিরে এল। সে এখন তার কণ্ট্রোল থেকে মুক্ত। কিন্তু দরকার পড়লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে ওখানে হাত লাগাতে পারে, সেজন্য সীমানার মধ্যে থাকল! পেট খেতে আরম্ভ করেছে। ওর দুই হাঁটুর উপর একটা বালিস, তার উপর ট্রেটা রাখা।

ও বলল, 'ক্যাপ্টেন বেশি সময় লাগবে না।'

'তাড়াতাড়ির কিছু নেই।' ডান বলল। ও বন্ধ কক্‌পিটে ওর হাত উপর দিকে তুলে দিল যতটা তোলা যায়।

'আমার অপেক্ষা করতে অসুবিধা নেই।

'ভাল করে খাও। ফিসটা কেমন লাগছে, চলবে?'

'খারাপ নয়।' পেট কোনক্রমে বলে। ওর মুখ তখন ভর্তি। 'ও: যদি, মিলটা তিন-চার গুন হতো, দারুন জমতো।' ও বলে।

ক্যাপ্টেন মুখে একটা শব্দ করে বলে, 'শোন পেট। তুমি ওয়েষ্ট লাইনটা লক্ষ কর।'

জেনেথ সিটের পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

ক্যাপ্টেন ওর দিকে ফিরে বলে, 'পিছনে প্যাসেঞ্জারদের ওখানে খবর ভাল তো? ফুটবল-ফ্যান্‌দের খবর কি?'

ও ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'এখন খুবই শান্ত। আসলে, টরেন্টোতে অতক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওদের মধ্যে চারজন রাই-এর নেশায় আউট হয়ে গেছে। তবে ওদের সাথে এ নিয়ে কথা না বললেও চলবে। এটা ওদের চুপচাপ থাকতে সাহায্য করছে। মনে হচ্ছে শান্ত সহজ একটা রাত্রি।' ও হাত দিয়ে ক্রস আঁকল।

পেট, চোখ দুটো বড় করে প্রশ্নবাচক ভাবে তাকিয়ে বলল, 'আ! দেখ অল্প বয়েসি ভদ্রমহিলা বেশ লক্ষ করেছ এই রাতটাকে। কোথা দিয়ে সমস্যা তৈরী হচ্ছে, তুমি কি জান? আমি বলতে পারি, এখনই কেউ না কেউ তৈরী হচ্ছে অসুস্থ হবার জন্য।'

ক্যাপ্টেন মন্তব্য করে, 'তোমার পক্ষে ভালই। তুমি নিশ্চয়ই লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর পেয়েছ?

জেনেথ প্রশ্ন করে, 'এখন আবহাওয়া কেমন?

'ও—আচ্ছা দেখছি। সাধারণ কুয়াশা একটা পাহাড়ের উপর রয়েছে, সেটা 'মনিটোবার' দিকে এগিয়ে চলেছে। যদি ওটা আমাদের মাথা ঘামানোর ব্যাপার নয়। সমুদ্রতীর পর্যন্ত আমাদের যাত্রা পথ পরিষ্কার।'

'ধন্যবাদ! আমি যখন কফি দিতে আসব, তোমার জুনিয়রকে তুমি কন্ট্রোল রুম থেকে অব্যাহতি দেবে কি?' কিন্তু পেট জুৎসই জবাব দেবার আগেই জেনেথ ওখানে থেকে সরে পড়ল। ও প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে কফির অর্ডার নিতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ও একটা কফির ট্রে নিয়ে এসে পাইলটদের দিকে এগিয়ে দিল। ডানের ডিনার ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন কফিটা খেয়ে ওর ভালই লাগল। পেট কণ্ট্রোলে বসে ডায়ালের মধ্যে ইন্‌সট্রুমেণ্টগুলো অপারেট করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ক্যাপ্টেন উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি, জেনেথকে ব্যস্পারিত করে রাখ। আমি

প্যাসেঞ্জারদের একটু তাপ্পি মেরে আসি।'

পেট না ঘুরেই বলল, 'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন এবং জেনেথ বেরিয়ে গেল। প্যাসেঞ্জার রুমটা উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করছে। ওরা প্রথম নামল বেয়ার্ড ও স্পেনসারদের ওখানে। ওরা ওদের ট্রে জেনেতকে দিয়ে দিল।

ডান ওদের বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। সব ঠিক আছে?'

বেয়ার্ড ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ, খাবারটা খুবই ভাল হয়েছে। আমরাও এটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'দুঃখিত, সত্যি খাবারটা দিতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার কিন্তু ডানের কৃতজ্ঞতা-টিতজ্ঞতাকে বিশেষ আমল দিল না। ও বলল, 'যত সব বাজে ব্যাপার! টরেন্টো যদি ফগের জন্য প্লেন ছাড়তে দেরি করে, তবে তোমাদের ব্লেম দেওয়া যায় কি?'

ডাক্তার নিজের সিটে হেলান দিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোর না, ঘুমে মাথাকে সোজা রাখতে পারছি না।'

'আমারও ও'র মত অবস্থা।' স্পেনসার বলে ওঠে।

ডান, তাদের পড়বার আলো নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'আশা করি আপনাদের রাত আরামে কাটবে। মিস জেনেথ আপনাদের কম্বল দিয়ে যাচ্ছে।' ডান প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে নিচু গলায় বলে যায় প্রায় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে কি করে সিটকে হেলাতে হয়। বিমানের যাত্রাপথের অগ্রবর্তি আবহাওয়ার অবস্থা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে হচ্ছিল।

'আমার পক্ষে এটা স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে। আচ্ছা ডাক্তার, তোমার তো আজ রাতে কোন কল নেই।'

'কতক্ষণ কে জানে?' বেয়াড' বিড় বিড় করে ঘুম জড়ানো গলায় বলে। ওর চোখ বন্ধ। 'এখনও সাতঘন্টা বাকি। এর বেশীটাই ঠিকমত ব্যবহার করার চেষ্টা কর। শুভরাত্রি।'

স্পেনসারও শুভরাত্রি জানায়।

ও প্যাড দেওয়া মাথা-ঠেসকে মুচড়িয়ে ছোট করে ফেলল এবং ওর গলা বরাবর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! আমি নিশ্চৎ এবার চোখ বন্ধ করার উপায় বার করতে পারব।'

বাইরে ঠান্ডা, নিঃসঙ্গ পৃথিবী গায়ে একটা মোটা মেঘের কম্বল ঢাকা দিয়ে রয়েছে। প্লেনটা একই শব্দ করতে করতে তার পথে ছুটে চলেছে। ষোল হাজার ফুট নিচে সাসকেশিওয়ান শান্ত, ঘুমন্ত।

ডান হুইস্কি টানা মাতালদের ডেরার ওখানে পৌঁছুল। সে ভদ্রভাবে নিষেধ করল। রাতে আর যেন ওরা ড্রিংক না করে। ও কিছুটা ভৎসনার সুরে বলল, 'এ ধরনের অভ্যাস এখানে বরদাস্ত করা হয় না কোনক্রমে। আমি যেন আর কোন বোতল না দেখি। তা না হলে যে ড্রিংক করবে তাকে বার করে এনে হাঁটানো হবে সবার সামনে।' দলের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, 'তাস খেলাতে কি আপত্তি আছে?' সে একটা ফ্লাস্ককে কাছের আলোয় নিয়ে গেল। ওর মুখে উপুড় করে দিল। তলায় যেটুকু পানীয় আছে তার আস্বাদ নেওয়ার জন্য। ডান বলে, 'না আপত্তি নেই, যতক্ষণ অন্য যাত্রী ডিস্টার্বড হন।'

ল্যাংকাশায়ার মহাশয় বলে ওঠে, 'বেচারা ক্যাপ্টেন। কি হল? আজ রাতে এটাকে বিশাল কাজ হিসাবে মনে করা হচ্ছে নাকি?'

ডান বলে, 'এটা রুটিন ওয়ার্ক। একেবারেই একঘেয়ে এই রুটিন ওয়ার্ক।'

'তাই বল, সমস্ত ফ্লাইটের রুটিন ওয়ার্ক থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে করি।'

'যতক্ষণ না বেশী হয়ে যাচ্ছে, তাই তো?' যাত্রীদের মধ্যে হাসির ঢেউ খেলে গেল। ডানও তাতে যোগ দিল। এবং তারপর এগিয়ে গেল। ল্যাংকাশায়ার মহাশয় তখন সন্ধ্যের ড্রিংকের জন্য চিন্তা এলোমেলো। সেজন্য নিজের কথাটা ঠিক হ'ল কি না বুঝতে না পেরে সাময়িক চিন্তিত হয়ে থাকল।

দুই

রাত ০০৪৫—০১.৪৫

ক্যাপ্টেনের রাউণ্ড প্রায় শেষ। ও রিলাক্স মুডে একজন বেটে খাটো প্যাসেঞ্জারের সাথে ইয়ার্কি মারছিল। এ লোকটা খুব সম্ভবত আগেও তার প্লেনে উঠেছে।

ডান বলছিল, 'আমি জানি একে অনেকটা RCAF এর মত দেখতে। ও, ওর বিশাল গোঁপের জঙ্গলে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষমা চাইবার ঢঙে বলছিল।

'আমি একে পাওয়া থেকে ছাড়তে পারছি না।

এ আমার পুরানো বন্ধু, বুঝলে।'

বেঁটে লোকটা বলল, 'আমি বেট ফেলে বলতে পারি। এটা মেয়েদের ব্যাপারে দারুন সাফল্যজনক। ওরা তোমায় কি বলত,—কি ভাব?'

'না, তা নয়।' ডান বলে। তার মুখটায় একটা অবিশ্বাসের ছবি ফুটে ওঠে। দেখ, আমরা হচ্ছি এই এফর লাইন্সে ভি আই পি। যার জন্য আদর করে বলা হয়, 'এই তো তোমার ডান?' অথবা যেটা বেশী ব্যবহৃত হয়, "তোমার ডানসিনেস।'

'কি বলছ বলত ?' বেঁটে লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'কেন ? ডাসিনেম।' ক্যাপ্টেন বেশ জোর দিয়েই বলে। 'নিশ্চয়ই তুমি জান।'

তোমার ম্যাক্‌বেথ কোথায় গেল ?'

বেঁটে লোকটা এবার এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও শূন্যভাবে বলে, 'কোথায় আমার ম্যাক্‌বেথ ?' অ্যাই, তুমি আমায় কি বলতে চাইছ ?'

ক্যাপ্টেন এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে যখন বেঁটে লোকটার কথা হচ্ছিল, তখন কিন্তু তার দৃষ্টি বিমান সেবিকার দিকে নিবদ্ধ ছিল।' যাতায়াতের পথের উপর জেনেথকে দেখা যাচ্ছে এক ভদ্রমহিলার দিকে ঝুঁকে আছে, তার একটা হাত ওঁর কপালের উপর। ক্যাপ্টেন এগিয়ে গিয়ে দেখল ভদ্রমহিল সিটের উপর আধশোওয়া অবস্থায় ছিলেন, আবার সরে গিয়ে মাথা ঠেসে নিজের মাথাটাকে রাখলেন। তিনি হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ জোড়া যন্ত্রনায় ছোট হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন জেনেথের হাতে হাল্কাভাবে স্পর্শ করল।

'মিস বেনসন, কোন সমস্যা হয়েছে কি ?' সে জিজ্ঞেস করে।

জেনেথ সোজা হয়ে শান্তভাবে বলল, 'ভদ্রমহিলা প্লেন-সিকে কিছুটা অসুস্থ বোধ করছেন। একটা এ্যাসপিরিন দিলে ভাল হয়ে যাবে। আমি এখনই আসছি।'

ডান, জেনেথের স্থান নিয়ে ভদ্রমহিলা এবং তাঁর পাশ্বর্স্থ ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকে বলে, "শুনে দুঃখ পেলাম। কি ধরণের অসুবিধা হচ্ছে ? ওর গলায় সহানুভূতি।

ভদ্রমহিলা ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আম ঠিক জানি না। হঠাৎই আক্রান্ত হলাম। কিছুক্ষণ আগে হয়েছে। অসুস্থ লাগছে, মাথা ঝিম ঝিম, করছে। 'একটা সাংঘাতিক যন্ত্রনা হচ্ছে, এই জায়গায়'—বলে তিনি পেটের দিকে দেখান।' ওঁর কথা খুবই শুনি। উনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি পেটের গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমায় টয়লেটে যেতে হবে। সত্যি দুঃখিত।"

পাশ্বর্স্থ লোকটি ব্যাতিব্যস্ত হয়ে ভদ্রমহিলাকে বিড় বিড় করে বললেন, 'শোন, শোন লক্ষীটি।'

'শান্তভাবে শুয়ে থাক। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।' উনি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন 'মনে হচ্ছে, সামান্য বিমান-পীড়া।'

ডান সান্তনার সুরে বলে 'আমারও ঐ রকম মনে হচ্ছে।' সে চিন্তিতভাবে ভদ্র মহিলার দিকে তাকায়।

ওঁর ফ্যাকাশে কপালে ফোটা ফোটা ঘাম, চুল অবিন্যস্ত, তাঁর ফর্সা একটা হাত দিয়ে বসার আসনের একটা হাতল ধরা, আর এক হাত দিয়ে তাঁর স্বামীকে, আন্তরিকতার সাথে।

ডান বলে, 'আমার খারাপ লাগছে, আপনি নিজে সুস্থ বোধ করছেন না দেখে। আমি নিশ্চিৎ আমাদের বিমানসেবিকা আপনাকে যথোচিত সাহায্য করতে পারবে

যাতে আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠেন। আপনি নিজেকে যতটা সম্ভব রিলাক্স করবার চেষ্টা করুন। যদি আপনার ভাল লাগে, তাহলে দেখবেন, আপনার এই যাত্রাটা কেমন শান্ত ও স্নিগ্ধভাবে কেটে যাবে।'

ও একবার তাকিয়ে দেখে জেনেথ আসছে কিনা।

'এসে গেছি', জেনেথ বলে। ওর হাতে কয়েকটা ট্যাবলেট। জেনেথ মহিলাকে শান্ত করে এবং ওঁর মাথাটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'ওষুধ খেয়ে নিন জল দিয়ে। এই তো সুন্দর।' জেনেথ, ভদ্রমহিলাকে একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এতে আপনি নিজেকে আরও আরামবোধ করবেন।'

'এটা কি ?' ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞের সাথে জেনেথের দিকে তাকায়।

জেনেথ বলে, 'আমি কয়েক মিনিট পরে ফিরে আসছি। আমি এসে দেখব আপনি কেমন আছেন।'

'পেপার ব্যাগ ব্যবহার করতে ইতস্তত করবেন না, যদি মনে করেন। আমার যদি হঠাৎ দরকার মনে করেন, তাহলে জানালার ধারের বোতামটা টিপবেন।'

স্বামী ভদ্রলোক বললেন 'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্‌, আমি নিশ্চিত, কিছুক্ষন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।' তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরে একটু হাসলেন। ওঁর ভাবনা নিজেকেও সাহস দেওয়া। উনি স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'বিশ্রাম নিতে চেষ্টা কর লক্ষীটি। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডান বলল, 'আমিও তাই মনে করি। আমি জানি এই ধরনের ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত। ম্যাডাম, আমার বিশ্বাস, খুব তাড়াতাড়ি আপনি ভাল হয়ে যাবেন। আপনাদের দুজনেরই রাতটা ভাল কাটবে।'

সে গলি দিয়ে গিয়ে পিছনের দিকে জেনেথের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। জেনেথকে দেখে ডান জিজ্ঞেস করে, 'ওরা কারা ?'

'মিঃ ও মিসেসে চিলডার'—জেনেথ ও আরও বলে, মিনিট পনেরো আগে দেখেছি ভদ্রমহিলা ভাল ছিলেন।

ও, আচ্ছা। ভদ্রমহিলার অবস্থা যদি আরও খারাপ হয়, আমায় খবর দিও।' ডান বলে।

জেনেথ, ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাড়াতাড়ি ফিরে বলে 'কেন ? আপনি কি মনে করছেন ?'

'আমি জানিনা। তবে ভদ্রমহিলার চাউনি আমার ভাল লাগছে না। আকাশ পথের বিমান-পীড়া অথবা পিত্তজনিত অসুখ হতে পারে। কিন্তু ভদ্রমহিলা বেশ কাতর হয়ে পড়েছেন অসুখে।' ক্যাপ্টেনকে চিন্তিত লাগল। তার হাতের আঙুলগুলো অন্যমনস্কভাবে ধাতুর বোর্ডের উপর বাজনার মত বেজে চলে। কিন্তু ঐ বোর্ডটা আবার জল নিষ্কাসেনের পথ। ও জিজ্ঞেস করে, 'প্যাসেঞ্জার লিস্টে কি কোন ডাক্তারের নাম আছে ?'

জেনেথ'বলে, 'ডাক্তার হিসাবে কারও নাম নেই। তবে আমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

ডান ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, না ওদের এখন ডিস্টার্ব করার দরকার নেই। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঘুমুচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যে ভদ্রমহিলা কেমন থাকে জানা দরকার।'

ডান যেতে যেতে বলল, 'সমস্যাটা হ'ল আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে এখনও চার ঘণ্টার ওপর দেরি।'

ডান গলিপথ দিয়ে পাইলটরুমের দিকে যেতে যেতে অসুস্থ ভদ্রমহিলার দিকে তাকায়।

ও হাসে। তিনিও ওকে দেখে হাসবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হঠাৎ যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়ে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সিটের ওপর ওঁর শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। কয়েক সেকেণ্ড ডান ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করে তীক্ষ্ণভাবে, তারপর পাইলটের চেম্বারের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। নিজের আসনে গিয়ে বসে। দ্রুত টুপি পরে, কানে বড় এয়ারফোন লাগায়। মুখে মাইক্রোফোনের গুঞ্জন শুরু হ'ল। পেট তখন নিজেই প্লেন চালাচ্ছে। ছড়িয়ে থাকা জমাট বাঁধা মেঘগুলো জানালার দিকে ছুটে আসছে, প্লেনকে ঢেকে দিচ্ছে, আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, 'জমাট ধাঁ ধা জলো মেঘে ভর্ত্তি হয়ে যাচ্ছে।'

ডান চিন্তিতভাবে বলে, 'তোমার কি মনে হয়, বাজে আবহাওয়ার মধ্যে পড়তে হতে পারে?

পেটের মন্তব্য শোনা গেল, 'মনে হচ্ছে সেরকমই হতে পারে।'

'আমি সামলাচ্ছি। আমি ভাবছি প্লেনকে আরও উপরে নিয়ে যাব। তুমি কুড়ি হাজারের জন্য নিচে থেকে ক্লিয়ারেন্স চাও।'

মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে বলে, '৭১৪, রেজীনাকে দাও।

'৭১৪, বল' মাইক্রোফোনে কথা ভেসে আসে।

'দেখ আমরা একটু বাজে আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। সেজন্য কুড়ি হাজার উপরের ক্লিয়ারেন্স চাইছি।'

'৭১৪, ধরো। ATC কে জিজ্ঞেস করছি।'

পেট ধন্যবাদ জানিয়ে অপেক্ষা করে।

ক্যাপ্টেন, উঁকি মেরে সামনে অশান্ত মেঘরাশি দেখে। ডান বলে, 'পেট, সিট, -বেল্টের সুইচ অফ্ করে দাও।' সে, এ দিকে প্লেনের হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বা বক্রভাবে চলার (নিজে থেকে) প্রবনতাকে বন্ধ করবার জন্য যন্ত্রকে ঠিক করতে থাকে।

'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।' বলে পেট মাথার উপরের প্যানেলের কাছে পৌঁছে যায় সুইচ অন করবার জন্য। প্লেনটা একটা বড় মেঘের দেওয়াল পার হওয়ার সময় ছোট

ঝাঁকুনি মেরে ঠিকমত চলতে থাকে। কিন্তু পরক্ষনেই, আবার একটার মধ্যে ঢুকে যেতে হল।

এদিকে রেডিও মেসেজ ভেসে এল 'হ্যালো ফ্লাইট ৭১৪ এটিসি কুড়ি হাজারের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে। ওভার।'

পেট রিসিভ করে বলে, '৭১৪ বলছি। ধন্যবাদ। আউট।'

'তাহলে এবার ওঠা যাক'—ডান বলে। ইঞ্জিনের শব্দ, গভীর থেকে গভীরতর হয়। পাইলট ডেক কাত হয়ে থাকে। উচ্চতামাপক যন্ত্রের কাঁটা ধীরে ধীরে রিডিং দিতে থাকে—প্লেনের ঊর্ধ্বগতি প্রতি মিনিটে পাঁচশ ফুট। লম্বা উইন্ড ওয়াইপার জানালার এপাশ থেকে ওপাশে একই তালে চলা ফেরা করতে থাকে।

ফার্স্ট অফিসার বলে ওঠে, "এই বাজে অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে, দুঃখ লাগবে না।'

ডানের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। তার চোখ সামনের ডায়াল একেবারে স্থির হয়ে আছে। জেনেথের প্রবেশ দুজন পাইলটের কেউ টের পায় নি। সে ক্যাপ্টেনের কাঁধ স্পর্শ করে।

জেনেথ উদ্বিগ্নভাবে, কিন্তু নিজের কথাকে ভালভাবে সংযত করে বলে, 'ভদ্র মহিলার অবস্থা বেশ খারাপ। আর একজন পুরুষ যাত্রী এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ডান জেনেথের দিকে না ফিরে ওর হাতটা লম্বা করে দিয়ে অবতরনের আলোর সুইচ অন করে দিল। প্লেনের ধারালো আলো ওদের সামনে ছুটন্ত বৃষ্টি ও তুষারের মধ্যে ভেদ করে চলেছে। তারপর লাইটকে বন্ধ করে, ইঞ্জিনের এবং বরফ পরিষ্কার করার যন্ত্রের মধ্যে এ্যাডজাস্ট করতে থাকে।

কাজ করতে করতে ডান বলে, 'জেনেথ, শোন আমি এক্ষুনি যেতে পারছি না। তুমি বরং আমাদের পরামর্শমত চল। চেষ্টা করে দেখ একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা। আর দেখ, সমস্ত সিট-বেল্টগুলো ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা। এখন একটু রাফ ওয়েদারের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তোমার সাথে দেখা করছি।'

'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। পাইলটরুম থেকে বেরিয়ে, জেনেথ প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশ্য বলতে থাকে, আপনাদের সেফটি-বেল্ট বাধুন। প্লেনটা একটু আধটু দুলতে পারে।' শুধু যাত্রীরা যাতে শুনতে পায় এমনইভাবে বলছিল।

ওরা নিদ্রালু চোখে ওর দিকে তাকায়। কাছের লোকটি বলে, 'দুঃখিত। কেউ নেই। কিন্তু কি হয়েছে?' জেনেথ তাড়াতাড়ি বলে, 'না তেমন কিছু নয়।' যন্ত্রনার কাতরানি ওর কানে আসতে ওর মনোযোগ স্থানান্তরিত হয়। সে গলি পথে দ্রুত মিসেস চিল্ডারের কাছে হাজির হয়। ভদ্রমহিলা, স্বামীর কোলে কুঁজো হয়ে শুয়ে ছিলেন। যন্ত্রনা কাতর চোখ-জোড়া বন্ধ।

ভদ্রমহিলার কপালে ঘাম চক্ চক্ করছিল। জেনেথ তাড়াতাড়ি নিজে হাটু মুড়ে

বসে তার ঘাম মুছে দিল। ভদ্রলোক তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখেমুখে দুশ্চিন্তা।

উনি জেনেথকে বললেন, 'আমরা কি করব বলুন তো? আপনি কি মনে করেন?'

জেনেথ বলে, "আপনি, দয়া করে এঁকে গরম রাখুন, আমি এই বিমানে কোন ডাক্তার আছে কিনা দেখি।"

'ডাক্তার? 'আমি আশা করতে পারি এখানে ডাক্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি ডাক্তার না থাকে, তবে আমরা কি করব?'

'কিছু ভাববেন না স্যার আপনি, আমি এখনই ফিরে আসব।'

জেনেথ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল, অসুস্থ মানুষটার দিকে একবার তাকাল। তারপর এগিয়ে যায়। পরের যাত্রীর আসনের কাছে গিয়ে মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করে ওঁদের ভিতর কেউ ডাক্তার আছেন কি না।

জেনেথকে ওখান থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কি অসুস্থ?'

'হাঁ, একটু অসুস্থ বোধ করছেন। আকাশে এরকম মাঝে মাঝে হয়। আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত।'

একজনের হাত জেনেথের বাহুকে আঁকড়ে ধরল। হাতের মালিক হুইস্কির মধ্যে ডুবে থাকা দলের একজন। তার চোখ, হলুদ এবং জ্বলছে।

'দুঃখিত মিস, তোমায় কষ্ট দেওয়ার জন্য। আসলে আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। তুমি কি আমার এক গ্লাস জলের ব্যবস্থা করতে পার?"

'হাঁ, নিশ্চয়ই? আমার যাওয়ার পথেই পেয়ে যাবে।' জেনেথ বলে।

'আগে কখনও আমার এমন হয় নি।' লোকটা শুয়ে পড়ে নিজের গালে চড় মারল।

আর সঙ্গীদের ভিতর একজন নাড়া খেতেই চোখ মেলে তাকাল। সে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে?'

সেই অসুস্থ লোকটা বলল, 'যন্ত্রণাটা ভিতরে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা সব আলাদা আলাদা বেরিয়ে আসবে।' আবার যন্ত্রণার ধাক্কায় ভদ্রলোক হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে।

জেনেথ স্পেনসারের কাঁধটা আস্তে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দেয়। সে প্রথমে একচোখে তাকায়, তারপর দুচোখ মেলে জেনেথকে দেখে। জেনেথ বিনয়ের সাথে বলে, 'আপনাকে জাগানোর জন্য খুব দুঃখিত স্যার। আচ্ছা, আপনাদের ভিতর কি কেউ ডাক্তার আছেন?'

স্পেনসার নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বলে, 'ডাক্তার? না, মিস। আমার ধারনা নেই।' জেনেথ ঘাড় নাড়ে এবং এগিয়ে যেতে যায়। 'একটু দাঁড়ান।'

স্পেনসার ওকে থামায়। 'হাঁ আমার মনে পড়েছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও। আমার পাশের ভদ্রলোক একজন ডাক্তার।' স্পেনসার বলে।

'ও ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ'। দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে জেনেথ বলে। আপনি কি তাকে দয়া করে ডেকে দেবেন ?'

স্পেনসার জেনেথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই।' তারপর ও আধশোয়া ডাক্তারকে কনুই-এর গুঁতো মেরে বলে, 'ও মশাই শুনেছেন, কেউ একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

জেনেথ বলে, 'সামান্য অসুস্থ বোধ করছে।' স্পেনসার ডাক্তারকে আন্তরিকভাবে তাকে, 'ডাক্তার ও ডাক্তার, উঠে পড়ুন।'

ডাক্তার তাঁর মাথা নাড়ে। তারপর চোখ মেলে তাকায়।

স্পেনসার বলে, 'মনে হচ্ছে, অবশেষে তুমি রাতের কল পেলে।'

জেনেথ উদ্বিগ্নের সাথে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি একজন ডাক্তার ?'

'হাঁ. ঠিক। আমি ডঃ বেয়ার্ড। কেন ? কি হয়েছে ?'

'আমাদের দুজন যাত্রী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি দয়া করে দেখবেন একবার ? জেনেথ বলে।

'ও অসুস্থ ? নিশ্চয়ই দেখব।' বেয়ার্ড বলে। স্পেনসার উঠে দাঁড়ায়, ডাক্তারকে যেতে দেওয়ার জন্য।

বেয়ার্ড চোখ জোড়া মুছে জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কোথায় ?'

জেনেথ, ডাক্তারকে পথ দেখাতে দেখাতে বলে, 'অ্যাপনি যদি ভদ্রমহিলাকে আগে দেখেন ভাল হয়।'

ও যেতে যেতে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, 'আপনাদের আসনের বেল্ট বেঁধে নিন দয়া করে।'

মিসেস চিল্ডার সিটের ওপর অসহায়ভাবে বেঁকে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর যন্ত্রণায় কাঁপছে এবং চরম বেদনায় কোঁকাছে। ভদ্রমহিলা, বড় নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, অনেকক্ষণ অন্তর। দম নিতে নিতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। ও'র চুল ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

বেয়ার্ড মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করলেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ও'র কব্জিটা টেনে নিলেন।

'ইনি একজন ডাক্তার।' জেনেথ বলল।

'সত্যি, আপনি একজন ডাক্তার! দেখে যা আনন্দ হল ?' মিঃ চিল্ডার পরম তৃপ্ত সহকারে বললেন।

ভদ্রমহিলা চোখ খুলে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন 'ডাক্তার।' তিনি কথা বলতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ঠোঁটও কাঁপছিল।

বেয়ার্ড তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বিশ্রাম করুন।' তার চোখ ছিল হাত ঘড়ির উপর।

জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে বেয়ার্ড পকেট টর্চ বার করল।

'চোখ খুলুন। বড় করুন।' বেয়ার্ড শান্তভাবে বললেন। পেন্সিল লাইটের ছুঁচলো আলোয় বেয়ার্ড ও'র চোখ পরীক্ষা করলেন।

'এখন কি কোন যন্ত্রণা হচ্ছে?'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নাড়লেন।

বেয়ার্ড ও'র তলপেটের বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিয়ে বলেন, 'কোথায়? এখানে? আচ্ছা এখানে?'

ভদ্রমহিলা যন্ত্রণায় চিৎকার করে হঠাৎ শক্ত হয়ে যান। বেয়ার্ড ব্লাঙ্কেট যথাস্থানে রেখে কপালে হাত রাখেন। তারপর উঠে দাঁড়ান।

বেয়ার্ড, মিঃ চিল্ডারকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইনি কি আপনার স্ত্রী।

'হাঁ, ডাক্তার।'

'যন্ত্রণা ছাড়া, ও'র কি আর কিছুর কমপ্লেন আছে?'

'আসলে ও খুবই অসুস্থ।'

'কখন এই অবস্থা শুরু হয়েছে?'

'আমার ধারণা, খুব বেশীক্ষণ নয়।' চিল্ডার, অসহায়ভাবে জেনেথের দিকে তাকিয়ে বলে। 'আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে হঠাৎ।'

বেয়ার্ড ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যায়। উনি জেনেথের গায়ে হাত রেখে খুব আস্তে কথা বলছিলেন, যাতে কাছের যাত্রীরা ও'দের কথা না শুনতে পায়। যাত্রীরা ও'দের লক্ষ করছিল।

বেয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'তুমি কি ওনাকে কিছু দিয়েছ?

জেনেথ, জানায় সে শুধু এ্যাসপিরিন ও জল দিয়েছিল।

'অসুস্থ লোকটাকে জল দেব বলেছিলাম, তার থেকে ব্যাপারটা আমার মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার পরিস্কার করে বলে, 'দাড়ান।' তার ঘুম ছুটে গেছে। ওর গলা সতর্কিত ও কর্তৃত্বপূর্ণ

'তোমার নার্সিং কোথা থেকে শিখলে?'

ও'র কথা শুনে, জেনেথের গাল রক্তিম হয়ে যায়। 'কেন? এয়ার লাইনসের ট্রেনিং স্কুলে।'

'কিন্তু…যা হবার হয়ে গেছে। কিছু মনে ক'র না। বমি করা রুগীকে এ্যাসপিরিন দেওয়ার নিয়ম নয়। মাঝ থেকে রুগীর অবস্থা আরও খারাপ হবে। এক্ষেত্রে জল ছাড়া কিছু দেওয়া যাবে না।'

জেনেথ অপরাধীর মত বলে, 'ডাক্তার, আমি—মানে আমি দুঃখিত।'

বেয়ার্ড বলে, 'আমার মনে হয় তোমার এখনই ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া উচিৎ। তাকে গিয়ে বল, আমাদের প্লেনকে এখনই কোথাও নামাতে হবে। এই ভদ্রমহিলাকে এখনই কোন হসপিটালে ভর্ত্তি করতে হবে। নিচে একটা এ্যাম্বুলেন্স রেডি রাখতে বলতে হবে।'

জেনেথ চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি বলতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে ঠিক কি হয়েছে ?'

বেয়ার্ড বলল, 'আমি এখানে ঠিক ঠিক ডায়াগোনসিস করতে পারছি না। কিন্তু অসুখটা খুবই সিরিয়াস। যার জন্য এমন শহরে ল্যান্ড করাতে হবে যেখানে হাসপাতালের সুবিধা আছে। তুমি পাইলটকে তা বলতে পার।'

'খুব ভাল ডাক্তার। আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি কি ইতিমধ্যে আর একজন অসুস্থ যাত্রীকে দেখবেন ? তাঁরও একই কমপ্লেন। একই রকম যন্ত্রণা ও অসুস্থতা।'

ডাক্তার জেনেথের দিকে তীক্ষ্নভাবে তাকায়। 'তুমি বলছ, একই ধরনের যন্ত্রণা ? সে কোথায় ?'

জেনেথ ডাক্তারকে অসুস্থ রোগীর ওখানে নিয়ে গেল। যাত্রীটি তার বন্ধুর গায়ের উপর শুয়েছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। দুমড়ে বেঁকে যাচ্ছে। ডাক্তার হাঁটু ভেঙে বসে লোকটির মুখটি ভালভাবে লক্ষ করে।

বেয়ার্ড তাকে বলে, 'দেখুন আমি একজন ডাক্তার। আপনি কি মাথাটাকে পিছনের দিকে করবেন ?' তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বেয়ার্ড জিজ্ঞেস করে, 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় আপনি কি কি খেয়েছেন ?'

ভদ্রলোকের শরীরের সমস্ত শক্তি মনে হচ্ছে নিঃশেষিত। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'শুধুই সাধারণ খাবার।'

'ব্রেকফাস্ট'...খুবই দুর্বল স্বরে বললেন। শুকরের মাংস, ডিম...লাঞ্চে স্যালাড ...এয়ারপোর্টে একটা স্যান্ডউইচ...এবং এখানে ডিনার।' অতি কষ্টে তার কথা শেষ করলেন। একটা লালার ধারা তার চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'ডাক্তার, এই যে যন্ত্রনাটা। আর আমার চোখ।'

'হুঁ আপনার চোখে কি হয়েছে ?' বেয়ার্ড ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করে।

'চোখ তাকাতে পারছি না। সব ডবল ডবল দেখছি।'

তার সঙ্গীটি এর ভিতর মজা পেল। সে বলল, 'রাইটা খুব জোর ধরেছে স্যার বুঝলেন।'

বেয়ার্ড লোকটিকে বললেন, 'চুপ করুন।' ও উঠে দাঁড়িয়ে জেনেথকে খোঁজ করতে দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

ডাক্তার গলি দিয়ে যেতে যেতে জেনেথকে বলল, 'খুব ভাল করে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও। ওকে গরম রাখতে হবে।' ক্যাপ্টেন ডাক্তারের সঙ্গে যেতে থাকে।

কিছুক্ষণের ভিতর ওরা একা হয়ে গেল। বেয়ার্ড বলে, 'আমরা কত তাড়াতাড়ি ল্যান্ড করতে পারি ক্যাপ্টেন ?'

'সমস্যাটা তো ওখানে। আমরা এখন ল্যান্ড করতে পারব না।' ক্যাপ্টেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'কেন ?' বেয়ার্ড ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে।

এটার একটাই কারণ তা হল আবহাওয়া। আমি রেডিও মারফৎ পরীক্ষা করলাম। নেড়া পাহাড়ের ডান দিকে নিচু মেঘ ও কুয়াশায় ঢেকে গেছে। ক্লাগির রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ। আমাদের সোজা কোস্টের দিকে যেতে হবে।'

বেয়ার্ড মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে বলে, 'ফিরে যেতে কি অসুবিধে ?'

ডান মাথা ঝাঁকুনি দেয়। নরম আলো তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

ও বলে, 'ওটাও আর সম্ভব নয়।

বেয়ার্ড পেন্সিল টর্চের আলো নিজের আঙ্গুলের নখের উপর ফেলে মুখ বিকৃত করে থাকেন। ডানকে জিজ্ঞেস করে। 'কত তাড়াতাড়ি আমরা মাটি ছুঁতে পারি ?'

ডান বলে, 'প্যাসিফিক টাইম অনুযায়ী সকাল পাঁচটা।'

ডান দেখল, ডাক্তার অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার রিষ্ট ওয়াচ দেখছে।

ডাক্তার বলে, 'তারমানে, এখন থেকে সাড়ে তিনঘণ্টা পরে আমাদের ল্যাণ্ড করার কথা। এই চার্টার প্লেনগুলো পৃথিবীর দ্রুততম প্লেনগুলির মধ্যে পড়ে না।'

বেয়ার্ড মনস্থির করে ফেলেন।

বেয়ার্ড বলেন, "ভাঙ্কুবারে পৌঁছুনো পর্যন্ত আমাকে এই লোকগুলোকে দেখানোর দায়িত্ব নিতে হবে।" আমার ব্যাগটা দরকার। আপনি কি মনে করেন ওটা পাওয়া যাবে ? আমি টরেন্টোয় একবার দেখেছি।'

ডান বলে, 'চেষ্টা করে দেখছি। আমার ধারণা ওটা ওপরের দিকে আছে।'

'ডাক্তার, আপনার মালের টিকিটটা লাগবে।' বেয়ার্ড তার লম্বা আঙুল পিছনের পকেটে ঢুকিয়ে 'ওয়ালেট' (কাগজ পত্র রাখার ব্যাগ) বার করে আনল। এর ভিতর থেকে তিনি দুটো মালপত্তরের টিকিট বার করে ডানের হাতে দিলেন। দুটো ব্যাগ আছে ক্যাপ্টেন। আমার ছোটটা দরকার। যদিও এর ভিতর বেশী যন্ত্রপাতি নেই। কয়েকটা, সেগুলো, আমার সাথে বহন করি সবসময়। আর সেগুলো কাজে দেয়।'

ডাক্তার সবে কথা কথা শেষ করেছেন অমনি প্লেনটা ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল। ওরা দুজন ছিটকে গিয়ে দূরের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে পড়ল। চিৎকার এবং অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসতে থাকল। ক্যাপ্টেন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুটে গিয়ে ইন্টারকম ধরল। 'ক্যাপ্টেন বলছি।' ওর গলায় উত্তেজনা। 'কি হয়েছে পেট ?'

ফার্স্ট অফিসারের কথা ভেসে এল। কষ্ট করে ও যন্ত্রনার সাথে কথা বলছিল।

'আমি অসুস্থ......অসুস্থ তাড়াতাড়ি চলে এস।' ডান ডাক্তারকে বলল, 'আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন।' ওরা তাড়াতাড়ি গলিপথ দিয়ে হাঁটতে থাকে। বিহ্বল প্যাসেঞ্জারদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে, 'দুঃখিত, প্লেনটা একটু টাল খেয়েছিল। কিছুই নয়, সামান্য একটু দুলে উঠেছিল।'

ওরা ছুটে গিয়ে পাইলটের দরজা হাট করে খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল, ফার্স্ট অফিসার তার সিটে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। আর মুখ ঘামে মাখামাখি। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কন্ট্রোল কলাম ধরে আছে।'

ক্যাপ্টেন ব্যস্তভাবে বলল, 'এখুনি ওকে ওখান থেকে বার করতে হবে।'

বেয়ার্ড এবং জেনেথ পেটকে তার সিট থেকে বার করে আনল। সঙ্গে সঙ্গে ডান তার সিটে গিয়ে বসে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিল।

ডান বলে, 'ফ্লাইট ডেকের পিছনে, রেডিও অপারেটারের জন্য একটা আসন আছে। পেটকে ওখানে রেখে দাও।'

ওরা যখন পেটকে খালি সিটের উপর তুলে, সিটের দেওয়ালে ওকে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল তখন ওর মুখ যন্ত্রনায় বিকৃত। ও আর সামলাতে পারল না—ডেকের উপরই বমি করে ফেলল। বেয়ার্ড, পেটের জামার বোতাম এবং টাই আলগা করে দিল, যাতে যতটা সম্ভব আরামে রাখা যায় ওকে।

কয়েক সেকেণ্ড অন্তর পেটের গোপন ছুরিকাঘাতের যন্ত্রনার মত মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল।

ডান খুবই উত্তেজিত। ও জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তার কি ব্যাপার বলুন তো ? কি হচ্ছে এসব ?'

বেয়ার্ড হাত মুঠো করে বলে 'আমি নিশ্চিত নই। তবে এ ধরনের অসুখ থেকে বোঝা যাচ্ছে এর একটা সাধারণ নাম আছে। হতেই হবে। তবে, যতদূর মনে হয় এর উৎসটা হল খাবার। আমরা ডিনারে কি খেয়েছিলাম ?'

জেনেথ বলে, 'প্রধান মিল ছিল মাংস অথবা মাছ। ডাক্তার, আপনি সম্ভবত মনে করতে পারবেন যে আপনি কি নিয়েছিলেন—

ওর কথা শেষ হল না।

'মিট ! আমি মিট নিয়েছিলাম। কিন্তু সে তো দু-তিন ঘণ্টা আগে।'

বেয়ার্ড পেটকে দেখিয়ে বলে, 'ও কি খেয়েছে ?'

জেনেথের মুখে ভয়ের সংকেত ফুটে ওঠে। ও প্রায় ফিস ফিস করে বলে, 'ফিস, ডাক্তার ফিস।'

'তুমি কি মনে করতে পার বাকি দুজন প্যাসেঞ্জার কি খেয়েছে ?' বেয়ার্ড ওকে বলে।

'না ডাক্তার, আমি পাচ্ছি না—

ওর কথা শেষ হওয়ার আগে ডাক্তার বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। খবরটা নিয়ে এস। পারবে কি ?'

জেনেথ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ওর মুখ ফ্যাকাশে। বেয়ার্ড ফার্স্ট অফিসারের পাশে উবু হয়ে বসল। পেটের চোখ বোজা সে সমানে ঘেমে চলেছে। প্লেন ছুটে চলেছে।

বেয়ার্ড শান্তভাবে বলে, 'হালকা হবার চেষ্টা কর। আমি কিছুক্ষণ পরে তোমায় এমন একটা জিনিস দেব যাতে তোমার যন্ত্রণা কমতে পারে। ও র‍্যাকের উপর রাখা কম্বলটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায়। ও বলে, 'এই তো। এইটা তোমার গায়ে জড়িয়ে দিলে আরাম বোধ করবে, কারণ গরম থাকবে।' বেয়ার্ড র‍্যাক থেকে কম্বলটা পেড়ে নেয়।

পেট চোখ মেলে। সে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা একবার চেটে নেয়।

ও জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি একজন ডাক্তার?'

ডাক্তার ঘাড় নাড়ে।

অপ্রস্তুতভাবে পেট হাসতে চেষ্টা করে। সে বলে, 'এই সব ঝামেলার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ভাবছিলাম যে, আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।'

বেয়ার্ড বলে, 'কথা ব'ল না। বিশ্রাম নেবার চেষ্টা কর।'

পেট বলে, 'আপনি ক্যাপ্টেনকে বলুন উনি নিশ্চয়ই আমার হস্ত চালনার অপটুতার কথা জানেন।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে বেয়ার্ড ধমক দিয়ে বলে, 'আমি তোমায় বলছি না একেবারে কথা বলবে না। বিশ্রাম নাও। তুমি ঠিক হয়ে যাবে।'

জেনেথ ফিরে এসে বেয়ার্ডকে তাড়াহুড়ো করে বলল, 'ডাক্তার আমি দুজন প্যাসেঞ্জারের খবরাখবর নিলাম। ওরা দুজনেই 'সালমন মাছ খেয়েছে। আরও তিন-জান পেটে যন্ত্রণার কথা বলেছে। আপনি কি একবার যাবেন ওদের দেখতে?'

'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আমার ব্যাগটা প্রথমে দরকার।'

ডান, বেয়ার্ডের কাঁধের উপর দিয়ে বলে, 'দেখ, আমি এখান থেকে যেতে পারছি না এখন।'

'কিন্তু ডাক্তার, তুমি যাতে ব্যাগটা পাও এক্ষুণি আমি দেখছি। জেনেথ এই টিকিট নাও। যে কোন একজন যাত্রীর সাহায্য নাও এবং ডাক্তারের ছোট ব্যাগ বার করে দাও। পারবে না?'

জেনেথ টিকিটগুলো নিয়ে নেয়। ডাক্তারের দিকে ফিরে কথা বলবে বলে কিন্তু ডান বলে চলে, 'আমি ভ্যাঙ্কুবারে রেডিও ম্যাসেজ পাঠাতে যাচ্ছি এখানে যা ঘটছে সে বিষয়ে। তুমি কি কিছু এছাড়া যোগ করতে চাও?'

বেয়ার্ড বলে, আপনি জানান যে আরও তিনজন যাত্রী ফুড পয়জনিং-এ আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 'আপনি জানাতে পারেন যে পয়জনিং মাছের দ্বারা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঐগুলো যাত্রীদের পরিবেশন করা হয়েছিল। আপনি আরও জানিয়ে দিন যেখান থেকে খাবার দেওয়া হয়েছিল প্লেনে, সেখানকার খাবার যেন এক্ষুণি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা কার্যকরী থাক যতক্ষণ না আমরা আমাদের ফুড-পয়জনিং-এর সঠিক কারণ বার করতে না পারি।'

'আমার এখন মনে পড়েছে ঐ খাবার প্লেনে যে ক্যাটারাররা যোগান দিত। এবার

তাদের কাছ থেকে আসেনি। আমাদের উইনিপেগে পেঁছে দিতে দেরি হওয়ার জন্য অন্য এক বাইরের ক্যাটারার-এর কাছ থেকে নিতে হয়েছিল। এগুলো ওদের জানা দরকার।'

জেনেথ সেখানে এসে আবার উদ্বেগের সাথে বলে, 'ডাক্তার মিসেস চিল্ডারকে দয়া করে একবার দেখবেন চলুন। তাঁকে মনে হচ্ছে, একেবারে ভেঙে পড়েছেন সব দিক দিয়ে।'

ডাক্তার দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর মুখাবয়বের রেখাগুলোয় গভীরতার ছাপ, কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় পাহাড়ের মত অচঞ্চল।

উনি জেনেথকে বললেন, 'দেখ, যাতে অন্য যাত্রীরা সতর্কীত না হ'ন। এখন তোমার উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। তুমি আমার ব্যাগটাকে আনবার জন্য একটু যত্ন নিও। আমি মিসেস চিল্ডারকে দেখছি।' উনি জেনেথের জন্য দরজাটা খুলে দিলেন। আবার তাকে বাধা দিলেন যেতে। যেন তাঁর কিছু দরকার পড়েছে। 'ভাল কথা তুমি কি খেয়েছ আজ ডিনারে?'

যুবতী বিমান সেবিকা বলল, 'আমি মাংস খেয়েছি।'

'তাহলে, ভগবানকে ধন্যবাদ।' জেনেথ এবার যাবার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বেয়ার্ড হঠাৎ তার হাত জোরে চেপে ধরে বলেন 'আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন ও মিট খেয়েছে, তাই কি?' উনি, প্রশ্নটা ওকে ছুড়ে দিলেন।

জেনেথ, ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে চায়। স্মরণ করতে চেষ্টা করে, এবং বোঝবার চেষ্টা করে কেন ডাক্তার হাত চেপে ধরে ঐ প্রশ্নটা করলেন?

তারপর হঠাৎ এক ধরনের শক এবং বোধশক্তি তার মধ্যে বিপুলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ও তাদের স্রোতে ভেসে যায়। তার চোখ ঘোলাটে হয়ে যায় এক প্রচণ্ড ভয়ের স্রোতে। সে ডাক্তারের গায়ের উপর পড়ে যাচ্ছিল।

তিন

রাত ০১·৪৫-০২·২০

ব্রুনো বেয়ার্ড চিন্তিত ভাবে বিমানসেবিকাকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন।

স্থির প্রত্যয়গুলি তার ধূসর নীলাভ চোখের পিছনের মনটা দ্রুত পরিস্থিতির হিসাব করে যাচ্ছিল, ওজন করছিল, বছরের পর বছর লালিত পালিত অভ্যাসগুলোর ওজন করে চলছিল। বেয়ার্ড মেয়েটির হাত ছেড়ে দিল।

'ভাল, আমরা হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে পেঁছাব না।' ডান প্রায় নিজেকে শোনালেন। তারপর হুকুমের ঢঙে বললেন, 'আমার ব্যাগটা দেখ। এক্ষুনি নিয়ে এস। মিসেস

চিল্ডারকে দেখবার আগে আমার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা কথা আছে। সেরে আসছি দ্রুত।

উনি দ্রুত এগিয়ে যান। উড়োজাহাজ একই লেভেলে চলেছে, অশান্ত আবহাওয়ার ঊর্দ্ধে। পাইলটের কাঁধের উপর দিয়ে শুভ্র শীতল চাঁদের দ্যুতি দৃষ্টি গোচর হচ্ছে! নিচে জমাটবাঁধা, কার্পেটের মত মেঘকে আপাতদৃষ্টিতে চন্দ্রকীরণে অন্য রকম মনে হচ্ছে। এখানে ওখানে ছড়ানো সীমাহীন তুষারের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে হচ্ছিল, মহাতরঙ্গময় পর্বতমালা তাদের শৃঙ্গগুলো মাথা উঁচু করে রয়েছে যেন, একটা স্বপ্নরাজ্যের ছবি।

কো-পাইলটের শূন্য সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার বলে, 'ক্যাপ্টেন।'

ডান চারপাশ তাকায়। চাঁদের আলোয় তাঁর মুখ রক্তশূন্য লাগছে।

'ক্যাপ্টেন প্লেনকে জোরে চালাতে হবে! পিছনের লোকগুলো খুবই অসুস্থ। ওদের যত্ন প্রয়োজন।'

ডান তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বলে, 'হাঁ ডাক্তার। কিন্তু এটা কি?'

'আমার ধারণা, তুমি কো-পাইলটের মতই খেয়েছ।'

'হাঁ! তাই বটে।' ডান বলে।

বেয়ার্ড বলে, 'কতক্ষণ পরে খেয়েছ?'

ডান-এর চোখ ছোট হয়ে যায়।

'আধ ঘণ্টা পরে হবে। হয়ত বা একটু বেশী হবে। কিন্তু খুব বেশী নয়।'

ডাক্তারের প্রশ্নের অর্থগুলো হঠাৎ ওকে সজাগ করল।

ও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরের দিকে মুখ করে বসল। তারপর কণ্ট্রোল কলামের হাতের চেটো দিয়ে একটা চাপড় মারল।

'হাঁ ঠিকই, আমিও মাছ খেয়েছি!'

'তুমি, ভাল মনে করছ তো?'

ক্যাপ্টেন বললে, 'হাঁ, হাঁ, ভালই আছি।'

'যাক, ভাল।' বেয়ার্ডের গলায় একটা স্বস্তির ভাব! আমার ব্যাগটা পেলেই, তোমায় একটা বমির ওষুধ দেব।

'তাতে কি এই সমস্যামুক্ত হওয়া যাবে?'

'অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। তোমার সবকিছু এখনও হজম হয়নি। তাছাড়া যে কোন লোক মাছ খেলেই আক্রান্ত হবে, তাও ঠিক নয়, বিচারে তা বলে না। তুমিও একজন হতে পার যে এসব বিপদে পড়ল না।'

ডান বিড়বিড় করে বলে, 'আমি ভাল থাকতে চাই।' চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে থাকে ডান।

'এবার আমার কথা ভালভাবে শোন।' বেয়ার্ড বলে। 'এই প্লেনের কণ্ট্রোলকে লক করার কোন ব্যবস্থা আছে?'

'কেন? হ্যাঁ আছে। অটোমেটিক পাইলটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাতে করে আমরা নিচে নামতে পারছ না।'

ডাক্তার বলে, 'আমি তোমায় বলব, তুমি ঐ অটোমেটিক পাইলটের সুইচ অফ করে দাও অথবা যা হয় কিছু কর। যাতে তুমি, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্লেন ঠিকমত চলে। এক্ষুনি চালাও। আমি জানিনা কতটুকু করতে পারব। তোমায় অসুখের সিমটম যদি দেখা দেয় তবে সেগুলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে।'

ডানের হাতের আঙুলের গাটগুলো সাদাটে লাগছিল। সে কোনক্রমে কণ্ট্রোল কলাম ধরেছিল। ও ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক আছে।' ও জিজ্ঞেস করে, 'বিমানে সেবিকা মিস, বেনসনের খবর কি?'

'সে ভাল আছে। ও মাংস খেয়েছিল।'

'যাক, কিছুটা ভাল খবর। ভগবানের দিব্যি বলছি, আমি এই প্লেনকে চালানোর কোন রিস্ক নিতে রাজি নই। দেখ তুমি তাড়াতাড়ি করে বমির ওষুধের ব্যবস্থা কর।'

'বেনসন তাড়াতাড়ি করছে। আমার ভুল না হলে, পিছনে কম করে দুজন লোক গভীর ভীতির মধ্যে পড়ে আছে।'

'আচ্ছা, আর একটা কথা।' বেয়ার্ড বলে, 'তুমি কি স্থির নিশ্চিত যে আমাদের চলতে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই?'

'নিশ্চিতভাবে বলা যায়।' ডান সঙ্গে সঙ্গে বলে। 'আমি. একবার দুবার চেক করেছি। ঘন মেঘ এবং কুয়াসা, ক্যালগারি, এডমণ্টন, লেথ ব্রীজ ইত্যাদি পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে, প্লেনের রুট আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে। এটা রুটিন মাফিক ব্যাপার। সে সময় নিচের দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। সাধারণ সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা ঘাবড়াইনা।'

ডাক্তার বলে, 'বোঝাই যাচ্ছে, এখন ব্যাপারটা আমাদের ভাবাচ্ছে।' ডাক্তার পিছনে হাঁটে বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু ডান তাকে থামায়।

'একটুখানি দাঁড়াও।' ডাক্তার দাঁড়িয়ে গেলে ডান বলতে থাকে। 'এই প্লেনের সমস্ত দায়িত্ব আমার। আমায় সমস্ত ব্যাপারটা জানতে হবে। সোজাসুজি বল-তো ডাক্তার আমার ভাল থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?'

বেয়ার্ড ক্ষুব্ধভাবে ঘাড় নাড়ে। ওর আত্মসংবরন মুহূর্তের জন্য অন্তর্হিত হ'ল। ও কর্কশভাবে বলে, 'আমার আমার জানা নেই। এতে তুমি খুশি মত যে কোন রুল এখানে ব্যবহার করতে পার।'

ও চলে যেতে গিয়ে আবার বাধা পেল।

'ও ডাক্তার!'

'বল?'

'তুমি জাহাজে থাকাতে, আমি আনন্দিত।' বেয়ার্ড কোন কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল।' ডান একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল। যেসব আলোচনা হ'ল সেসব

নিয়ে ভাবতে থাকে। পরবর্তি সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্বন্ধে উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে। ও যে কেবল তার বৈমানিক জীবনে প্রথম এ ধরনের কঠিন চেতানা অনুভব করছে তাই নয়। এক বিশাল জটিল বিমানের নিরাপত্তাজনিত দায়িত্ববোধ এবং সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ষাটটি মানুষের হঠাৎ বরফ শীতল ধ্বংসের ভয়াভয় শংকা।' এটাই কি মনে করা হচ্ছে?' পুরানো বৈমানিকরা, যারা যুদ্ধে, বোমা বর্ষণ করত, তারা সবসময় মনে করত,' 'তুমি যদি,' ঐ কাজে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাক, তবে শেষে তুমিও একই পরিবেশের শিকার হয়ে যাবে। যদি শূন্যে একটা আধ ঘণ্টার যাত্রা পথে যে প্লেনটা প্রতিদিনের সাধারণ ফ্লাইটের মত একদল সুখী ফুটবল প্রেমিককে নিয়ে চলেছে পৃথিবী থেকে প্রায় চার মাইল উপরে, এইশান্তির যাত্রা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে। শত শত খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এক ধরনের সংবাদ পরিবেশনায় চারিদিক আলোড়িত হ'তে পারে।

এক ধরনের প্রচণ্ড আত্ম-বিমুখতায় ও নিজের মাথা থেকে ঐ ধরনের চিন্তা সরিয়ে ফেলল।

অনেক কিছু করা দরকার। ঐ জাতীয় কাজ করতে গেলে, যে মনযোগ দেওয়া দরকার, তার চেষ্টা এখনই করা দরকার। সে তার ডান হাত দিয়ে অটোমেটিক পাইলটের প্যানেলের সুইচ টিপল এবং অপেক্ষা করতে থাকে যতক্ষণ না প্রত্যেক কণ্ট্রোল পুরোপুরি কম্পাসের কাঁটা অনুযায়ী স্থাপিত হয়। সঠিক দিক-নির্দেশিত আলো জ্বেলে বলে দেয় যে পরিবর্তিত পদক্ষেপের জন্য সুইচ জ্বালা যেতে পারে। প্রথমে ডানা ঝাপটাতে থাকে, কম্পাসটাকে অল্প বিস্তর কমিয়ে বাড়িয়ে 'কম্পাসসেটিং ডায়াল'কে পুরোপুরি ইলেকট্রিক কণ্ট্রোলে নিয়ে আসা। তারপর পথ-নির্দেশ যন্ত্র এবং ওঠা নামা নিয়ন্ত্রককে ভালভাবে পরিচর্যা করা হয় যাতে করে প্যানেলের ওপর যে চারটে লাইট আছে সেগুলোর দপ দপানি বন্ধ হয়ে স্থিরভাবে আলো দিতে থাকে।

ডান তখন সন্তুষ্ট। সে পি ডি আই ডায়ালে লক্ষ করে হুইল থেকে হাত সরিয়ে নেয়। নিজের চেয়ারে ফিরে আসে। প্লেন তখন আপনা আপনি ছুটছে। ভাল করে পাইলটের জায়গা পরীক্ষা করে। একজন অনভিজ্ঞ লোকের চোখে, ফ্লাইট ডেকটা এক ভৌতিক দৃশ্য মনে হবে। যেন দুজন অদৃশ্য লোক পাইলটের সিটে বসে আছে। সমস্ত কণ্ট্রোল কলাম ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে, তারপর আবার এগিয়ে যায়। প্লেনটা ধীরে ধীরে ধাক্কা খেয়ে এগোয়। দিক নির্দেশক যন্ত্রের দণ্ডটিও চলতে থাকে, যেন নিজের ইচ্ছায় সে চলছে। যন্ত্র দুটোর বড় চওড়া প্যানেলের উপর দিয়ে ডজনখানিক কাঁটা কাজ করে চলেছে, যেন তারা নিজের নিজের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত।

ডান-এর পরীক্ষা শেষ হ'ল। সে মাইক্রোফোনের কাছে গেল ওটি তার মাথার পাশে একটা হুকে ঝুলছিল।

সে তাড়াতাড়ি, ওটাকে খুলে গলায় ঝুলিয়ে নিল। প্যাডেড এয়ারফোনকে ও এ্যাডজাস্ট করে দেয়। গর্জনকারি মাইকটা তার স্পর্শ লেগে দুলছিল। তার পাতলা স্টীলের বক্রতলটা প্রায় ওর গালকে স্পর্শ করছিল। ক্ষুব্ধভাবে ও গোঁপে মোচড় দেয় এবং এমনভাবে হাত বোলাতে থাকে সে ওটা নাকে এসে ঠেকে।

ও ভাবল, বেশ, এবার তাহ'লে আরম্ভ হোক। আগেই সুইচ অন করা ছিল। ও মাউথ পিসে বলতে থাকে। স্বর শান্ত এবং অচঞ্চল।

হলো ভ্যাঙ্কুবার কন্ট্রোল কি? ম্যাপল লিক চার্টার ফ্লাইট—৭১৪ বলছি! আমার একটা জরুরী বার্তা আছে।

'তার এয়ারফোন ঝন ঝন করে বেজে ওঠে, 'ম্যাপল লিক চার্টার ফ্লাইট-৭১৪ বল, কি বলছিলে।' ভ্যাঙ্কুবার কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে ফ্লাইট নং—৭১৪। ভাল করে শোন। আমাদের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে অনেকেই আক্রান্ত। এর মধ্যে ফার্স্ট অফিসারও আছে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করার সাথে সাথে এ্যাম্বুলেন্স ও মেডিকেল সাহায্য সঙ্গে সঙ্গে লাগবে। এয়ার ফিল্ডের কাছাকাছি হাসপাতালে দয়া করে জানিয়ে দেবে। যদিও আমরা নিশ্চিত নই তবুও আমাদের মনে হয় ফুড পয়জনিং। মাছ থেকে হয়েছে। ঐ মাছে আজ ডিনার সার্ভ করা হয়েছে। আমাদের যেখান থেকে খাবার পাঠান হয়েছে, তুমি সেই সোর্সের ও খাদ্যের উপর এখনই নিষেধাজ্ঞা জারি করে দাও।'

আমরা বুঝতে পারছি, উইনিপেগে দেরিতে পেঁছানোর জন্য এয়ার লাইনসের নিয়মিত সাপ্লায়ার খাবার দিতে পারেনি। এটা একটু পরীক্ষা করে নিও। ঠিক আছে?

ভ্যাঙ্কুবার থেকে ওকে জানিয়ে দিল যে ওর কথা ওরা ঠিক ঠিক নোট করেছে। বরাবরের মত ভ্যাঙ্কুবারের উত্তর স্পষ্টাওদ্বিধাহীন—কিন্তু ও ভালই বুঝতে পারছিল, যে বোমা সে এক্ষুণি ফাটালো তাতে চারিদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে বিষাদাচ্ছন্ন। ভাবে ট্রান্সমিশান বন্ধ করে নিজের আসনে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সে নিজেকে আশ্চর্যজনকভাবে ভারি ও ক্লান্ত মনে করছিল। মনে হচ্ছিল, গরম শিখা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ইন্সট্রুমেন্ট ডায়ালগুলো যেগুলো নিজে নিজে ঘুরছে, তার রিডিংও ঠিকমত পড়তে পারছে না যতক্ষণ না কাঁটাগুলো ডুবে যাচ্ছে। সে ভালভাবে বুঝতে পারছে একটা ঠান্ডা ঘামের স্রোত তার কপাল দিয়ে বয়ে চলেছে। সে কাঁপতে থাকে হঠাৎ এক অসহনীয় মাংসপেশির সংকোচন জনিত যন্ত্রণায়। শরীরের অসহযোগিতার জন্য তার মেজাজ আবার বিগড়ে গেল, সেটা এই রকম একটা সংকটের সময় অনভিপ্রেত। সে নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রিচেকিং-এ লেগে গেল। ফ্লাইট পথে সম্ভাব্য পেঁছানোর সময়, পাহাড়ের উপর সম্ভাব্য আবহাওয়ার অবস্থা এবং ভ্যাঙ্কুবারে কিভাবে অবতরণ করবে তার প্ল্যানিং নিয়ে চিন্তা করতে থাকল।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করতে কত সময় লাগবে—কয়েক মিনিট বা অনেকটা সময় লাগবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা তার ছিল না। সে তার লগবুকের কাছে গিয়ে খুলে ফেলল। তাঁর রিস্টওয়াচের দিকে একবার দেখুন। ডানের মনটা তখন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধীর ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। সে অবস্থাতেই ও একঘেয়ে হারকিউলিয়ান টাস্ক সমাধানের চেষ্টা করতে থাকে। রাতের কাজগুলোর সময়ও স্থির করতে চেষ্টা করতে লাগল।

প্লেনের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে গিয়ে ডঃ বেয়ার্ড নতুন কম্বল দিয়ে মিসেস চিল্ডারকে জড়িয়ে দিল। পুরানোটা গলিপথে ফেলে দিল। ভদ্রমহিলা নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল অসহায়ভাবে। চোখজোড়া বন্ধ। শুকনো ঠোঁটজোড়া হাঁ করা এবং কাঁপছে। আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে। তাঁর পোষাকের উপরিভাগ নোংরা ও ভিজে। বেয়ার্ড ও'কে লক্ষ করছিল। ভদ্রমহিলা তখন নতুন করে তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর চোখ খুলছিল না।

বেয়ার্ড ও'র স্বামীর সাথে কথা বলল, 'দেখবেন, উনি যেন নিস্তেজ হয়ে না পড়েন। যতটা সম্ভব শুকনো রাখতে হবে এবং গরম। ও'কে অবশ্যই গরম রাখতে হবে।'

মিস্টার চিল্ডার উঠে এল! তিনি এসে ডাক্তারের কব্জি চেপে ধরলেন। ভগবানের দোহাই ডাক্তারবাবু, কি হচ্ছে বলুন তো?

তাঁর স্বর তীক্ষ্ম। ও খুবই অসুস্থ, তাই না?

বেয়ার্ড ভদ্রমহিলার নাড়ি আর একবার দেখলেন?

নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন এবং অগভীর।

ও বললে, 'হাঁ ঠিকই, ও'র অবস্থা ভাল নয়।'

'আমরা কি ওর জন্য কিছু করতে পারি না? কোন ওষুধ-টষুধ দেওয়া—'

বেয়ার্ড ঘাড় নেড়ে জানায়, 'ওর এণ্টিবায়োটিক ওষুধ দরকার! সেটাই নেই। এক্ষুণি ও'কে গরম রাখা ছাড়া কিছু করবার নেই।'

'কিন্তু অন্তত কিছুটা জল—'

'না। জল টানতে পারছে না। গলায় আটকে যাবে। মিস্টার চিল্ডার, আপনার স্ত্রী প্রায় অচেতন অবস্থায় রয়েছে। এইভাবে ধরে থাকুন।' বেয়ার্ড তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

অন্য লোকটি তখন অর্ধেক উঠে পড়েছে। এটা প্রকৃতির নিজস্ব দাওয়াই। অনুভূতি নাকের। 'ঘাবড়াবেন না মশাই। উনি ঠিক হয়ে যাবেন। আপনার কাজ হ'ল ও'র দিকে নজর রাখা এবং ও'কে গরম রাখা। এমনকি এরকম হতে পারে, উনি অচৈতন্য অবস্থায় গায়ের কম্বল ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে পারেন। আমি আসছি।'

বেয়ার্ড, পরের পংক্তির আসনগুলোর দিকে গেল। একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক,

জামার কলার খোলা, হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে রেখে। আসন থেকে কিছুটা বেরিয়ে পড়েছে। ওঁর মাথা পিছন দিকে হেলে পড়েছে। মাথাটা এদিক-ওদিক করছিলেন। তার মুখটা ঘামে চক চক করছে। তিনি ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। যন্ত্রনায় বেঁকে যাচ্ছিলেন।

'এটা হত্যা।' লোকটা ঢোক গিলে বলল। 'আমি এ ধরনের অবস্থার মধ্যে আগে কখনও পড়িনি।'

বেয়ার্ড জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পেন্সিল বার করে লোকটার সামনে ধরে বলল, 'আমি চাই, আপনি এই পেন্সিলটা ধরুন।'

ভদ্রলোক, চেষ্টা করে হাতটা তুললেন।

তাঁর আঙুলগুলো অসহায়ের মত পেন্সিলটাকে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু আঙুলগুলো স্লিপ করে গেল। বেয়ার্ডের চোখ কুঞ্চিত হ'ল। ও, লোকটাকে তুলে আরো ভাল ভাবে বসিয়ে দিল। সে একটা কম্বল ভাল ভাবে ওকে জড়িয়ে দিল।

আমি নিজে ধরে থাকতে পারব না। আমার মাথাটা মনে হচ্ছে যেন পেঁচিয়ে বাঁধা আছে।'

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাক্তারবাবু এখানে একটু আসবেন?'

'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক এক করে সবাইকে দেখব।'

জেনেথকে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

বেয়ার্ড ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'এই তো, খুব ভাল মেয়ে। এটাই চাইছিলাম যদিও এ দিয়ে বিশেষ কিছু করা যাবে না—' 'যখন চিন্তাটা তাঁর মাথায় কঠিনভাবে এল, তার কথাটা মিলিয়ে গেল।

তিনি জেনেথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পি এ সিস্টেমটা কোথায়?'

জেনেথ বলল, 'আমি আপনাকে দেখাব!' সে বেয়ার্ডকে, গলির প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ছোট মাইক্রোফোনটাকে দেখাল। জেনেথ জিজ্ঞেস করল 'মিসেস চিল্ডার কেমন আছেন ডাক্তার?'

বেয়ার্ড ঠোঁট বন্ধ রাখল। তারপর ও বলল, 'অন্যরকম ভান করে লাগফ নেই। তিনি খুবই অসুস্থ। আমার ভুল না হলে, বলতে পারা যায়, অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

জেনেথের গাল বিবর্ণ। সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি মনে করেন, কারণটা ফুড পয়জনিং?'

'নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আসলে অসুখটার নাম স্ট্যাফি লকোক্যাল।' যদিও কিছু কিছু লক্ষণ থেকে বলা যায়, ঐ অসুখ আরও মারাত্মক হতে পারে। আবার বলা যায় বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। 'সালমোনিলা ব্যাসিলি'-র দ্বারা অবশ্য ঠিকমত পরীক্ষা করা ছাড়া বলা মুস্কিল।'

'তুমি বমির ওষুধের জন্য যাচ্ছো ?' ডান-এর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। তবে যারা এখনও অসুস্থ হয়ে পড়েনি তাদের জন্য। আমার পক্ষে এখন এর বেশী আর কিছু করার নেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের যেটা প্রয়োজন তা'হলে ক্লোরাবকেনিবল' জাতীয় এ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ নেই।' ডান ফোনটা তুলে বলে, 'যতটা সম্ভব কর।'

বেয়ার্ড জেনেৎকে বলে, 'আমি তোমায় বলব, তুমি কারও সাহায্য নিয়ে ঐ স্থানটা একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কর। তোমাদের যদি 'ডিসিনফেক্ট্যান্ট' (সংক্রামকজীবাণু ধ্বংসকারী) থাকে, বেশী করে ছড়িয়ে দাও। আর একটা কথা, অসুস্থ রোগীদের সাথে কথা বলার সময় বলে দিও তারা যেন, চলতি অভ্যাসবশত টয়লেটের দরজা বন্ধ করে না রাখে। আমরা চাই না কেউ ওখানে মৃত পড়ে থাকুন।' উনি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলেন। তারপর মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে মুখের কাছে নিয়ে এসে বলতে থাকেন, 'মাননীয় ভদ্রমহাশয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমি কি আপনাদের একটু মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি ? আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।' বেয়ার্ড, শুনতে পাচ্ছে, তার কথা আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর শুধু ইঞ্জিনের গম্ গম্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'প্রথমেই আমি নিজেকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে নিই। আমার নাম বেয়ার্ড। আমি একজন ডাক্তার। আপনাদের ভিতর কেউ কেউ বিস্মিত হচ্ছেন আপনাদের সহযাত্রীদের অসুখে আক্রমণে করছে দেখে ? এখন উপযুক্ত সময়, ব্যাপারটা কি ঘটছে এবং আমিই বা কি করছি ?'

আমার বিশ্বাস, (যদিও পুরোপুরি নিশ্চিত নই) এখানে কয়েকটা 'ফুড-পয়জনিং' এর ঘটনা ঘটেছে। আমার সামান্য ক্ষমতায় আমি এদের এ্যাটেন্ড করছি। এই ফুডপয়জনিং-এর উৎস মনে করা হচ্ছে মাছ যা আজ ডিনারে আমাদের সার্ভ করা হয়েছে।' ওর কথায় একটা উত্তেজনাপূর্ণ হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। 'এখন আমার কথা দয়া করে শুনুন। ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আমার কথার আবার পুনরাবৃত্তি করছি, ভয় পাবার কিছু নেই। রোগীদের আমাদের বিমান সেবিকা এবং আমি দেখাশোনা করছি। ক্যাপ্টেন, ডাক্তারি সাহায্যের জন্য আগেই রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। ডিনারে আপনারা ফিস না খেলেও এটা বোঝায় না যে আপনাদেরও ঐ অসুখের খপ্পরে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এটা প্রকৃতই সম্ভব যে আপানারা সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী জীবন। যাইহোক আমরা কতকগুলো সাবধানতা অবলম্বন করছি এবং এ ব্যাপারে বিমান সেবিকা ও আমি আপনাদের কাছে যাচ্ছি। আমরা চাই যে আপনারা আমাদের কাছে বলবেন— ডিনারে আপনারা মাছ খেয়েছেন কিনা। 'মনে রাখবেন, যদি আপনারা মাছ খেয়ে থাকেন, সেটুকুই বলবেন।'

'যদি, আপনারা মাছ গ্রহণ করে থাকেন, তবে নিজেই নিজেকে এ ব্যাপারে কিভাবে

সাহায্য করা যায়, সেটাই আপনাদের বলব। এখন আপনারা প্রস্তুত থাকলে আমরা এখনই আরম্ভ করি।' বেয়ার্ড মাইক্রোফোনের বোতাম থেকে আঙুল সরিয়ে জেনেথকে বল, "আমরা এখনই যা করতে পারি তাহ'ল প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।'

'ডাক্তার তাহলে আপনি কি ট্যাবলেটগুলোর কথা বলছেন?' জেনেথ বলে।

'আমরা দুটো জিনিস এখনই করতে পারি। এখনও কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে এটা প্লেনেতেই খাওয়ার দরুণ হয়েছে। যারা মাছ খেয়েছে এবং খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েনি, তাদের বেলায় কয়েক গ্লাস জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এর দরুণ, বিষটা লঘু হয়ে যাবে এবং রোগী বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবে। তারপর আমরা বমির ট্যাবলেট দেব। যদি আমার ব্যাগে যথেষ্ট ট্যাবলেট না থাকে তবে আমাদের নুন ব্যবহার করতে হবে। তোমার কাছে যথেষ্ট নুন আছে তো?'

'আমার কাছে কয়েকটা ছোট প্যাকেট আছে মাত্র। ঐগুলো এখন ব্যবহার করতে পারি।'

'খুব ভাল। আমরা আগে ট্যাবলেটগুলো ব্যবহার করব। আমি পিলগুলো নিয়ে পিছনে যাব। তুমি, যে লোকগুলো আগেই রোগাক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য জল নিয়ে যাবে। পারবে তো? তুমি ফার্স্ট অফিসের জন্যও কিছুটা নিও। তোমার সাহায্যের দরকার হবে।'

রান্নার যায়গা থেকে বেরুতে বেয়ার্ড প্রকৃতপক্ষে রোগাটে, শীর্ণ ইংরেজ, অটোপটের খপ্পরে পড়ে গেল। তার কথাগুলো যেন কামানের গোলা। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমি কি কোন কাজে লাগতে পারি।'

বেয়ার্ড হাসল। 'ধন্যবাদ, প্রথমেই বলুন, আপনি ডিনারে কি খেয়েছেন?'

অটোপট জোরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, মাংস খেয়েছি।'

'ভাল। আমাদের তাহ'লে এখন আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার নেই। আপনি কি আমাদের বিমান সেবিকাকে সাহায্য করতে পারেন। অসুস্থ রোগীদের জল দেওয়ার জন্য আমি চাই ওরা অন্তত তিন গ্লাস জল খাবে। বেশী জলে আরও ভাল।'

অটোপট জেনেথের সাথে রান্নার যায়গায় ঢুকল। জেনেথকে ক্লান্ত লাগছিল। মুখে স্মিত হাসি, স্বাভাবিক সময়ে ওর ঐ হাসি যে কোন এয়ার-লাইন স্টাফের পালস রেট বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে তার পার্শ্বস্থ সহচর, জেনেথের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিল। ও জেনেথের দিকে পিটপিট করে দেখছিল।

'মিস আপনি ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' ও সান্ত্বনার সুরে বলল।

জেনেথ ওর দিকে কৃতজ্ঞের সাথে তাকায়।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি নিশ্চিত যা ভাবছি তাই।'

'দেখুন এখানে ট্যাপের জল, আর ওদিকে কাপ রাখা আছে।'

অটোপট বলে, 'ছেলেরা আমায় অটোপট বলে ডাকে।'

'ওটোপটই' জেনেথ অবিশ্বাস্যভাবে কর অশ্রুসাজাতে থাকে।

হাঁ, তুমি জান? আমি হচ্ছি ল্যাংকাশায়ারের ওটোপট।'

'ও, ঐটাই ভাল। এখন আপনার টি-কাপগুলো কোথায়? চলুন আরম্ভ করা যাবে।'

ওই এয়ার লাইনের সব ব্যবস্থাপনা সুন্দর। আপনাকে আপনার ডিনার দেবে। আবার চাইলেও দেবে।

আধুনিক এয়ারপোর্টের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে এই ব্যাপারটার ওপর। এর গড়বড় হলেই এয়ারপোর্টের ব্যবসাপনার ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। এই সব যায়গায় প্যানিক একটি অপরিচিত ব্যাপার। একবার যদি দেখা দেয়, তবে সাংঘাতিক ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর সংক্রমন ক্ষমতা দারুণ ও ব্যাপক।

ভ্যাংকুবারে ডানের বার্তা পৌছানোর পর একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করেছে। একজন রেডিও অপারেটর কানে হেডফোন লাগিয়ে ডানের মেসেজ রিসিভ করছে এবং সোজাসুজি টাইপরাইটারে তুলে ফেলছে। ও ওর ডেস্কের ওপর এলার্ম বেলটা মাঝে মাঝে বাজাচ্ছে। সে তার কাজ অচেঞ্চল ভাবে করে চলেছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পিছনে হাজির হয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে টাইপরাইটারে লেখা পড়তে ঝুঁকে পড়েছেন! নতুন ব্যক্তিটি হাজির হয়েছেন বেলের শব্দে। উনি এয়ারপোর্ট কণ্ট্রোলার. লম্বাটে গড়ন কিন্তু রোগা। তিনি জীবনের প্রায় সবটাই বিমানে কাটিয়েছেন। ওর ভাল করেই জানা আছে উত্তর গোলার্ধে ভ্রমনের সমস্যা। তার বাড়ির পিছনের বাগান সম্পর্কেও তার জ্ঞান টনটনে। তা না হলে, ওকি বলতে পারে না যে পেঁয়াজগুলো থেকে ভালভাবে বীজ পাওয়া যাচ্ছে কি না? সে টাইপের লেখাটা অর্দ্ধেক পড়েছে, তারপর আবার ঘরে দূরে বসা অপারেটরের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে টেলিফোন অপারেটরকে একটা অর্ডার দিল।

'তুমি এক্ষুণি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ কর। তারপর উইনিপেগে টেলিটাইপের মারফৎ প্রাওরিটি ম্যাসেজ পাঠাও। কন্ট্রোলার একটা ফোন তুলে নিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, 'ভ্যাংকুবার কন্ট্রোলার কথা বলছি। তার গলার স্বর অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত। ম্যাপল লিফ চার্টার ফ্লাইট নং ৭১৪ যেটা উইনিপেগ থেকে ভ্যাংকুবারে যাচ্ছে, জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে। ওরা বলছে মারাত্মক রকমের ফুড পয়জনিং দেখা দিয়েছে প্লেনের যাত্রীদের ভিতর। আমি মনে করি ব্যাপারটি জরুরী, এর ফার্স্ট অফিসারও রোগের কবলে পড়ে এখন অকেজো। ঐ প্লেনকে নামার জন্য সুযোগ দিতে হবে এবং তার জন্য নিচের লেভেলের সব জায়গাকে জানাতে হবে, বলতে হবে ক্লিয়ারেন্স দেবার জন্য। এটা করতে পারবে তো? ভাল। E T A 05°05 কন্ট্রোলার ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে

তখন ০২°১৫। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোমার ব্যাপারটা আমারা পোষ্ট করে দেব। সে ক্রেডেলের উপর টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে টেলিটাইপ অপারেটারকে চেঁচিয়ে বলল, 'উইনিপেগকে পেয়েছ? ভাল। এই খবরটা পাঠাও। 'কণ্ট্রোলার উইনিপেগ। জরুরী। ম্যাপল লিফ চার্টার ৭১৪ জানাচ্ছে প্লেনে সাংঘাতিক ফুড পয়জনিং হয়েছে। এটার কারণ মনে করা হচ্ছে ডিনারে যে মাছ দেওয়া হয়েছিল তার থেকে। ভালকরে পরীক্ষা করা দরকার খাবারের এবং যে সাপ্লায়ার খাবারটা দিয়েছিল তার সমস্ত খাবার যেন বাতিল করা হয় অন্য প্লেনের জন্য।' কণ্ট্রোলার সাহেব আবার টেলিফোন সুইচবোর্ডের দিকে আবার গেল। 'ম্যাপল লিফ চার্টারের স্থানীয় ম্যানেজার বুডরিককে দাও। তারপর আমায় ডিউটিরত সিনিয়র সিটি পুলিশ অফিসারকে দেবে।' সে আবার রেডিও অপারেটরের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুকে পড়ল। সম্পূর্ণ মেসেজটা পড়া শেষ করে বলল, 'গ্রেগ ওদের বল ঠিক সব। ওদের নিচের আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অবতরনের সিগন্যাল পরে দেওয়া হচ্ছে। আমরা অসুস্থ যাত্রীদের সম্বন্ধে আরও জানতে চাই।'

ঠিক নিচের ফ্লোরে, পশ্চিম কানাডা এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্রোলের একজন অপারেটর ঘূর্ণি য়মান চেয়ারে বসে তার রুমের ফোনে বলছিলেন, 'ক্যালগ্যারি এবং এখানকার মাঝখানে সবুজ যায়গাটা কোথায়?'

পশ্চিমমুখি একটা এয়ারফোর্স প্লেন নর্থস্টার এখন ১৮000 ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছে। এখন, সবে পোণ্টিকান রিপোর্ট করেছে। ম্যাপল লিফ ৭১৮ বিপদে পড়েছে। ওরা ওদের নিচের সমস্ত পথকে পরিষ্কার চাইছে। নর্থ স্টার্স অনেকটা এগিয়ে। তার পিছনে, কাছাকাছি কিছু নেই। একটা পূবমুখি প্লেন ওড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এটাকে ক্লিয়ার করে দাও। কিন্তু অন্য কোন পূবমুখি প্লেনকে আটকে দিও এখনকার মত। নর্থ স্টারকে সোজা ওর জায়গায় নিয়ে এস।'

ওপরের ঘরে, কণ্ট্রোলার আবার টেলিফোন তোলে এক হাত দিয়ে। আর একটা হাত দিয়ে তার টাই-এর নট খুলবার চেষ্টা করে। তারপর, বিরক্তভাবে লাল সিল্কের টাইটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর বলে, 'হ্যালো, বুডরিক, কণ্ট্রোলার বলছি। দেখ আমরা একটা জরুরী বার্তা পেয়েছি, প্লেন ৭১৪ থেকে। ওটি টরেণ্টো এবং উইনিপেগ গিয়েছিল। না, প্লেনের কিছু হয় নি। ফার্স্ট অফিসার ও আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জার ফুড পয়জনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি সোজাসুজি উইনিপেগে ফোন করি। আমি ওদের বলি রোগের কারণটা খুঁজে বার করতে। খাবারটা, বাঁধাধরা ক্যাটারর কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। না, এটা ঠিক। এখানে দেখা কর। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে দেখা কর। ও টেলিফোন ক্রেডেলটা হাতের তালু দিয়ে ধাক্কা মারে, তারপর সুইচবোর্ড অপারেটরকে বলে, 'পুলিশকে এখনও পাওনি? ভাল ওদের দাও। ভ্যাঙ্কুবার

এয়ারপোর্টের কন্ট্রোলার বলছি। দয়া করে বলবেন কি আমি কার সাথে কথা বলছি? দেখুন, ইন্সপেক্টর, আমরা একটা জরুরী মেসেজ পেয়েছি। সেটা একটা প্লেনের। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার এবং একজন বিমান কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদের ফুড পয়জনিং হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমরা এই এয়ারপোর্টে এ্যাম্বুলেন্স এবং ডাক্তার চাইছি। ঠিক আছে? তিনটি সিরিয়াস ব্যাপার, সম্ভবত আরও আছে অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। ফ্লাইটটা আসার সময়, স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঠিক পাঁচটার পর। অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টা সময় আছে। আপনি কি দয়া করে হাসপাতালগুলোকে সতর্ক করে দেবেন? এবং একটা ট্রাফিক কন্ট্রোল বসাবেন?'

'ঠিক আছে? আমাদের আবার কথা হবে যখন আমরা আরও সংবাদ পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হ্যারি বুডরিক হাজির হয়ে গেল। ও ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল। স্থানীয় ম্যাপল লিফ ম্যানেজার ছোট খাটো তেল চকচকে চেহারা. ওর তেল চকচকে ভাবটা এতই প্রবল যে মনে হয় কখনই ফুরবে না। আসলে ও প্রচুর পরিমাণে বডি অয়েল ব্যবহার করে। কখনই তার মুখের ওপর দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়তে ছাড়া দেখা যায় না। মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নদীর শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে ওর মুখায়বে। ও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার জ্যাকেটটা হাতে. তাড়াতাড়ি করার জন্য ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল।

ওর মুখায়বে এক অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি দাগ পড়েছে। একটা বড় রুমাল বার করে ঐ দাগটা ঘসে পরিষ্কার করে দিল। রুমালটির গায়ে নীল রং-এর ওপর বড় বড় ফোঁটা। ও ঘোঁতঘোঁত করে বলল, 'কোথায় মেসেজটা?' রেডিও অপারেটরের দেওয়া কাগজের উপর ও একবার তাড়াতাড়ি করে চোখ বুলিয়ে নিল। ও কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞেস করল, 'কালগ্যারির আবহাওয়া কেমন? ওখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তাই নয়কি?'

কন্ট্রোলার চিন্তিতভাবে বলল, 'আমি ভীত ওখানকার আবহাওয়া ভাল নয় ভেবে। মণিটাবে পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীর উপর প্রত্যেক যায়গায় কুয়াশায় ভরে গেছে। তাদের ঐ রাস্তা দিয়ে আসতে হবে।

একজন করণিক, তার ফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে বলে, 'প্যাসেঞ্জার এজেন্ট জানতে চাইছে, পূর্বদিকের ট্রাফিক আবার কখন খুলবে? সে আরও জানতে চাইছে যাত্রীদের কি শহরের কেন্দ্রস্থলে ধরে রাখবে না এখানে নিয়ে আসবে?'

বুডরিক চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ওদের শেষ রিপোর্টটা কই?' করণিক ক্লিপ আটা বোর্ডের রিপোর্টটা এগিয়ে দিল। বুডরিক, সেটাকে মুহূর্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে নিল। তার মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে আছে। কন্ট্রোলার ক্লার্ককে বলল, 'ওকে বল, যাত্রীদের শহরের কেন্দ্রগুলোই রাখতে। আমরা একদল হৈ-হট্টগোল মার্কা লোকদল এখানে চাইনা। আমরা প্রস্তুত হলে ওকে অসংখ্য

সতর্কবার্তা পাঠাব।' বুডরিক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বলেছিলে সে চিকিৎসাদির সাহায্য পাওয়া গেছে এবং ঐগুলি এসে পড়ছে।'

কন্ট্রোলার বলল, 'হ্যাঁ বলেছিলাম। শহরের পুলিশ এটার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা হাসপাতালগুলোকে সাবধান করে দেবে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করার সময় এবং তারপরের ব্যবস্থাপত্রগুলো ওঁরা দেখবে।'

বুডরিক তার বুড়ো আঙুলটা মুটকে শব্দ করে বলল, 'ইয়া, ঐ খবর এখন!' ক্যাপ্টেন যে রকম বিশ্বাসের সঙ্গে ফার্স্ট অফিসরের অসুস্থতার কথা জানাল। ওকি আদৌ অসুস্থ হয়েছে? বরং কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞেস কর। তোমরা যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত আছ। আমার একবার দেখা দরকার যে প্লেনে কোন ডাক্তার আছে কিনা। তুমিও জান না; ওদের জানাও নিচে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ে যাতে করে উপদেশ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওরা যদি মনে করে তার সাহায্য নিতে পারে।'

কন্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে ডেস্ক থেকে রেডিও মাইক্রোফোনটা তুলে নিল। কথা বলার আগেই বুডরিক বলে, 'কন্ট্রোলার মানে ক্যাপ্টেনও অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন কি হবে? কে প্লেন চালাবে?'

সে কথাটা অসমাপ্ত রেখে দিল।

'আমি কোনরকম ধারণা টারনা করছি না। আমি কেবল প্রার্থনা করছি, আমরা আশা করি প্লেনের হতভাগ্য যাত্রীরাও ঐ রকম প্রার্থনা করছে।'

নাকে শব্দ করে বুডরিক তার পকেটে সিগারেটের জন্য হাতড়ায়। ও সুইচ্‌ বোর্ড অপারেটরকে বলে, 'জো, ডঃ ডেভিডসনকে দাও। দিতে পারবে তো? এমার্জেন্সি লিস্টের তালিকায় ওঁর নম্বর পেয়ে যাবে।'

চার

০২২০—০২৪৫

পৃথিবী থেকে প্রায় চার মাইল উপর দিয়ে ৭১৪ প্লেনটা চলেছে।

যে দিকে তাকানো যাক না কেন, কেবল বিস্তৃত ঢেউ খেলানো মেঘের কারপেট। ওগুলো যখন বড় প্লেনটার নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, যেন যানটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। এটা একটা শীতল, শূন্য এবং সাংঘাতিকভাবে একাকী পৃথিবী। এ এমনই এক পৃথিবী যেখানে কেবল মাত্র প্লেনের ইঞ্জিনের বুকের ধুক্‌পুকুনি শোনা যাচ্ছে প্লেনের অনেক নিচে, একই শক্তিশালী ইঞ্জিনের ধুকপুকানি চারপাশে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উপত্যাকায় প্রতিহত হয়ে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু আজকের রাতে চলমান বিমান যানটি নিম্ন উপত্যাকার কুয়াশাচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে চলেছে। তার চলয়মান শব্দ, দূরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা, খামার বাড়ির বাসিন্দাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর পক্ষে উচ্চগ্রামে ছিল না। যদি কেউ ওখানে গিয়ে পড়ত ঘটনাক্রমে এবং বিমানটির শব্দ শুনত, তবে তার কাছে ওটি একটি

সাধারণ শব্দ ছাড়া কিছুই বোধ হত না। অথবা ভাবতে পারত দূরে বিমান উড়ছে। তার এটাও ভাবা স্বাভাবিক যে একজন বিমান কর্মির প্লেনের ভিতর নিজের আরাম ও নিরাপত্তা প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। অথচ তার মাথায় তখন কোন ক্রমেই ঢোকে না যে বিমানের প্রত্যেক লোকই তারই মত আরাম ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারি।

ভয়ঙ্কর আগাছার মত বেশীর ভাগ যাত্রীদের মনের মধ্যে ভীতি গেড়ে বসছে। কিছু লোক তখনও ছিল যারা সম্ভবত প্রকৃত অবস্থা কি ঘটছে তা সঠিক অনুধাবন করতে পারছিল না। কিন্তু অসুস্থ লোকের যন্ত্রনা এবং গোঙানির শব্দ শুনে বেশীর ভাগ লোকই বুঝতে পারছিল কি সাংঘাতিক পারস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মাইকে, ডাক্তারের ঘোষণা তারা আরাম কেদারার মধ্যে ডুবে শুনেছিল এবং অবস্থার সঠিক গুরুত্ব বুঝতে পারছিল। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক-জনিত হৈচৈ এবং ভবিষ্যৎ আলোচনা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল। ওদের ভিতর শুরু হয়ে গিয়েছিল ফিস্-ফিসানি এবং অস্বস্তিকর সব খাপছাড়া আলোচনা।

বেয়াড জেনেথকে দুটো পিল দিয়ে বলল, 'এগুলো ক্যাপ্টেনকে দাও। ওঁকে বল, যতটা সম্ভব বেশী করে জল খেতে। বিয়াডের স্বর নিচু পর্দায় ছিল। 'যদি তার শরীরে কোন বিষক্রিয়া হয়ে থাকে তবে জলে তা অনেকটা তরল হয়ে যাবে। এর পর সে পিলগুলো খাবে। তাতে ও অসুস্থ হয়ে পড়বে। ওটাই পিলের কাজ।'

জেনেথ যখন ফ্লাইট ডেকে পেঁছাল, তখন ডান একটা রেডিও মেসেজের কাজ শেষ করছিল। জেনেথকে দেখে, ওর মুখে একটা যন্ত্রনাময় হাসি ফুটে উঠল। দুজনেরই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে কোন ভুল হয় নি। ডানের হাতটা অল্প কাঁপছিল। ও জেনেথকে বলল, 'হ্যালো জেনেথ। এটা একটা সম্পূর্ণ ট্রিপই হচ্ছে। ভ্যাংকুবার এইমাত্র আরও বিষদ সমাচার চাইছিল।'

'আমার ধারণা এই যাত্রীদলই তাদের যথেষ্ট সমস্যায় ফেলবে। ওখানে যে কি হচ্ছে?'

জেনেথ যতটা সম্ভব হালকাচালে বলে, 'যতটা সম্ভব ভালই হবে। ডাক্তার বলল, আপনাকে খুব বেশী জল খেয়ে, এই পিলগুলো খেতে হবে। এতে কিছুটা ভাল বোধ হবে।'

ডান তার পাশের গদিওয়ালা সিটে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সত্যি, কি রকম আশাপ্রদ ব্যাপার বল।'

একটা জলের বোতল বার করে অনেকটা জল খেয়ে নিল। কিছুক্ষন চুপ করে থাকার পর পিলগুলো গিলে ফেলল। মুখটা বিকৃত করে বলল, 'আবার যেন এ ধরনের জিনিস না খেতে হয়। কি ভয়াবহ এর স্বাদ?'

'জেনেথ, উদ্বিগ্নভাবে ডানের দিকে তাকায়, ডান তখন দুটি অটোমেটিক কন্ট্রোল কলামের সামনে বসে। কন্ট্রোল কলামের সেন্টার গ্রীফ, অটোমেটিক পাইলটের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কণ্ট্রোল কলাম দুটো থেমে থেমে সামনে এবং পিছনে যাতায়াত করছে। মাপক যন্ত্রের ডায়ালের ভিতর আলো কাঁপছে।

'আপনি কেমন বোধ করছেন?' জেনেথ জিজ্ঞেস করে। তার ফ্যাকাশে চেহারা, শ্বাস-প্রশ্বাসের দরুন ওর কপালে ফোটা ফোটা ঘাম—কোন কিছুই জেনেথের চোখ এড়ায় না। ও প্রার্থনা করে এটা যেন, ডান যে রকম পরিশ্রম করছে তারই বহিপ্রকাশ হয়।'

ডান ওর কথা শুনে বলে, 'আমি? আমি ভালই। তোমার খবর কি? তোমার পিলগুলো আছে তো?' ডানের কথা জেনেথের কানে অস্বাভাবিক আন্তরিক লাগে। 'আমার একটাও লাগবে না। আমি ডিনারে চপ নিয়েছিলাম।'

ডান বলে, 'তুমি বুদ্ধিমতি। এখন থেকে আমি নিরামিষ খাব। এতে অনেক নিরাপদ থাকা যায়।' সে তার আসনে ঘুরে বসল। ও ফার্স্ট অফিসারের দিকে তাকায়। ফার্স্ট অফিসারের মাথাটা একটা বালিসের উপর ছিল। ও বিড় বিড় করে বলে, 'বেচারা পেট। আমি নিশ্চিত। ও খুব শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে।'

জেনেথ বলে 'ওটা আপনার উপর নির্ভর করছে। তাই নয় কি? আপনি যত তাড়াতাড়ি প্লেনটাকে ভ্যাংকুবারে নিয়ে যেতে পারবেন তত দ্রুত আমরা অন্যান্যদের সাথে পেটকে হাসপাতালে দিতে পারব। সে পেটের দিকে হেঁটে যায়, ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে কম্বলটা পাল্টে দেবার জন্য। জেনেথ স্বতস্ফূর্ত কান্নার বেগকে দমন করতে পারে না। অশ্রুধারা কাঁপতে কাঁপতে বক্ষবাসের দিকে ছুটে যেতে চায়। ও নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। মেয়েটাকে ডান শ্রদ্ধা করত। ও বিব্রত বোধ করে। এবং বলে, 'তুমি পেটের জন্য খুব চিন্তা কর। তাই নয় কি?' জেনেথের সোনালী চুলের মাথা ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

ও বলতে থাকে, 'আমি—আমি মনে করি তাই। ওর প্রতি আকর্ষন কয়েকমাস আগে থেকে অনুভব করি। সে সময় আমাদের এয়ার লাইনসে ও যোগদান করে।' ওর স্বর বন্ধ হয়ে আসে। কোনক্রমে বলে, 'তারপর থেকে এই সাংঘাতিক ব্যবস্থা আমাকে…' আর বলতে পারে না। কোন ক্রমে নিজেকে সংযত করে ও হঠাৎ লাফ মেরে উঠে বলে, 'আমার অনেক কাজ এখন। আমাকে এখন কিছু লোকের নাক চেপে ধরতে হবে, ডাক্তার যখন ওদের মুখে জল ঢালবে। খুব একটা আরামপ্রদ কাজ নয়—আমি বুঝতেই পারছি, ঐ লোকগুলোর আবার কড়া নেশা করার অভ্যাস।'

জেনেথ ডানের দিকে হেসে দ্রুত প্যাসেঞ্জার ডেকের দিকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বেয়ার্ড তখন স্টার বোর্ডের ওখানে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ও এক মাঝ বয়সি দম্পতির সাথে কথা বলছিল। ওঁরা ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওঁরা বেশ ঘাবড়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা বেয়ার্ডকে বললেন, 'আচ্ছা ডাক্তার ওই যে মেয়েটা বিমান সেবিকা, ওকে আমি দেখলাম পাইলট কেবিনে যেতে। ওরা সুস্থ আছে তো? আমি বলতে চাইছিলাম, ধরুন ওরাও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহ'লে

আমাদের কি হবে ?' ওঁর কথায় আন্তরিকতা ও উদ্বিগ্নভাব। উনি দৃঢ়মুষ্টিতে ওঁর স্বামীকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'হেক্টর, আমি ভীত হয়ে পড়ছি। আমার মনে হয় আমাদের আসা··' ওঁর কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

'দেখ, দেখ, লক্ষ্মীটি, এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে চেষ্টা কর। তাঁর স্বামী এক ধরনের আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন। যা তিনি নিজের মধ্যেই অনুভব করতে পারছিলেন না। উনি বললেন, 'আমি নিশ্চিত, ভয়ের কিছু নেই. এখনও পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি এখানে।'

এরপর তিনি ডাক্তারের দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে অবজ্ঞা মিশ্রিতভাবে বললেন, 'পাইলটরাও কি আবার মাছ খেয়ে বসে আছে ?'

ডাক্তার এড়াবার ছলে বলে, 'সব মাছই খারাপ হতে হবে, এমন কোন ব্যাপার নেই। যাই হোক আমরা সঠিকভাবে জানিনা মাছকে দায়ি করা যাবে কিনা। আপনাদের চিন্তার কিছু নেই, আমরা বিমান যাত্রীদের সম্পর্কে ভালভাবে যত্ন নিচ্ছি। এখন দয়া করে বলবেন কি আপনারা মাছ না মাংস—কি খেয়েছিলেন ?'

লোকটার বড় বড় চোখ দুটো দেখে মনে হ'ল তার চক্ষু কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে চিৎকার করে, 'মাছ, আমরা দুজনেই মাছ খেয়েছি।' ভদ্রলোকের গা গুলিয়ে উঠেছিল। 'আমি মনে করি এই ধরনের ঘটনা, একটা বাজে ব্যাপার। এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত।' বেয়াড তাদের হাতে পিল দিতে দিতে বলল, 'আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এ ব্যাপারে যা করার ঠিকই করা হবে।' স্বামী-স্ত্রী দুজন নিঃশব্দভাবে পিলগুলো গ্রহণ করল। তাঁদের আচরণে মনে হচ্ছিল যে বিস্ফোরক কিছু গ্রহণ করছেন।

বেয়াড' বলে, 'এবার আপনারা এক জাগ জল নিয়ে এসে তিন গ্লাস, যদি সম্ভব হয় চার গ্লাস জল খেয়ে নেবেন। তারপর পিলগুলো খাবেন। পিলগুলো আপনাদের অসুস্থ করবে কিন্তু এটাই এর বৈশিষ্ট। তা বলে আপনারা ঘাবড়াবেন না। আসনের পকেটে পেপার ব্যাগ আছে।'

ওদের পিলগুলোর দিকে সম্মোহনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার প্রস্থান করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসন শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে নিজের শূন্য আসনের কাছে পেঁছুল। ওখানে স্পেনসার তখন বসে. ও স্পেনসারের পাশে বসতে, সে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখা হল'। বেয়াড' কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে প্রশ্ন করে।

ডাক্তার বলে, 'তোমার পক্ষে ভালই, একজনকে বাদ দিয়ে অন্তত চিন্তিত করা যাবে।'

'তোমার এসব নিয়ে সময়টা ভালই কাটছে ডাক্তার, তাই না ?' স্পেনসার মন্তব্য করে। 'তোমার কি কোন সাহায্য লাগবে ?'

'আমি সকলের সাহায্য চাই।' বেয়াড' বলে। 'কিন্তু তুমি কিছু করতে পার

কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস বেনসন এবং অন্যান্যদের যদি জল দিয়ে সাহায্য করতে পার, তবে তোমার সামর্থ বোঝা যাবে!'

স্পেনসার নিচুস্বরে বলে, 'নিশ্চয়ই করব।' পিছনে কেউ বিকৃতভাবে চেঁচাচ্ছে। বেয়ার্ড তিক্তভাবে বলে, 'ওরা খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। বাজে ব্যাপার হলে, আমার কিছুই করার নেই। আমার ওদের প্রকৃত কাজে লাগার মত কিছুই দেবার নেই। তুমি একটা বল খেলা দেখতে যাচ্ছ। তোমার ওষুধের বাক্সটা, স্বাভাবিক ভাবেই নিলে না। রাস্তায় প্লেনের ভিতর এক ডজন সহযাত্রীর ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। আমার হাইপো ডারমিক এবং মরফিয়া আছে। আমি ঐগুলো ছাড়া বের হই না। কিন্তু ঐগুলো এসব ক্ষেত্রে ভালর থেকে খারাপই করবে। ভগবান জানে, আমি যে কেন এক বোতল প্রতিষেধক পিল ফেলে দিলাম। কিন্তু আমি যেটা করেছি এটা ঠিকই হয়েছে। কিছু 'ড্রামামাইন' এই সময়ে দারুণ কাজের দিত।'

'ঐগুলো দিলে কি হ'ত?'

এই ধরনের ক্ষেত্রে সিরিয়স ব্যাপার হ'ল শরীরের জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমে যাওয়া। একটা ড্রামামাইনের ইনজেকশন ঐ ধরনের ক্ষয় রোধ করতে পারে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ঐ ধরনের অসুখ ধীরে ধীরে মানুষকে জল শূন্য করে দেয়।'

'ঠিক তাই।'

স্পেনসার খবরটা হজম করতে করতে চিবুকে হাত ঘষতে থাকে।

'যাক্ ভগবানকে ধন্যবাদ। ভাগ্যিস আমি ভেড়ার মাংসের চপ খেয়েছি। জল শূন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য আমি এখনও প্রস্তুত হই নি।'

বেয়ার্ড ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। বলে, 'তুমি হয়ত এই ধরনের অবস্থায় রসিকতার মশলা পাচ্ছ, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমি যা দেখছি, তা হ'ল সকলে অসহায়ত্ব বোধ করছে যখন দেখছি যাত্রীরা অসুখে কষ্ট পাচ্ছে এবং অবস্থাটা ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

স্পেনসার প্রতিবাদ করে বলে, 'ভুল করছ ডাক্তার। তোমার চিন্তাটা আমার উপর চাপাতে চাইছ। আমি ওরকম কিছুই মনে করিনি। আমি এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছি যে, আমি আনন্দিত এই কথা ভেবে সে হতভাগ্য যাত্রীগুলোর মত মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়িনি।

'হাঁ, হাঁ, হতে পারে। তুমি ঠিকই বলেছ।' বেয়ার্ড একটা হাত ওর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল। ও বিড় বিড় করে বলে, 'আসলে আমার বয়সটা বাড়িয়ে যাচ্ছে। যার জন্য এইসব ব্যাপারগুলো অনেক সময় ধরতে পারি না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'কিছু মনে ক'র না, কিছু মনে ক'র না।'

স্পেনসার দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ডাক্তার তুমি এখন ওখানে দাঁড়াও। তুমি একটা ভাল কাজ করছ। এই লোকগুলোর ভাগ্য খুব ভাল যে তোমাকে এরা সাথী হিসাবে পেয়েছে।'

'ভাল কথা বয়োকণিষ্ঠ', বেয়ার্ড তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি করে বলে, 'তুমি আমাকে তোমার সেলসম্যানের ছলাকলা দিয়ে বোঝাতে পার কিন্তু আমি তোমার উপর ভরসা করে বেরুচ্ছি না।'

স্পেনসার কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠে 'খুবই ভাল. আমি ঐরকমই জিজ্ঞাসা করছিলাম। বল তুমি আমায় বল কি করতে হবে। তুমি যখন এই কাজে খুবই জড়িয়ে পড়ছ আমি তখন আমার আসনে গরম হয়ে বসে আছি। তুমি ক্লান্ত।'

'না, আমি ক্লান্ত নই!' বেয়ার্ড অন্য আর একজন লোকের হাতে হাত রেখে বলে। 'আমায় দেখতে হবে না। আমি তোমার উপর একটু মেজাজ দেখিয়ে ফেললাম। ভালই হ'ল। এটা জানা দরকার কোনটা করা দরকার কোনটা করা যাবে না। এসবের জন্য আমার কথাবার্তা একটু রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল।'

স্পেনসার একটা নিশ্বাস নিয়ে বলে, 'ভালই হয়েছে কোন কাজে আসতে পারব ভেবে ভাল লাগছে।'

'আমি মিসেস বেনসনকে বলছি, তার দরকার হলে, তুমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। একবার জল দেওয়া হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, তুমি তোমার জায়গাতেই থাক। যাতায়াতের রাস্তায় বেশ ভীড় লেগে গেছে।'

স্পেনসার নিজের আসনে গিয়ে বসে বলল, 'যেমন তুমি বলছ।'

'কিন্তু তুমি আমায় বল, কতটা গুরুত্বপূর্ণ এইসব ব্যাপার।'

বেয়ার্ড ওর চোখের দিকে চেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বলে, সে ফুটবল প্রেমিকের দলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ দলটি আগে সন্ধ্যের সময় হুইস্কিতে ডুবেছিল। এক জায়গায় চার জনের দল, এখন সংখ্যায় তিনজনে ঠেকেছে। তাদের মধ্যে একজন ফুলহাতা জামাওয়ালা, বসে বসে কাঁপছিল। ওর বুকের ওপর একটা কম্বল জড়ানো। তার চেহারা ধূসর লাগছে।

'একে গরম রাখ। এর পানীয় কি কিছু আছে?' বেয়ার্ড বলে।

একটা লোক পিছনে তাস সাফল করছিল। ও বলল, একটা হাসির ব্যাপার বটে। আমার যদি বুঝতে ভুল না হয় তবে ছোকরা কয়েক পাইট রাইতে কাত হয়ে গেছে।'

বেয়ার্ড প্রশ্ন করে, 'ডিনারের আগে না পরে।'

'আমি গুনেছি। দুটো সময়েই ও খেয়েছে।' ওদের মধ্যে আর একজন মন্তব্য করে। 'ঠিক কথা। আমি মনে করি হ্যাবি ওকে মদের গেলাস এগিয়ে দেয়।' ডাক্তার বলে, 'এসব ক্ষেত্রে ওর কোন ক্ষতি হবে না। বরং, সন্দেহাতীত ভাবে আমি

মনে করি, বিষক্রিয়া এর দরুণ তরলিভূত হয়ে যাবে। তোমাদের ভিতর কারও কাছে ব্রান্ডি আছে?"

তাসুড়ে লোকটা বলে ওঠে, 'বোঝা গেল ব্যাপারটা।'

'একটু দাড়াও।' অন্য লোকটা একটু বেঁকে হিপ পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'আমার ফ্লাস্কে মনে হচ্ছে একটু পড়ে আছে।'

ডাক্তার বলে, 'একে কয়েক ফোটা দাও। তোমার বন্ধুটি খুবই অসুস্থ।'

'ঠিকই বলেছেন ডাক্তার। এখন সময় কত? আমরা ঠিক ঠিক যাচ্ছিতো? আমি যতদূর জানি, 'হা।'

'যতসব······ভ্রান্তির জন্য বল খেলাটায় সমস্যা হতে পারে।'

আর একজন বলে, 'ঝামেলা নিশ্চিতভাবে হবে। আমরা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব।'

ফ্ল্যাস্ক পকেটে লোকটা বলে, বেচারা অ্যান্ডিও ছিপিটা খুলে ফেলে।

'সত্যি! ও বরাবরই আনলাকি।' দ্বিতীয় যাত্রীটি বলে, 'তুমি বললে ওর অবস্থা বেশ খারাপ। ও ভাল হয়ে যাবে তাই না?'

'আমার তো তাই মনে হয়। তুমি বরং ওর প্রতি একটু যত্ন নিও আমার কথামত। দেখ কম্বলগুলো যেন ফেলে দেয় না যেন।'

'বেচারা অ্যান্ডি ওর যা অবস্থা! 'ইংরেজ স্কুবল অটোপটের খবর কি? তুমি ওকে কোনও কাজে লাগালে?'

'হুডও আমাদের সাহায্য করছে।' বেয়ার্ড যখন পা বাড়িয়েছে অন্যদিকে যাবে বলে, তখন তাসুড়ে লোকটা থেপে গিয়ে তাসগুলো ডাক্তারের হতে ফেলে দিয়ে ওর সাথে যেতে চাইল।

'আজকের ছুটিতে এটা তোমার কেমন লাগছে?'

গলির দিকে যেতে যেতে বেয়ার্ড দেখল জেনেথ উদ্বিগ্নভাবে মিসেস চিল্ডারের দিকে ঝুঁকে আছে।

ডাক্তার একজন মহিলার চোখের পাতা উল্টে দেখল। ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে আছেন।

ডাক্তারের উপস্থিতি ভদ্রমহিলার স্বামী অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি মিনতিপূর্ণ গলায় বলেন 'আমার স্ত্রীকে কেমন দেখছেন?'

'আপনার স্ত্রী যখন সজ্ঞানে যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিল এখন তার থেকে ভাল আছেন।'

বেয়ার্ড, কথাটা বলে ভাবল, যে উনি হয়ত ওর কথায় আশ্বস্ত হয়েছেন। ও আরও মন্তব্য করে, 'যখন শরীর আর কিছু গ্রহণ করতে পারে না তখন একমাত্র প্রকৃতিই পারে নির্গমের পথ বন্ধ করে দিতে।'

'ডাক্তার আমি আতঙ্কিত। আমি এই ধরনের অসুখ কখনও দেখিনি। এই ফিস পয়জনিং ব্যাপারটা ঠিক কি? কি কারণে এটা হ'ল? আমি জানি যে মাছের জন্যই এটা হয়েছে। কিন্তু কেন?'

বেয়ার্ড ইতস্তত করছিল।

ও ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল, 'আমি মনে করি তোমার ব্যাপারটা জানবার অধিকার আছে। এটা খুবই ভয়ঙ্কর ধরনের অসুখ। একেবারে গোড়াতেই এর চিকিৎসা দরকার। আমরা এখন যা পারি তাই করছি।'

'আমি জানি আপনি একজন ডাক্তার, আমি কৃতজ্ঞ। সে ভাল হয়ে যাচ্ছে? তাই নয়? আমার মনে হয়...

ওঁর কথা অসমাপ্ত থাকে। ডাক্তার বলে, 'নিশ্চয়ই তিনি ভাল হয়ে যাবেন। চেষ্টা করুন সংযত থাকতে। প্লেন ল্যান্ড করলেই এ্যাম্বুলেন্সে করে ওঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন একমাত্র ব্যাপার হবে ওঁর চিকিৎসা এবং ওঁর সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়ে যাবার জন্য সময়টুকু।'

মিস্টার চিল্ডার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আপনার কথাটা শুনতে ভাল লাগে ঠিকই।'

বেয়ার্ড ভাবে, হাঁ, ঠিকই। তবে আমাদের প্রফেসনের সাধারণ সুবিধা অনুযায়ী আমি ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও উপস্থাপিত করতে পারতাম না কি?'

মি চিল্ডার বলেন। 'আমার একটা কথা শুনবেন? আমরা কি আমাদের যাত্রাপথকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে কাছাকাছি কোন বিমান বন্দরে অবতরন করতে পারি না?'

বেয়ার্ড শান্তভাবে বলে, 'আমরাও ঐ রকম একবার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু নিচের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় ঐ ধরনের অবতরণ মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে। যাই হোক। আমরা ওসব পার হয়ে গেছি। আমরা এখন পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে যাচ্ছি। দেখ তোমার স্ত্রীকে খুব শীঘ্র ভাল করে তুলতে গেলে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাঙ্কুবার পেঁছাতে হবে। আর আমরা সেটাই করছি।'

'ও, আচ্ছা, আচ্ছা! আপনি কি এখনও মনে করেন, মাছই এই ব্যাপারটার কারণ। সত্যি কি ডাক্তার?'

'এক্ষুনি নিশ্চিতভাবে বলবার মত কিছু নেই। কিন্তু আমার কাছে ঐরকমই মনে হয়। খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে, খাদ্য নষ্ট হয়ে গেলে অথবা কোন বিষাক্ত পদার্থ খাদ্যে সংক্রামিত হতে পারে ঐটি তৈরী করবার সময়। ঐ অসুখটির ডাক্তারি নাম 'স্টাফিলো কোকাল।' পরবর্তি সারিতে বসা একজন যাত্রী বলে, 'ডাক্তারবাবু কি ধরনের অসুখ এটা?' লোকটা ডাক্তারের কথা ভাল ভাবে শুনতে পাচ্ছিল না।

'আমি সঠিকভাবে বলতে পাচ্ছি না। কিন্তু যে কজনের এখানে অসুখ করেছে

তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে বলতে পারি, দ্বিতীয় কারণ থেকে অসুখটা উদ্ভুত। অর্থাৎ কোন বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি।'

'আর আপনি জানেন না এটা কি?'

'আমার কোন ধারণা হচ্ছে না। যতক্ষণ না কোন গবেষণাগারে এটি পরীক্ষিত হচ্ছে ততক্ষণ আমরা জানি না এর সঠিক উৎস। আধুনিক খাদ্য প্রস্তুতির পদ্ধতি, বিশেষ করে এয়ার লাইনস যে ধরনের সাবধানতার সঙ্গে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাতে লাখে দশ লাখে এ.টা এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের বেলাই এ ধরনের ঘটনা ঘটল। আমাদের দুর্ভাগ্য। তোমাদের একটা কথা বলবার আছে আমার। আজকের রাতের খাবার নিয়মিত ক্যাটারারের কাছ থেকে আসেনি। উইনিপেগে দেরিতে পৌঁছানোর জন্য কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। অন্য একটা কোম্পানী আমাদের রাতের খাবার জোগায়। এটার সঙ্গে এখনকার ঘটনার সম্পর্ক থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।'

চিল্ডার মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর কথার সম্মতি জানায়। ওদের আলোচনাটা নিজের মনে ভাবতে থাকে।

বেয়ার্ডের মনে একটা তিক্ত সন্তুষ্টির ভাব দেখা দেয় একথা ভেবে যে একজন ডাক্তারের কথায় মানুষ কেমন আনন্দ পায়। এমনকি কোন ডাক্তার যখন কোন খারাপ খবর ওদের শোনায় তখনও ওরা ভাবে যেন ডাক্তার ওদের আশ্বস্ত করছে! যেহেতু সে এ.জন ডাক্তার, সেহেতু সে বাজে কিছু ঘটতে দিতে পারে না। ও কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়ে ভাবে, হতে পারে আমরা এ যাবৎ কোন ডাকিনী বিদ্যা রপ্ত করতে পারিনি কিন্তু সবাই ভাবে ডাক্তার বুঝি ম্যাজিসিয়ানদের মত ম্যাজিক বক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। টুপির মধ্যে থেকে হঠাৎ কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু বের করে দেবে। তার জীবনের বেশিটা কেটেছে সেবা সুশ্রূষা করে, লোককে কখনও মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ধমকিয়ে অথবা স্তোক বাক্য দিয়ে। মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত এবং অবিশ্বাসী মানুষকে প্রবোধ দিয়েছে এই বলে যে সে সব থেকে ভাল জানে: প্রত্যেকবারই তার পুরাতন কলাকৌশল এবং অনেক সময় প্রয়োজনীয় ধাপ্পা দ্বারা। ও ভাবে এখন বোধ হয় সেই সত্যিকার মুহূর্তটি এসেছে। যার সম্মুখীন ওকে একদিন না একদিন হতে হবে বলে ও ভেবেছে।

ডাক্তারের মনে হল, জেনেথ ওর পাশে দাঁড়িয়ে। জেনেথের মধ্যে হিস্টিরিয়ার মত ভাব দেখে ডাক্তার প্রশ্নচোখে ওর দিকে তাকায়। 'পিছন দিকে আরও দুজন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাক্তার।' জেনেথ বলে।

ডাক্তার প্রশ্ন করে, 'তুমি কি নিশ্চিত যে এটা পিলের জন্য হয়নি?'

'হাঁ, আমি একেবারে নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে। আমি ওদের কাছে সোজা চলে যাচ্ছি। তুমি কি ফার্স্ট অফিসারকে একটু দেখে আসবে মিস বেনসন? ওর হয়ত একটু জল লাগতে পারে।'

ডাক্তার সবে দুজন নতুন রুগীকে পরীক্ষা করা শুরু করেছে, জেনেথ আবার ফিরে আসল।

'ডাক্তার, আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়েছি। আমার মনে হয় তোমার উচিৎ— !'

কিন্তু তখনই গলিপথে ইন্টারকমের তীক্ষ্ণ শব্দ ছুরির মত বেনসনের কথাকে কেটে দিয়ে গেল।

জেনেথ স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, বেজে যাওয়া ইন্টারকমের শব্দের মধ্যে বেয়ার্ডই প্রথম এগিয়ে যায়। ডাক্তার চিৎকার করে বলে, 'কোন চিন্তা কর না ওসবে। এক্ষুণি চল।'

তার প্রতিক্রিয়া এখন হ'ল যা কিনা ডাক্তারের নিজের কাছেই অপরিচিত। ও গলিপথ দিয়ে ছুটে গেল। ঝড়ের মত পাইলট চেম্বারে প্রবেশ করল। সে ওখানে মুহূর্তের জন্য থামে। সে সময় তার চক্ষু ও মস্তিষ্ক ঘটনার বিবরণ ধরে রাখছিল। ঠিক সেই সময় কোন কিছু একটা তার ভিতরের এবং অপর কিছু একটা তার মুখে ব্যাঙ্গাত্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ভিতর সান্ত্বনার আশ্বাসও ছিল। ও বলল 'তুমি ঠিকই করেছ—এইটাই সেইটা।'

ক্যাপ্টেন তার আসনে তখন শক্তভাবে ধরে থাকে। ঘামের ধারা তার গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ওর জামার কলারও কি রকম ভাবে ভিজে গিয়ে লেগে আছে। একহাত দিয়ে পেট ধরা আছে অপর হাতটি তখন ইন্টারকম-এর বোতাম টিপে চলেছে।

দুই লাফে, ডাক্তার ডানের কাছে পেঁছাল। সিটের পিছন থেকে ওকে ঝুকে দেখতে থাকে। ডানকে পিছনের গদিতে ভাল করে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল।

ও দাঁত ঘষতে ঘষতে কিছু বলছিল। ওর কথা ধীর ও ভীতগ্রস্ত।

বেয়ার্ড বলছিল এটাকে স্বাভাবিক ভাবে নেওয়ার চেষ্টা কর। তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেই ভাল হবে মনে করছি। ডানের কথা ভীষণ অসুস্থ শোনায়।

'আমি করেছি······তুমি কি বলছিলে······

ওর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কথা ধাক্কা খাওয়া গাড়ির শব্দের মত বের হয়।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে······আমায় কিছু দাও ডাক্তার······আমায় কিছু দাও তাড়াতাড়ি কর······গিয়ে ধর······আমাকে নামিয়ে নাও।'

জেনেথ, অটোপাইলটের উপর আছে কিন্তু······হাঁ, নামানোর জন্য ঠিক যায়গাটা ধরতে পেরেছে······কন্ট্রোলকে জানাও······নিশ্চয়ই জানাও······তার ঠোঁট ধীরে ধীরে নড়ছিল, ওর মধ্যে একটা বেপরোয়া চেষ্টা ছিল কথা বলার। পরক্ষনে দেখা গেল ওর চক্ষু-গোলক ঘুরছে। মুহূর্তে ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

বেয়ার্ড চেঁচিয়ে বলে, 'মিস বেনসন, শিগ্গির। ওকে এখান থেকে বার করতে আমার সাহায্য কর।'

ডানের ভারি শরীরকে পাইলটের সিট থেকে বার করতে ওদের মেহনত করতে

হল। ওরা হাঁফাচ্ছিল। ডানকে সহজভাবে মেঝের উপর দ্বিতীয় পাইলটের পাশে শুইয়ে দেওয়া হল। তাড়াতাড়ি বেয়ার্ড স্টেথিস্কোপ বার করে ওটা ভাল করে পরীক্ষা করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জেনেথ কোট ও কম্বল এনে দিল, ইতিমধ্যে ডাক্তারের কাজ হয়ে গেছে। জেনেথ ডানের জন্য একটা বালিশ বানিয়ে ওকে অর্দ্ধ-চন্দ্রকৃত ভাবে জড়িয়ে দিল। জেনেথ উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, জেনেথ প্রশ্ন করে, 'ডাক্তার ও যা বলল তাকি আপনি করতে পাবেন?'

'তুমি ওকে ভাল করে, ওকে দিয়ে প্লেনকে মাটিতে নামাতে পারবে?'

বেয়ার্ড তার পকেটে যন্ত্রপাতিগুলোকে চালান করে দেয়। ও একেবার ডায়ালের চারপাশটা এবং কণ্ট্রোল কলামের কাছে সুইচগুলো। কণ্ট্রোল কলাম তখনও তার পথে ঘুরে চলেছে। ডায়ালের ব্যাটারি থেকে নির্গত ঈষৎ অল্প আলোয় তার অবয়বকে হঠাৎ বুড়োটে এবং ফ্যাকাশে লাগছে।

'দেখ, মিস বেনসন, আমি কিন্তু অন্ধ থাকব কারণ তুমি এই প্লেনের কর্মচারিদের একজন।' বেনসন হোঁচট খায়। ও বলে, 'হাঁ, হাঁ আমিও তাই মনে করি।'

বেয়ার্ড বলে, 'খুব ভাল। যতক্ষণ না তাড়াতাড়ি এই লোকগুলোকে হাস-পাতালে পাঠাতে পারছি ততক্ষণ আমি এমন কি এদের জীবন বাচাতে পারব কি না নিশ্চৎ হতে পারছি না।'

'কিন্তু ...' বেনসনের কথা শেষ হ'ল না।

ডাক্তার বলতে থাকে, 'ওদের এখান দরকার স্টিমুল্যান্ট ইন্টারভেনাস ইনজেকসন। ক্যাপ্টেনেরও লাগবে। ও অনেকক্ষন ধরে আছে।'

বেনসন জিজ্ঞেস করে, 'ক্যাপ্টেনের অবস্থা খুব খারাপ? খুব তাড়াতাড়ি জটিল আকার ধারণ করবে। অন্যদেরও একই হাল হবে।'

জেনেথ ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তার, এখন আমরা কি করব?'

"তোমায় একটা প্রশ্ন করি, প্লেনে কতজন যাত্রী আছে?'

'ছাপ্পান্ন জন।

'কতজনকে তুমি ডিনারে মাছ দিয়েছিলে?'

জেনেথের ভাবতে একটু কষ্ট হয়। বলে, 'আমার মনে হয়, প্রায় পনেরো জনকে দিয়েছিলাম। বেশীর ভাগ লোকেই মাছের থেকে মাংস নিয়েছিল। অনেকে দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে কিছুই খায়নি।'

'ও আচ্ছা।'

বেয়ার্ড বেনসনকে ভালভাবে দেখে নিল। এবার যখন কথা বলল ওর ভাষা বেশ কর্কশ। চেহারাটা যুদ্ধং-দেহী, 'আচ্ছা মিস বেনসন তুমি কখনও ধারাবাহিক বাজে ঘটনার কথা শুনেছ?'

জেনেথ বোঝবার চেষ্টা করে, ডাক্তার কি বলতে চাইছি? 'ধারাবাহিক বাজে ঘটনা? হাঁ, মনে হয় শুন্যেই। আমি জানি না একে ঠিক কি বোঝায়?'

বেয়ার্ড বলে, 'আমি বলছি। এর মানে হচ্ছে ধর এই ছাপান্নজন যাত্রীদের মধ্যে এমন একজন আছে সে শুধু উড়ানে পারদর্শি নয়, এখন ডিনারে মাছও খায়নি। তার উপর এখন এতগুলো লোকের মরন বাঁচন নির্ভর করছে।'

বেরার্ডের কথাগুলো ওদের দুজনের মাঝখানে যেন ঝুলে থাকে। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পাঁচ

০২ ৪৫—০৩.০০

ডাক্তারের কথা শোনার পর জেনেথের যে শান্ত ভাব দেখা যায় তা তুলনীয় বেদনাহর ওষুধের দ্বারা হঠাৎ আঘাতকে হজম করার অবস্থার সঙ্গে। ও ডাক্তারের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ও ভাল করেই জানে ডাক্তারের জারি করা অনুচ্চারিত জরুরী ঘোষনা—মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।

এখনও পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা ওর কাছে গ্রহনীয় হয় নি। সে যখন যাত্রীদের সেবাযত্নে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে, তখন কিছু একটা ভিতর থেকে তাকে যেন বোঝাচ্ছে, এটা একটা বাজে দুঃস্বপ্ন। এই স্বপ্নের মধ্যে প্রতিদিনের ঘটনার মুহূর্তগুলো ভেসে উঠছে, সঙ্গে রয়েছে বিশাল ভয়ের বিভিষিকা। যদিও সবটা আকাঙ্খিত, কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ঘটনা। তার অন্তরের ভাষা তাকে বলে যে কোন মুহূর্তে সে জেগে উঠে দেখবে বিছানার চাদর অর্দ্ধেক মাটিতে লুটোচ্ছে। লকারের ওপর রাখা দমদেওয়া ঘড়িটা বেজে চলেছে এবং ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্য আর একটা প্রত্যুষের টেক-অফে যাওয়ার জন্য।

এখন ওর মধ্য থেকে অপ্রাকৃত ভাবটা কেটে গেছে। সে বুঝে গেছে, ঘটনাটা ঘটছে, প্রকৃতই ঘটছে। একুশ বছরের সোনালী চুলের জেনেথ পাইনের গন্ধে ভরপুর করিডর দিয়ে যাওয়ার সময় এয়ার লাইনসের কর্মচারির তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে শিকার হয় এবং সেটা তার জ্ঞাতসারেই। সেই মেয়েটার জীবনে আজ অন্তিম লগ্নে উপস্থিত। তার মন থেকে ভয় অদৃশ্য, অন্তিম মুহূর্তের জন্য। তার চলায়মান চিন্তার মধ্যে উদিত হয় তার পরিবারের কথা। তারা বাড়িতে এখন কি ক'রছে। ও ভাবে, কি করে সম্ভব হবে কয়েক সেকেণ্ডের ধাতব বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে তার জীবনদীপ নিভে যাবে। যারা তাকে জন্ম দিয়েছে হাজার হাজার মাইল দূরে তারা তখন প্রশান্ত ঘুমের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে।

ও স্পষ্টভাবে বলে, 'ডাক্তার, আমি বুঝেছি।'

'তুমি কি জান, যাত্রীদের ভিতর কারও বিমান চালনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা?'

জেনেথ, প্যাসেঞ্জার লিস্টের ওপর চোখ রেখে নামগুলো পড়তে থাকে। ও বলে 'এয়ার লাইনের কাউকেও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কারও সম্পর্কে জানা নেই। আমার মনে হয়, সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

বেয়ার্ড ধীরে ধীরে বলে, 'তুমি যাই কর না কেন, ওদের সাবধান করতে যেওনা। তাহ'লে একথা আতঙ্ক সৃষ্টি হতে পারে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ জানে যে ফার্স্ট অফিসার অসুস্থ। তুমি শুধু এইটুকুই বল যে ক্যাপ্টেন জানতে চাইছেন সে এমন কেউ আছেন কিনা যার বিমান চালনার অভিজ্ঞতা আছে। উনি ক্যাপ্টেনকে বেতার চালনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।'

'খুব ভাল ডাক্তার। আমি ঐরকমই করছি।' বেনসন শান্তভাবে বলে।

ও বলতে যাবে কিনা ইতস্তত করছিল। কারণ বোঝা যাচ্ছিল বেয়ার্ডের ওকে আরও কিছু বলবার ছিল। 'আচ্ছা মিস বেনসন, তোমার প্রথম নাম কি?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

'জেনেথ।'

ও ঘাড় নেড়ে বলে, 'জেনেথ। আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার ট্রেনিং-এর ব্যাপারে আগে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। সত্যি একটা অবিবেচনার এবং ক্ষমার অযোগ্য কাজ হয়েছিল। এটা একটা বোকা বুড়ো লোকের মন্তব্য, যার নিজেরই অনেক ট্রেনিং-এর দরকার। আমি আমার মন্তব্যকে ফিরিয়ে নিতে চাই।' জেনেথ হাসল। ওর গালে কিছু রঙের আভা ভেসে ওঠে। ও বলে, 'আমি ওসব ভুলে গেছি। ও দরজার দিকে এগিয়ে যায়। প্রশ্ন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খারাপ খবরটা জানতে চায়। কিন্তু বেয়ার্ডের চোখ কুঞ্চিত হয়, কোন কিছুতে যেন চিন্তাটা কেন্দ্রীভূত করতে চায়। যেন তার মন থেকে কিছু একটা কৌশলে পালাচ্ছে। কেবিনের একধারে জরুরী নিষ্ক্রমন সম্পর্কে প্রতিবেদনের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে ভ্রূকুঞ্চিত হয়। ও ভাল করে ওদিকে দৃষ্টি দেয় না।

বেয়ার্ড হঠাৎ জেনেথকে বলে, 'দাঁড়াও।'

জেনেথের এক হাত দরজার হাতলে। ও থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'হাঁ, কি বলছিলেন?'

বেয়ার্ড নিজের আঙুলগুলোকে শব্দ করে মটকায়।

জেনেথের দিকে ফিরে বলে, 'আমি পেয়েছি।'

'আমায় একজন এয়ারলাইনস সম্পর্কে গল্প করেছে। সেই যুবকটি যার সিট আমার পাশে। সে উইনিপেগে একদম শেষে আমাদের প্লেনে ওঠে।'

ওঁর কথার মাঝখানে জেনেথ বলে, 'ওঃ মিঃ স্পেনসারের কথা বলছেন।'

'হাঁ হাঁ, ঐ বটে। জর্জ স্পেনসার আমি সঠিকভাবে মনে করতে পারছিলাম না। তাকে মনে হয়েছিল বিমান চালনা সম্পর্কে ওর কিছু জ্ঞান আছে। তুমি ওকে

এখানে ডেকে নিয়ে এস। পারবে তো? আমি যা বলেছি তার থেকে বেশী ওকে বলবে না। আমরা চাইনা অন্য যাত্রীরা সত্য ব্যাপারটা জানুক। কিন্তু ওদের প্রশ্ন করে যাও যদি কাউকে পাওয়া যায়।'

'ঐ ভদ্রলোক আমাকে কেবল সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। উনি নিশ্চয়ই ফুড পয়জনের কবলে পড়েন নি।' জেনেথ বলে।

বেয়ার্ড বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ, আমরা দুজনেই মাংস নিয়েছিলাম। ওকে ডাক।'

জেনেথ চলে গেলে, ডাক্তার সরু কেবিনটায় পায়চারি করতে থাকে। তার মধ্যে একটা নার্ভাস ভাব। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ক্যাপ্টেনের পালস পরীক্ষা করতে থাকে। জ্ঞানের অচৈতন্য দেহ ফার্স্ট অফিসারের পাশে পড়েছিল! দরজায় শব্দ হতেই ও দাঁড়িয়ে ওঠে। তাতে গমনাগমনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

স্পেনসার, ওখানে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল।

'শোনো ডাক্তার, এ রেডিওর ব্যাপারটা কি?'

যুবক স্পেনসার ডাক্তারকে অভিবাদন করে বলে।

বেয়ার্ড, কোনরকম ভণিতা না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'তুমি কি একজন বৈমানিক?'

স্পেনসারের উত্তর, 'অনেক আগে যুদ্ধের সময়। কিন্তু এখনকার রেডিওর নিয়ম টিয়ম জানিনা।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন যদি মনে করে, আমি'......

'ভিতরে এস,' ডাক্তার বলে। ও একপাশে সরে গেল।

স্পেনসারের পিছনের দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল।

স্পেনসারের ঘাড় সোজা হয়ে গেল ও যখন দেখল পাইলটদের সিট খালি এবং সমস্ত কণ্ট্রোল নিজে নিজে ঘুরছে। এরপর ও মেঝেতে শোয়া দুজন লোককে ভাল করে ঘুরে দেখল। ওদের গায়ে কম্বল জড়ানো রয়েছে।

ও চিৎকার করে ওঠে। 'না। দুজনেই অসুস্থ হতে পারে না।'

বেয়ার্ড সংক্ষেপে বলে, 'হাঁ, ওরা দুজনেই অসুস্থ।' স্পেনসারকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না!

'কিন্তু এরা তো বেঁচে। এমন ঘটনা ঘটল কখন?

ক্যাপ্টেন বলে, 'একটু আগে ঘটেছে। ওরা দুজনেই মাছ খেয়েছে।' স্পেনসার একটা হাত বার করে নিল। দেওয়ালে একটা জাংসান বক্সে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

বেয়ার্ড ব্যাগ্রভাবে বলে, 'শোন, তুমি এই প্লেনটাকে চালাতে পারবে? এবং মাটিতে অবতরণ করাতে পারবে?'

স্পেনসারের গলার স্বর যেন শক পাওয়া এবং খুন হওয়া লোকের মত। ও বলে, 'না!'

'নিশ্চিতভাবেই না। কোনও চান্স নেই।'

বেয়ার্ড ওকে উত্তর দিতে বাধ্য করে, 'কিন্তু তুমি এক্ষুনি বললে যুদ্ধে প্লেন চালিয়েছো।'

স্পেনসার বলে, 'সে তো তের বছর আগের কথা।'

'তারপর থেকে আমি কোনও প্লেনে হাত দিই নি। তাছাড়া আমি ছোট ছোট ফাইটার চালাতাম। ছোট 'স্পিটফায়ারস'। এই জাহাজের প্রায় ১/৮ ভাগ আকারে। ওর ইঞ্জিনও একটা। এই প্লেনের চারটে ইঞ্জিন। ওড়বার ধরনও সম্পূর্ণ আলাদা। স্পেনসারের আঙুলগুলো অল্প কাঁপছিল। ও জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় সিগারেটের খোঁজে। একটা প্যাকেট পেল। তার থেকে একটা বার করে ধরাল। বেয়ার্ড তাকে লক্ষ করছিল। ও বলে, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।'

স্পেনসার ক্রুদ্ধভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'আমি তোমায় বলেছি, চিন্তাটাই বিভ্রান্তিকর।'

'তুমি জান না কত কি এর সাথে জড়িত। এমন কি 'স্পিট ফায়ার' এখন আমি চালাতে পারব না।' ও সিগারেটটাকে যন্ত্রের উপর ঘষে নিবিয়ে দিল।

'কিন্তু আমার মনে হয়, বৈমানিকরা তাদের বিমান চালনা কখনও ভোলেনা।' বেয়ার্ড ওকে ভাল করে লক্ষ করে কথাগুলো বলল।

কিন্তু এটা অন্য ধরনের বিমান চালনা। এটা অনেকটা গ্রন্থিযুক্ত হুইলারযুক্ত ভারি ট্রাক চালনা এবং সেটা আবার ঘন যানজটপূর্ণ রাস্তায়।

'কিন্তু এটা তো এখনও চলছে' বেয়ার্ড বলে। স্পেনসার কোন উত্তর না দিয়ে তার সিগারেটে জোরে টান মারে।

বেয়ার্ড কাধটা ঝাঁকিয়ে এবং অর্দ্ধেক ঘুরে বলে, 'বেশ, এস আমরা প্রার্থনা করি অন্য কেউ একজন প্লেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। অবশ্য এই এদের দুজনের মধ্যে কেউ নয়।' বলে ও পাইলটদের এদিকে তাকায়।

দরজা খুলে, পাইলটের চেম্বারে জেনেথ সেই সময় প্রবেশ করে। ও প্রশ্নপূর্ণ চোখে স্পেনসারের দিকে তাকায়, তারপর আবার দরজার দিকে যায়। তার কণ্ঠস্বর ভারি।

বলে, 'আর কাউকে পাওয়া গেল না।'

ডাক্তার বলল, 'তাহলে এই দাঁড়াল।' ডাক্তার স্পেনসারের কথা বলার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু যুবকটির কোন দিকে হুঁস আছে বলে মনে হ'ল না। ও একদৃষ্টিতে দেখছিল, সারি সারি আলোকিত ডায়াল ও সুইচগুলিকে। বেয়ার্ড এবার কথায় সাবধানি। ও প্রতিটা কথা বলবার সময় ঠিকমত বিচার করে নিতে চায়।

ও আবার স্পেনসারকে বলে 'মিঃ স্পেনসার আমি বিমান চালনা সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি যেটা বুঝি তাহ'ল এই প্লেনের কিছু মানুষ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে যদি না তাদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে

তুমিই একমাত্র লোক যার ওড়াবার যোগ্যতা আছে।'

ডাক্তার থেমে আবার বলে, 'তুমি কি বল স্পেনসার?' জেনেথকে দেখে নিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকায়। ও উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি নিশ্চিত এই পাইলটদের একজনেরও সময়মত আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই?'

'আমি একথা ভেবে শঙ্কিত যে ওদের কারও সে সম্ভাবনা নেই! এমন কি আমি নিশ্চিৎ নই, ওদের বাঁচাতে পারব কিনা, যদি না শিগ্‌গির ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়।' যুবা সেলসম্যান সিগারেটে দীর্ঘ টান মেরে, জুতোর নিচে ফেলে ওটাকে মাড়িয়ে দেয়।

ও বলে, 'এখন মনে হচ্ছে, আমার বেশী কিছু চয়েস করবার নেই, তাই নয় কি?'

'ঠিকই। যতক্ষন না গ্যাস ফুরোয় ততক্ষণ আমরা চলব। এক্ষন সম্ভবত প্রশান্ত মহাসাগরের অর্দ্ধেক পথ পার হয়েছি।'

'নিজেদের ধাপ্পা দিও না', স্পেনসার বলে এবং কণ্ট্রোলের দিকে এগিয়ে যায়। সামনের দিকে তাকিয়ে সাদা সমুদ্রের মেঘ চন্দ্রালোকে ঝকমক করছে দেখতে পায়।

'আমার ধারনা, ঘটনা-তাড়িত হয়ে এখানে হাজির হয়েছি। ডাক্তার, তোমরা একটা নতুন পাইলট পেয়েছ।' ও বাঁ দিকের পাইলটের সিটে গিয়ে বসল। তারপর, ওর পিছনের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমাদের যদি ভাল প্রার্থনা সঙ্গীত জানা থাকে, তাহলে গাইতে পার।'

বেয়ার্ড তার কাছে গিয়ে, হাতে একটা আলতোভাবে চড় মেরে বলে, 'একেই না বলে ভাল মানুষ।' ডাক্তার আবেগে কথাগুলো বলে।

'তোমরা কি যাত্রীদের বলতে যাচ্ছ ফেরত যাবে বলে?' ও প্রশ্ন করে। তার চোখ কিন্তু তখন ঘোরাফেরা করছে, অসংখ্য আঁকা-বাঁকা মাপ জোকের রেখার উপর। ঐগুলো তার শেখা বিদ্যা যা অতীতের মধ্যে চলে গিয়েছে সেখানে গিয়ে ধাক্কা মারছে। কিন্তু কিছুতেই পৌঁছুতে পারছে না। কোন কিছুই মনে পড়ছে না।

ডাক্তার বলে, 'এই মুহূর্তে কিছুই বলতে যাচ্ছি না।' 'খুবই বুদ্ধিমানের মত কাজ।' স্পেনসার শুকনো গলায় বলে। সে ডায়ালের মধ্যে সারিসারি হতভম্ব করা যন্ত্রপাতিগুলোকে পর্যবেক্ষন করতে থাকে। 'আমাদের এই ব্যাপারটার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার।'

প্রত্যেক পাইলটের সামনে বিমান চালনার যন্ত্রগুলো নিশ্চয় থাকবে। এ থেকে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কেন্দ্রীক প্যানেলটা খুব সম্ভবত 'ইঞ্জিনের জন্য কেবল'। আঃ এইতো পেয়েছি। উচ্চতা—২০০০০, লেভেল ফ্লাইট, গতিপথ ২৯০। আমরা সবাই অটোমেটিক পাইলট-চালিত প্লেনের মধ্যে আছি। তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। এয়ার স্পিড—২১০ নটস, থ্রোটলস্, পিচ্, ট্রিম, মিকশ্চার, অবতরনের জন্য গীয়ার কণ্ট্রোলস—সবই দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটা নির্দেশক থাকা উচিৎ। আরে এই তো পাওয়া গেছে। ভালই হ'ল, আমি মনেকরি এরা সব প্রয়োজনীয়

যন্ত্রপাতী। ল্যান্ডিং-এর জন্য একটা চেক লিস্ট দরকার, কিন্তু ওটা রেডিওতে পেতে পারি।'

'তুমি কি ওটা করতে পারবেই', বেয়ার্ড জিজ্ঞেস করে।

'আমি জানি না ডাক্তার, আমি জানি না। আমি আগে কখনও এ-ধরনের যন্ত্রের প্লেন দেখিনি। আমরা এখন যাচ্ছিই বা কোথায়?'

'ক্যাপ্টেনের কথা অনুযায়ী আমরা পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে যাচ্ছি।' 'ডাক্তার বলে। 'কুয়াশার জন্য রুট পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় আমরা ভ্যাঙ্কুবারের দিকে যাচ্ছি।'

স্পেনসার নরম দৃষ্টিতে তার চারপাশ দেখে নিয়ে বলে, 'আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। যাইহোক, রেডিও কন্ট্রোলটা কোথায়?'

জেনেথ স্পেনসারের মাথার উপর একটা সুইচ্ বাক্সের দিকে দেখায়।

জেনেথ বলে, 'আমি জানি ওরা মাটির সাথে কথা বলবার জন্য ওটা ব্যবহার করত, কিন্তু কোন সুইচ ব্যবহার করত, তা বলতে পারব না।'

'হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি।' ও বক্সের দিকে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যায়। 'আর ঐগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি নির্দ্ধারক—আমাদের উচিৎ ওরা যে ভাবে আছে, ঐরকম ওদের থাকতে দেওয়া। আরে এটা কি? বেতার পাঠানোর ব্যাপার?' ও একটা সুইচ টিপতেই ছোট লাল আলো জ্বলে উঠল।

এইতো হয়েছে! জর্জের মধ্যে প্রথম আনন্দের বন্যা বইল। ওর আনন্দোচ্ছাস শোনা গেল। 'আমরা এখন আসল কাজের জন্য প্রস্তুত।'

জেনেথ ওকে একটা বড় চোঙ লাগানো হেডসেট দিল। ও স্পেনসারকে বলে, 'যখন তুমি কথা বলবে মাইকের কাছের বোতামকে টিপবে।'

কাচে লাগানো যন্ত্রকে এ্যাডজাষ্ট করে, স্পেনসার ডাক্তারের সাথে কথা বলে, 'তুমি জান যাই ঘটুক না কেন আমার সামনে আর একজন সাহায্যকারি দরকার। তোমার এখন রুগীদের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। সেজন্য আমার মনে হয় মিস ক্যানাডাই উপযুক্ত লোক এখানে থাকবার। তোমার মত কি?'

বেয়ার্ড ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমি রাজি। জেনেথ ঠিক আছে?' কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে দাঁড়িয়ে জেনেথ বলে, 'হাঁ, কথাটা তো ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'বাঃ, খুব ভাল।' স্পেনসার আনন্দিতভাবে বলে। আমাদের দুজনে এখন একসাথে কাজ করতে হবে। তুমি বস। নিজেকে সহজ কর। তুমি বরং নিজেকে ফিতে দিয়ে বেঁধে ফেল। তুমি নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন ধরে পাইলটদের কাজকর্ম লক্ষ করেছো। আমার পূর্বজীবনে যখন বিমান চালাতাম তখন দেখতাম, পাইলটদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে।'

জেনেথ কষ্ট করে ফার্স্ট অফিসারের সিটে বসে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে

যাতে কন্ট্রোল কলাম না স্পর্শ করে ফেলে। ওটা এখন, নিয়মিত সামনে পিছনে ঘুরছে।

যোগাযোগের দরজায় উদ্বিগ্ন শব্দ শোনা গেল। বেয়ার্ড বলে, 'ওটা আমার ব্যাপার। আমায় এখনই প্লেনের ভিতরে যেতে হবে। তোমাদের সাফল্য কামনা করি।' ও তাড়াতাড়ি চলে গেল। বেনসন ওখানে থেকে গেল। স্পেনসার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে?'

জেনেথ, ডামির মত ঘাড় নাড়ে। ও হেডসেটটা নড়বার জন্য তৈরী হয়। 'তোমার নাম জেনেথ, ঠিক তো? আমি জর্জ'। স্পেনসারের গলার স্বরে বোঝা গেল ও আন্তরিক হয়ে পড়েছে। 'জেনেথ তোমায় আমি বোকা বানাতে চাই না। কাজটা বেশ কঠিন হবে।'

'আমি জানি।'

'ভাল। এখন দেখি কোন বিপদবার্তা পাঠাতে পারি কিনা। আমাদের ফ্লাইট নম্বর কি।'

'৭১৪।'

'ঠিক আছে। এইবার আরম্ভ হচ্ছে।' ও মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিল।

ও একই তালে বলে চলে, 'মে-ডে মে-ডে মে-ডে।' এটা এমনই একটা সংকেত সে কখনও ভুলতে পারে না। এই সংকেত সে পাঠিয়েছিল কোন এক অক্টোবরের ঝাপসা বিকালে, যখন তার স্পিটফায়ারের পশ্চাৎ শত্রুপক্ষের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সের সমুদ্র উপকূলে। ঠিক সে সময় দুটো 'হ্যারিকেন প্লেন' সেখানে উপস্থিত হয়ে আমায় পথ দেখিয়ে চ্যানেল পার করে নিয়ে যায়। ওদের মনে হচ্ছিল যেন দুজন বৃদ্ধ মাসী, আমার জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।

ও বলে চলে, 'মে-ডে, মে-ডে, মে-ডে ফ্লাইট নং ৭১৪ ম্যাপললিফ এয়ার চার্টার বিপদে পড়েছে। কেউ কি শুনছ? ওভার।'

ও কথার প্রত্যুত্তর সঙ্গে সঙ্গে আসাতে ও এক স্বস্তির শ্বাস নিল।

'হেলো, ৭১৪ ভ্যাংকুবার বলছি। আমরা তোমার কথা শুনতে অপেক্ষা করছি। অন্য ট্রাফিক ওয়েভ বন্ধ আছে। বলে যাও ৭১৪।'

'ধন্যবাদ ভ্যাংকুবার ৭১৪! আমরা বিপদে পড়েছি। দুজন পাইলট এবং কয়েকজন যাত্রী···। কজন যাত্রী যেন জেনেথ?'

'পাঁচ মিনিট আগে পাঁচজন ছিল, এখন হয়ত বেশী হবে।'

'সংশোধন হবে। অন্তত পাঁচজন যাত্রী ফুড পয়জনে আক্রান্ত। দুজন পাইলটই অজ্ঞান হয়ে আছে এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি বলছেন, দুজন পাইলটদের কাউকেই সুস্থ করা যাবে না প্লেন চালাবার উপযুক্ত করে। যদি পাইলট ও অন্যান্যদের খুব শীঘ্র হাসপাতালে ভর্তি

না করা যায় তাহলে অবস্থা ভয়ঙ্কর হতে পারে তাদের পক্ষে। তুমি কি শুনেছি ভ্যাংকুবার ?'

'এগিয়ে যাও ৭১৪। আমি তোমার কথা শুনেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ঝনঝন করে উত্তর এল।

স্পেনসার, দীর্ঘশ্বাস নেয়। 'এখন আমরা এক ধরনের চমকপ্রদ অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আমার নাম স্পেনসার, জর্জ স্পেনসার। আমি এই প্লেনের একজন যাত্রী। সংশোধন করো। প্যাসেঞ্জার ছিলাম হলাম এখন পাইলট। তোমায় জানাই আমি সর্বসাকুল্যে প্লেন চালিয়েছি এক হাজার ঘণ্টা। তাও আবার এক ইঞ্জিনযুক্ত ফাইটার প্লেন। আমি প্রায় তের বছর কোন প্লেন চালাইনি। সেজন্য তুমি এমন একজনকে এই রেডিওতে দাও যে কিনা এই প্লেন চালানোর জন্য আমায় ঠিকমত উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। আমাদের ২০,০০০, কোর্স ২৯০ ম্যাগনেটিক এয়ার স্পিড নটস। এই হচ্ছে মোট কাহিনী। এবার তোমার বলার পালা, ভ্যাংকুবার, ওভার।'

'ভ্যাংকুবার থেকে ৭১৪কে বলছি, ধরে থাক।'

স্পেনসার কপালে জমা ঘাম মুছে, হাসিমুখে জেনেথের দিকে তাকায়। ও বলে, 'তুমি কি বেট ফেলতে চাও, নিচের বাস্তু ঘুঘুদের ভিতর আলোড়ন পড়ে গেছে কিনা, তার উপর ?'

জেনেথ তার এয়ারফোনে ভাল করে শুনে, ঘাড় নাড়ে।

কয়েক সেকেণ্ডের ভিতবেই বেতারযন্ত্র আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। আগের মতই মাপা কথা ভেসে এল।

'ভ্যাংকুবার থেকে ফ্লাইট ৭১৪কে বলছি। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কর। দুজনের মধ্যে একজন পাইলটকেও ভাল করা যাবে কি না। এটা গুরুত্বপূর্ণ। পুনরাবৃত্তি করছি। এটা গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তারকে বলো যে কোন উপায়ে এমন কি প্যাসেঞ্জারদের বাদ দিয়েও অন্তত একজন পাইলটকে ভাল করে তোলবার চেষ্টা করতে ? ওভার।'

স্পেনসার ট্রান্সমিট বোতাম টেপে। 'ভ্যাংকুবার ফ্লাইট ৭১৪ বলছি। তোমার মেসেজ বোঝা গেছে, কিন্তু কিছু করার নেই। ডাক্তার বলছে, পাইলটদের ভালকরে নিচে প্লেনকে নামানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ওরা সাংঘাতিকভাবে পীড়িত এবং ওরা মারা যাবে যদি না খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা যায়। ওভার।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার বেতারযন্ত্র বেজে ওঠে। 'ভ্যাঙ্কুবার কন্ট্রোল থেকে ৭১৪কে বলছি। তোমার খবর বুঝেছি। তুমি কি দয়া করে ধরবে।'

'রজার ভ্যাংকুবার' স্পেনসার স্বীকৃতি জানায়। তারপর সুইচ অফ করে জেনেথকে বলে, ওরা কি করা উচিত ভেবে ঠিক না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

সে, তার সামনের কণ্ট্রোল কলামের উপর সাহস হারিয়ে আঙুল নাড়াচাড়া

করতে থাকে। লক্ষ্য করতে থাকে ওর চলাফেরা, বুঝতে চেষ্টা করে ওর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।

এগুলো ও চেষ্টা করছে ওর পুরানো দক্ষতা যা কিনা যুদ্ধ বিমানে তাকে অসংখ্য প্রশংসা এনে দিয়েছিল তা কাজে লাগিয়ে। যুদ্ধের সময়ের গান মনে পড়ে যাচ্ছে। ও হাসে, পুরানো কথা মনে পড়াতে। কিন্তু পরমুহূর্তে ও বরফ শীতল হতাশার মধ্যে পড়ে যখন ওর সামনে দৈত্যের মত বড় বড় কাঁটা, অপরিচিত লিভার ও সুইচের ভিড় দেখে। ওর ওড়ার অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে কোনটা এখানে মেলে? এটা যেন ওর কাছে একটা সায়েন্স ফিকসন। ও যেন একটা সাবমেরিনে বসে আছে। আর ওর চারপাশে, অর্থহীন এইসব ডায়েলেস এবং যন্ত্রপাতি ঘিরে আছে। একটা ভুল বা কোন অচিন্তিত পদক্ষেপ সেকেণ্ডের মধ্যে প্লেনের মসৃণ গতিকে বন্ধ করে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করতে পারে। যদি এ রকমই হয়, তাহলে কে বলবে যে সে আবার প্লেনকে কণ্ট্রোলে আনতে পারি? কিন্তু আসল ব্যাপার হ'ল, শত প্রচেষ্টাতেও সে কণ্ট্রোলে আনতে পারবে না। ও হেডঅফিসকে অভিসম্পাৎ দিতে থাকে! এক মুহূর্তের নোটিসে ওকে উইনিপেগ থেকে ভ্যাংকুবার। এক বিপদসংকুল যাত্রায় অংশ নিতে বাধ্য করেছে। সেলস ম্যানেজারের পদে নিয়োগ ও পার্কওয়ে হাইটের একটা ভাল বাড়ির আশা এখন অবাস্তব এবং গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়া একটা অভিশপ্ত ব্যাপার হবে। ও ভাবতে পারে না মেরীকে আর দেখতে পাবে না। তাকে বলার অনেক কিছুই অব্যক্ত থেকে যাবে। ববিস এবং কিট-এর জন্য যে লাইফ ইন্সুরেন্স করা আছে, তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। ওতে ওদের বেশীদূর যেতে সাহায্য করবে না। পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর এবং হতভাগ্য বাচ্চা দুটোর জন্য তার আরও বেশী টাকার লাইফ ইন্সুরেন্স করা উচিৎ ছিল।

তার আসনের পাশে নড়াচড়ায় ও চিন্তাতে বিঘ্ন ঘটল। জেনেথ তার আসনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। ও পিছন ফিরে দেখছিল, ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট অফিসারের নিথর দেহ দুটোকে।

স্পেনসার ওকে প্রশ্ন করে, 'ওদের মধ্যে অল্প বয়স্ক ছেলেটা তোমার বন্ধু, তাই নয়?'

জেনেথ, ইতস্তত করে বলে, 'না, ঠিক তা নয়।'

'বাদ দাও।' স্পেনসার, কাটাকাটা ভাবে বলে। 'জেনেথ, আমি বুঝেছি। সত্যি আমি দুঃখিত।' ও মুখে সিগারেট গুঁজে, দেশলাই-এর জন্য হাতড়ায়।

দেশলাই-এর তাৎক্ষণিক আলোয় জেনেথ পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় স্পেনসারের চোখে জ্বলন্ত রাগ।

ছয়

রাত ০৩.০০—০৩.২৫

ভ্যাঙ্কুবারের রানওয়ে তখন স্বল্পালোক, স্যাৎসেতে পূর্বমুখে শেষ প্লেনটার ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমাগত উর্দ্ধমুখি ওড়বার প্রস্তুতি হিসাবে। তারপর ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চয় করে অন্ধকারের মধ্যে উড়ে গেল। এরোড্রোমের পরিক্রমার সময় এই প্লেনের আলো, ঝুলন্ত কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

আরও কয়েকটা প্লেন তাদের উড়ানের যায়গা থেকে প্রস্থান, গৃহের পাশে প্লেন থাকার যায়গায় ফিরে আসছিল। প্লেনগুলোতে বাষ্প-কনাগুলো মালার মত ঝুলছিল। এটা ছিল একটা শীতল রাত। ভূতল কর্মিরা পীতাভ আলোর মধ্যে তাদের কাছে ছোটাছুটি করছিল। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য গ্লাভস পরেছিল। ওরা সবাই অপ্রোয়জনীয় কথাবার্ত্তা থেকে নিজেদের রেখেছিল বিরত। একজন লোক ধীর গতিতে আসা একটি প্লেনের দিকে তাকিয়েছিল। প্লেনের আলো তার চোখে। প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। শব্দহীন পরিবেশের মধ্যে প্লেনের পাখার হিস হিস শব্দকে মনে হচ্ছিল যেন অনধিকার প্রবেশ। সাধারণত ব্যস্ত ভ্যাঙ্কুবারের এরোড্রাম সব সময় জরুরী পারিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে।

উজ্জল আলোকিত কন্ট্রোল রুম উত্তেজনা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করছিল। কণ্ট্রোলার টেলিফোন সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরায়, ধোঁয়ার রিঙের ভিতরে ও ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। ও সে সময় একটা দেওয়াল মানচিত্র পড়ছিল। ও বুডরিকের দিকে তাকাল। বুডরিক হচ্ছে, ম্যাপল লিফ এয়ার লাইনের একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারি ম্যানেজার। সে একটা টেবিলের কোনার দিকে বসেছিল। সে তখনই কথপোকথন লিপিবদ্ধ করে কার্ডবোর্ডের কাগজের উপর ক্লিপ দিয়ে রেখে দেয়। ওটা ওর হাতে ছিল।

'ভাল হ্যারী' কণ্ট্রোলার বলে, ওর গলার ধরনটা এমন একজন মানুষের যার অভ্যেসই হ'ল অন্যের কারও সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করতে এদের ধাতে নেই। এখনকার কথা যদি ধর, তবে বলতে পারি, বাইরে পূর্ব দিকে প্লেনের যাত্রাও এখন বন্ধ করে দেওয়া আছে। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা সময় পেয়েছি। এরপর যে প্লেনগুলো বাইরে যাবে, তারা নিশ্চয় অপেক্ষা করবে যতক্ষন না, যাইহোক… টেলিফোন করতে থাকে। ও ফোনটা তোলে, 'আচ্ছা, ও। সমস্ত স্টেশন এবং প্লেনগুলোকে নিষেধ করে দাও যে আমরা পরবর্ত্তি ৪৫ মিনিটে কেবল আসার প্লেন-গুলোকে রিসিভ করব। ETA এর সাথে কথা বলে বাকিগুলোকে ঘুরিয়ে দাও। ক্যালগারি এবং এখানকার মধ্যে রাস্তা, অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম-মুখো রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। ব্যাপারটা বুঝেছ ভাল।' টেলিফোনকে তার রাখবার যায়গায় রেখে দিল, ও এবার আর একজন এ্যাসিসট্যাণ্টকে জিজ্ঞেস করে। 'তুমি কি অগ্নি

নির্বাপক দপ্তরের প্রধানকে এখনও ধরতে পারনি? ও লোকটা তখন ফোন করেছিল।'

'তার বাড়িতে, ফোনটা এখন বেজে যাচ্ছে।'

'ওকে বরং বলো, এখানে চলে আসতে। এখানে যেন একটা বড় মেলা হচ্ছে। আর ডিউটি ফায়ার অফিসারকে বলো শহরের ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিতে। তারা হয়ত এখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে।'

'আমি ওটা করতে পেরেছি।' অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, 'ভ্যাঙকুবার থেকে বলছি। লাইনটা ধরো।' ও মাউথপিসে হাত দিয়ে বলে, 'আমি কি এয়ারফোর্সকেও সতর্ক করে দেব?'

'হাঁ! ওদের বল, ওরা যেন ওদের প্লেনগুলোকে আমাদের দিকে ওড়ানো বন্ধ রাখে।' বুড়রিক নিজের শরীরকে এক ঝটকায় টেবিল থেকে তোলে। 'ও, হ্যাঁ ওটা একটা চিন্তা বটে।' তার জামার হাতা থেকে বরফের টুকরো ঝুলছিল।

কন্ট্রোলার প্রশ্ন করে, 'এয়ারপোর্টে তোমাদের কি কোন বৈমানিক আছে?' বুড়রিক ঘাড় নেড়ে জানায়, 'না একটাও নেই। আমাদের বাইরে থেকে সাহায্য চাইতে হবে।' কন্ট্রোলার দ্রুত চিন্তা করে, ক্রস-কানাডায় চেষ্টা কর। ওদের সবথেকে ভাল লোকগুলোর এখানে যাতায়াত আছে। আমার এখন একজন বৈমানিক দরকার যার এ ধরনের বিমান চালনার অভিজ্ঞতা আছে। ও ঐ ধরনের বিমান চালনার জন্য যথোচিত উপদেশ দিতে পারে।

'তুমি কি মনে কর ঐ রকম কোন সম্ভাবনা আছে?'

'আমি জানি না। কিন্তু আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে। তুমি কি অন্য কিছু জানতে পার।'

'না। আমি পারি না। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে তাকে হিংসা করি না।' বুড়রিক বলে। সুইচবোর্ড অপারেটর আবার জিজ্ঞেস করে। 'আবার সিটি পুলিশ কথা বলছে। তুমি কি কথা বলবেই।' বুড়রিক বলে।

কন্ট্রোলার বলে। 'ওদের দাও।'

বুড়রিক বলে, 'আমি ক্রস-কানাডা এয়ার লাইনের লোকদের দেখে নেব।'

'যা ঘটছে, তার সবই আমার চিফকে জানাও।'

কন্ট্রোলার বলে, 'তুমি ওটা মেন বোর্ড দিয়ে কর। করবে কি? এখানে একজন ক্ষেপে যাচ্ছে।'

বুড়রিক যখন ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখনও টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, 'কন্ট্রোলার বলছি। আ ইন্সপেক্টর! খুব ভাল। এখন শোন। আমরা এখন মুস্কিলে পড়েছি যা ভেবেছিলাম তার থেকেও বিপদে। প্রথমেই তোমায় অনুরোধ করব তোমার যে কোন একটা গাড়িতে শহরের যে কোন একজন পাইলটকে এখানে যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এস। হাঁ তোমায় জানাব। দ্বিতীয়ত, যাত্রীদের

হাসপাতালে ভর্তি করার জরুরী অবস্থার সঙ্গে আরও একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত। প্লেনটা খুব সম্ভবত জোর করে নামতে বাধ্য হবে এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। আমি এক্ষুনি ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। জাহাজটি অবতরন করার সময় কোন রকম নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকবে না বলেই ভয়ংকর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।' ও মুহূর্তের জন্য অপরদিকের লোকটার কথা শোনার জন্য থামে। 'তা আমরা একটা সাধারণ সাবধানতার কথা প্রচার করেছি। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর তাদের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। কথাটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে, বিমান ক্ষেত্রের কাছাকাছি বাড়িগুলো কিছু বিপদে পড়ে যেতে পারে।' ও আবার শোনে। 'ভাল, আমি আনন্দিত হলাম যে তুমি এটাই পরামর্শ দিয়েছ। আমি জানি, মাঝরাতে মানুষকে এভাবে জাগানো, একটা নারকীয় কাণ্ড। কিন্তু আমরা অবস্থাটাকে স্বাভাবিক রাখতে যথেষ্ট সতর্কতা নিচ্ছি। আমি আদৌ কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না যে প্লেনটা মাঠে নামবে। তাতে প্লেনটা হয়ত একটা বড় গর্ত করবে বা অন্য কোন ঝুঁকি নেবে। আবার হয়ত এর থেকে দূরে থাকবে। আমরা ভাগ্যবান যে বাইরের দিকে অর্থাৎ সি আইল্যাণ্ড ব্রিজের দিকের কয়েকটা বাড়িকে আমরা বলতে পারি তোমরা যেমন আছ থাক, চিন্তার কিছু নেই আমরা নিরাপদে, শহরের সবকিছু বাঁচিয়ে প্লেনটাকে নামাতে পারব। অ্যাঁ, না এখনও বলতে পারিনি। আমরা সম্ভবত প্রধান রানওয়ের পূর্ব দিকের প্রান্ত থেকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।'

আবার বিরতি। এবার বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। 'ধন্যবাদ ইনসপেক্টর। আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। আমি তোমায় অনুরোধ করতাম না যদি না ব্যাপারটা বড় ধরনের জরুরী হ'ত। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।' কণ্ট্রোলার টেলিফোন ক্রেডেলে রেখে দেয়। তার মুখটা তখন দুশ্চিন্তায় যন্ত্রনাদগ্ধ। বেতার কেন্দ্রে বসা লোকটাকে ও জিজ্ঞেস করে, '৭১৪ কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে?' লোকটি উত্তর দেয় 'না।' কণ্ট্রোলার রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'রাত হয়ে যাচ্ছে।' বড় ঘরে ওর কথা গমগম করছে।

'অগ্নি নির্বাপক অধিকর্তা বেরিয়ে পড়েছে।' সহকারি লোকটি জানায়। 'আমি এখন এয়ারফোর্সের সাথে কথা বলছি। ওরা জিজ্ঞেস করছে ওরা কোন সাহায্য করতে পারে কিনা।' সহকারি তার বক্তব্য শেষ করে।

'আমরা ওদের জানাব, যদিও আমি ও রকম চিন্তা করছি না। ওদের ধন্যবাদ।' উনি দেওয়াল মানচিত্র পর্যালোচনা করতে চলে গেলেন। রুমালটাকে পকেটের মধ্যে গুঁজে দিল। অন্যমনস্ক ভাবে তার আঙুল শূন্য সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে নাড়াচড়া করে। কিন্তু বিরক্ত হয়ে খালি প্যাকেটটা মেঝেতে ফেলে দেয়।

'তোমাদের মধ্যে কে ধূমপান কর?' ও প্রশ্ন করে।

'এই যে স্যার।'

ও একটা সিগারেট নিয়ে জবালায়। 'তুমি বরং কাউকে কফির জন্য পাঠাও। আমাদের সবার এখন ঐ জিনিসটার দরকার।'

বুডরিক ঘরে ফিরে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল।

ও বলে, 'ক্রস কানাডার সব থেকে ওস্তাদ লোক হচ্ছে ক্যাপ্টেন ট্রেলিভেন। ওরা ক্যাপ্টেনকে ফোন করছে। আমার মনে হচ্ছে, ও এখন ওর বাড়িতে শয্যায়।'

'যদি প্রয়োজন পড়ে, পুলিশের ব্যবস্থা করেছি। ওরা ঐ ব্যাপারটা দেখবে। আমরা ওদের বলেছি খুব খারাপ অবস্থায় ওকে প্রয়োজন হবে। তুমি কি ট্রেলি-ভ্যানকে জান?'

কন্ট্রোলার বলে, 'আমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে। ও ভাল মানুষের মধ্যে পড়ে। আমরা ভাগ্যবান যে ওকে পাওয়া যাবে।'

বুডরিক বলে, 'আমার আশাকরি ওকে নিশ্চিৎ ভাবে ব্যবহার করতে পারি।'

'আমাদের বড়কর্তার খবর কি?'

ও বলে, 'আমি প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছিলাম।' ইতিমধ্যে সুইচ বোর্ড অপারেটর বলে, 'আমি সীটল এবং ক্যালগারি ধরেছিলাম। তারা অপেক্ষা করছে এবং জানতে চাইছে, আমরা পরিষ্কার ৭১৪ থেকে কোন সংবাদ পেয়েছিলাম কিনা!'

'ওদের বল হ্যাঁ। বল যে আমরা প্লেনটাকে সোজাসুজি চালাব, কিন্তু ওদের বলে রাখো যে ওরা শোনবার জন্য আমাদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাখে। কোন অসুবিধা হ'লে যেন আমরা ঠিকমত সেটা শুনতে পাই।'

'ঠিক আছে স্যার।'

কন্ট্রোলার বেতার কেন্দ্র অতিক্রম করে গিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল। ও বার্তা প্রেরককে ঈশারা করে। সে বার্তাপ্রেরনের সুইচটা চালু করে দিল। কন্ট্রোলার বলে ওঠেন 'ভ্যাংকুবার কন্ট্রোল থেকে ৭১৪ ফ্লাইটকে বলছি।'

স্পেনসারের তোতলানো উত্তর ধ্বনি সম্প্রচারক যন্ত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছিল। যন্ত্রটি উঁচুতে ঘরের এক কোনে রাখা ছিল। তার সমস্ত কথা, 'মে-ডে' বিপদের ডাক, ঐ সম্প্রচারক যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছিল।

'৭১৪ থেকে ভ্যাংকুবারকে বলছি। আমি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'ভ্যাংকুবার থেকে ৭১৪। কন্ট্রোলার বলছি: আমরা তোমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করছি। খুব শীঘ্র আবার যোগাযোগ করব। ইতিমধ্যে বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে আর কিছু করতে যেও না। বুঝতে পেরেছে কি? ওভার।'

স্পেনসারের কথার মধ্যে, অবজ্ঞা এবং রুক্ষতা ছুরির মত বেরিয়ে আসে।

'৭১৪ থেকে ভ্যাংকুবারকে বলছি। দেখ, আমার ধারনা, আগেই তোমায় বলেছি, আগে কখনও আমায় এই ধরনের কাজ করতে হয় নি। অটোমেটিক

পাইলটের সাথে, সে কারণে নিশ্চিত ভাবে কোন রকম বোকামি বা চালাকি করার কথা ভাববার প্রসঙ্গই ওঠে না। ওভার।'

কণ্টোলার মুখটা খুলেছিল কিছু বলবে বলে কিন্তু পরক্ষনেই তা পরিবর্তন করে এবং সহকারিকে বলে, 'রিসেপসনে জানাও ট্রেলিভ্যান পেঁাছানোর সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে যেন যোগাযোগ করা হয়।

'ঠিক আছে স্যার।' অ্যাসিসট্যান্ট আরও জানায় যে কর্তব্যরত অগ্নিনির্বাপক অফিসার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে ফিরে গেছেন। উনি রানওয়ের মধ্যে অবস্থানরত সমস্ত গাড়ি, গ্যাস ওয়াগন সরিয়ে একটা ছাউনির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন এবং দেখছেন যাতে ৭১৪ ETA পেঁাছাবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যায়! শহরের অগ্নি নির্বাপক সংস্থা তাদের সমস্ত সাজসরঞ্জাম জড় করছে এখানে।'

'ভাল। অগ্নিনির্বাপক সংস্থার প্রধান এখানে আসলে তাঁর সাথে কথা বলতে চাই। ৭১৪ পেঁাছালে, আমি চাইনা আমাদের ট্রাকগুলো বাইরে তার কাছে যায়। যদি তাকে আদৌ নামাতে পারি। খুব সম্ভবত সে একটা খণ্ডে থাকবেন। বুড়রিক হঠাৎ বলে ওঠে, "ওহো, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, শহরের অফিসের লোকজনের সঙ্গে সাংবাদিকরা যে কোন সময় এখানে এসে পড়বে।' ও মোটা তর্জনী দিয়ে দাঁত খোঁচায়। মুখে ভেসে ওঠে আতঙ্ক সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। তাড়াতাড়ি বলে, 'বিষয়টা তবে ম্যাপল লিফের পক্ষে সব থেকে খারাপ ব্যাপার যা আগে কখনও ঘটেনি। ভাব-তো একবার, প্রায় প্রত্যেক পত্রিকার প্রথম পাতায় থাকবে প্লেন ভর্তি লোক, তার মধ্যে অনেকেই অসুস্থ। কোন পাইলট নেই! ঐসব বাড়ি হয়ত খালি করে বাসিন্দাদের ব্রিজের কাছে জড়ো করা হবে। না, আর বলে কাজ নেই— কন্ট্রোলার বাধা দিয়ে বলে. 'তুমি বরং পি আরকে ব্যাপারটাকে প্রথম থেকে দেখতে বল। হাওয়ার্ডকে এখানে আসতে বল। বোর্ড ওর বাড়ির ফোন নম্বর জানে। বুড়রিক ঘাড় নেড়ে সুইচ বোর্ড অপারেটারকে বলে। সে তখন ইর্মাজেন্সি তালিকায় দ্রুত আঙুল বুলাচ্ছিল। এরপর ডায়াল করতে শুরু করে! হ্যালো হ্যারি, আমরা প্রেসকে এরকম একটা ব্যাপারে মাথা গোলাতে দিতে পারি না! ক্লিফ জানে ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখভাল করতে হবে। তাকে বল, প্রেসকে আমাদের পিছনে যাতে না ছোটে, তার ব্যবস্থা করতে। আমাদের এমন কাজ করতে হবে।'

বুডরিক, অধৈর্য্যের সঙ্গে একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, 'কি রকম আছে ?' অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার ডেভিডসনের কি হল ?'

'উনি একটা রাতের কল এ বেরিয়েছেন।'

'ওঁকে এখন ধরা যাবে না। আমি একটা সংবাদ পাঠিয়েছি। উনি তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন।'

'তুমি কি এটা জানতে না ? সবকিছুই আজ রাতে ঘটতে হবে ? যদি উনি দশ মিনিটের ভিতর না আসেন তাহলে ওঁকে হাসপাতালে ফোন কর। ফ্লাইটনং ৭১৪

এর ডাক্তারের উপদেশের দরকার হতে পারে। এস এস ক্লিপ। পিটের দোহাই দয়া করে জেগে থাক। এরকম একটা সময়ে কেউ ঘুমুতে পারে, তার কোন কারণ দেখতে পারিনা। বুডরিক, বেশ উত্তেজিতভাবে টেলিফোনে বলে।

সেই সময় শহরের বাইরে একটা সুন্দর ছোট বাড়ীতে একটা টেলিফোন সমানে বেজে চলেছে। তার তীব্র শব্দ বাড়িটার শান্তি বিঘ্নিত করছিল। একটা ফর্সা হাত বিছানার চাদরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বালিশের উপর পড়ে শান্ত হয়ে গেল। তারপর আবার নড়ে উঠল এবং অন্ধকারে বেড সুইচের জন্য হাতড়াতে থাকল। তারপর আলোটা জ্বলে ওঠে। একজন মহিলার আকর্ষণীয় মুখে ঘুমায়মান চক্ষু তারকা, উজ্বল আলোকে ভেসে উঠে। এরপর সাদা এমব্রোডারি কাজ করা রাতের পোষাক পরা এক মহিলা। অতি কষ্টে টেলিফোনের কাছে পেঁছায়। টেলিফোন কানে দিয়ে বলে, 'হাঁ। কে বলছেন ?'

'আপনি কি মিসেস ট্রেলভ্যান ?' প্রশ্নকর্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ স্বর।

'হ্যাঁ, প্রায় ফিস ফিস করে মহিলা বলেন। কিন্তু আপনি কে ?'

'মিসেস, ট্রেলিভ্যান আমি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?' 'ওঁকে কোথায় পাব, বলতে পারেন ?'

'ও এখানে নেই ?'

'এটা কি জরুরী ?'

মিসেস বালিশের সাহায্যে নিজেকে সোজা করেন, চেষ্টা করতে থাকেন নিজের ঘুমের ঘোরটাকে কাটিয়ে ওঠা ঃ তাঁর চিন্তায় ঘুরপাক খেতে লাগল যেন তিনি জেগে ঘুমুচ্ছেন। 'মিসেস, ট্রেলিভ্যান আপনি কি ওখানে আছেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা ওখানে পেঁছানোর চেষ্টা করছি।'

মিসেসের গলায় বেশ রুক্ষভাব। উনি বললে, না 'আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। দেখুন আপনি কে বলুন তো, এমন রাতে ফোন করছেন কেন ?'

'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ট্রেলিভ্যানের সাথে যোগাযোগ করতে আমরা বাধ্য। ক্রস কানাডা বলছি, এয়ার পোর্ট থেকে।'

ভদ্রমহিলা এখন ধাতস্থ। উনি বললেন আমার স্বামী এখন মায়ের কাছে আছেন কারণ তাঁর বাবা অসুস্থ। আমার স্বামী তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য করছেন।

'আচ্ছা, যায়গাটা কি শহরের ভিতরই।'

'হাঁ, এখান থেকে বেশী দূর নয়। তিনি টেলিফোন নাম্বারটা দিলেন।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা ওঁকে রিং করছি।'

ভদ্র মহিলা জিজ্ঞেস করলেন। 'কি হয়েছে বলুনতো ?'

আমি দুঃখিত। ব্যাখ্যা করার মত সময় হাতে নেই। আপনাকে আবার

ধন্যবাদ জানাই।' লাইনটা তখন বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা পাজোড়া বিছানার বাইরে বার করে দিলেন। একজন সিনিয়র পাইলটের স্ত্রী হিসাবে তিনি প্রতিদিন এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য খবর পেতে অভ্যস্ত। যদিও তিনি এই সব ব্যাপার তাঁর জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন, আবার এটা তাঁর একটা বড় অসন্তোষের কারণও বটে। যখন তাঁরা বিপদে পড়ে তখন পলকেই ওদের মনে পড়ে, একমাত্র পাইলট হিসাবে তাদের বিপদ উদ্ধারকর্তা হিসাবে? ঠিক আছে যদি তাঁকে জরুরী কোন প্লেন চালাতে হয় তবে তো তাকে বাড়িতে তার ইউনিফর্ম এবং গাড়ির জন্য আসতে হবে। তখন এক ফ্লাস্ক কফি এবং কিছু স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেওয়া যাবে। তিনি একটা ঢিলা পোষাক বার করে পরলেন। ঘুম জড়ানো চোখে যেতে গিয়ে একটা হোঁচট খেলেন। শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সোজা রান্নাঘরে গেলেন।

দু মাইল দূরে পল ট্রেলিভ্যান তখন তার বিশাল শরীর প্রসারিত করে মার বাড়ির বৈঠকখানার গদিওয়ালা সোফায় গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

ট্রেলিভ্যানের বৃদ্ধা মা দৃঢ়চেতা এবং খ্যাপাটাইপের। তিনি অসুস্থ স্বামীর পাশে বসা ছেলেকে বললেন সময় পেলে যেন সে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিয়ে নেয়। ওদের পারিবারিক ডাক্তারের আগের দিনের রিপোর্ট বুড়ো লোকটার সাংঘাতিক নিউম্যাটিক জ্বরের প্রতিক্রিয়াজনিত ভয় কেটে গেছে। এখন ওনার কেবল সযত্ন দেখা ভাল দরকার। ট্রেলিভ্যান একটু ঘুমানোর সুযোগ পেয়ে সবার কাছে কৃতজ্ঞ। কেবলমাত্র ৩৬ ঘণ্টা আগে ওকে টোকিও থেকে অটোনা, একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রিপ দিতে হয়েছে। একদল সংসদীয় মিশনকে পৌঁছাতে হয়েছে। তারপর নেমে অসুস্থ বাবার পাশে নিদ্রাহীন ভাবে কেটেছে।

ওর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙানো হয়। ঘুম ভাঙ্গতেই ও দেখতে পেল ওর বৃদ্ধা মা ওর দিকে ঝুঁকে আছেন।

"ঠিক আছে মা, আমি এখনই বাবার ওখানে যাচ্ছি।" ও বলে।

'নারে, ব্যাপারটা তা নয়। তোর বাবা শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে। আসলে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন এসেছে। আমি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম তোমার বিশ্রাম দরকার। কিন্তু ওরা জোর করতে থাকল। আমি মনে করি এটা বাজে ব্যাপার। তাই সকালের জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারল না।'

"ঠিক আছে। আমি আসছি।" ও বলে। ও উঠে দাঁড়িয়ে ভাবে. আবার কি ও ভালভাবে ঘুমোতে পারে? ও অর্দ্ধেক পোষাক পরা অবস্থায় শুয়ে পড়েছিল। জ্যাকেট এবং টাইটা খুলেই ও শোফায় শুয়ে পড়েছিল।

ও মোজা পায়ে দরজার দিকে গেল। তারপর হলঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরল। ওর মাও পিছন পিছন হাজির হলেন।

'ট্রেলিভ্যান বলছি।' ও বলে।

'পল, জিমব্রায়াণ্ট বলছি।' কথাগুলো উদ্বিগ্ন ও জরুরী।

'আমরা সত্যি খুব চিন্তিত। পল তোমায় আমাদের ভীষণ দরকার। তুমি কি সোজা চলে আসতে পার ?'

'কেন, কি হয়েছে ?'

'আমরা এখানে প্রকৃতই মুশ্কিলে পড়েছি। দেখ, ম্যাপল লিফ চার্টার এম্প্রেস-৬ নামে পুনরায় চালু হয় একটা প্লেন। সেটি উইনিপেগ থেকে কিছু প্যাসেঞ্জার তুলেছিল। এই ফ্লাটের দুজন পাইলটই সাংঘাতিক অসুস্থ। তাদের ফুডপয়জনিং হয়েছে।'

'কি ? দুজন পাইলটই ?'

'ঠিক তাই। এটা এখন সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লেনের মধ্যে একজন আছেন, যিনি কণ্ট্রোলে বসে আছেন সে কিনা দীর্ঘ বছর কয়েক প্লেন চালনার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। সৌভাগ্যবশত প্লেনটা অটোমেটিক পাইলটের দ্বারা চালিত হচ্ছে। ম্যাপল লিফ, এখানে কোন লোক পায় নি। আমরা চাই তুমি এখানে এসে ওর সাথে কথা বল, যাতে ও প্লেনটাকে নিচে নামাতে পারে। তুমি কি পারবে না ?

'স্কট আমি জানি না। এটা একটা বিশাল আদেশ।' ট্রেলিভ্যান তার রিস্ট-ওয়াচের দিকে দেখে। 'ETA কি ?'

সেও দুঘণ্টার ব্যাপার। আমাদের এখনই কিছু করতে হবে। দেখ, আমি শহরের দক্ষিণ দিক থেকে কথা বলছি। তোমার ঠিকানা কি ?'

ট্রেলিভ্যান ওর ঠিকানা জানায়। 'একটা পুলিশ কার কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমায় তুলে নেবে। তুমি যখন এখানে আসবে, সোজা কণ্ট্রোলরুমে চলে যেও।'

'ঠিক আছে। আমি এখন আমার কাজে যাচ্ছি।'

'তোমার প্রসন্ন ভাগ্য আশা করি পল।'

'তুমি তো আর ভাঁওতা দিচ্ছ না।'

ও ফোন রেখে দিয়ে বৈঠকখানায় এল। সে জুতো পরল, কিন্তু ফিতে লাগায় না। ওর মা, ওর জ্যাকেট এনে দিল।

উনি উদ্বিগ্নের সাথে জিজ্ঞেস করেন, 'এসব কিরে ?'

'এয়ারপোর্টে বিপদ দেখা দিয়েছে। বড়ই খারাপ সমস্যা। আমার জন্য একটা পুলিশগাড়ি আসছে, ওখানে নিয়ে যাবার জন্য।'

'পুলিশ !'

'শোন, শোন', ও হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। 'আরে বাবা, এতে তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু ওরা আমার সাহায্য চায়।'

'রাতের বাকি সময়টা, তোমাকে ছেড়ে আমায় থাকতে হবে।' ও তার পাইপ ও তামাক পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

'এক মিনিট।' ও যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলে। 'ওরা কি করে জানল আমি এখানে ?'

'আমি বলতে পারি না। সম্ভবত, ওরা ডালসিকে প্রথমে ফোন করে।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই এরকমটাই হয়েছে।' মা, তুমি কি ওকে একবার রিং করবে ? এবং ওকে জানাতে বল সব ঠিকঠাক আছে কিনা ?'

'হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই করছি। কিন্তু পল, সমস্যাটা কি নিয়ে ?'

'একজন পাইলট একটা প্লেনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্লেনটা শিগগির এখানে পৌঁছানোর কথা। ওরা চাইছে আমি পাইলটকে এখান থেকে নির্দেশ দিয়ে নিচে নামাই—যদি আমি পারি।'

এবার মাকে কেমন হতভম্বের মত লাগে। উনি বলেন, 'কি বলছিস ? কথা বলে নিচে নামানো।' তিনি পুনাবৃত্তি করলেন। 'যদি পাইলট অসুস্থ হয়ে থাকে, তবে কে চালাচ্ছে, প্লেনকে ?'

'আমি, মা, অবশ্য মাটি থেকে। অথবা, আমি চেষ্টা করতে চলেছি।'

'আমি বুঝলাম না।'

'হতে পারে আমি কোনটাই করব না।' ট্রেলিভ্যান একটা পুলিশের গাড়ির পিছনে বসতে বসতে বলে ওঠে।

গাড়িটা ধীরে ধীরে টপ গিয়ারে চলতে থাকে। রাস্তার আলোগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে চলে যাচ্ছে। স্পিডোমিটার ধীরে ধীরে ৭৫ এর কাঁটা পেরিয়ে যায়। গাড়ির সাইরেন রাত্রির আকাশে বাজতে বাজতে চলে।

ড্রাইভারের পাশে বসা পুলিশ সার্জেণ্ট বলে ওঠে, মাঠের উপর রাতটাকে কি বড় লাগছে ?

'আমিও তাই মনে করি। আচ্ছা তুমি কি বলতে পারে প্রকৃত ব্যাপারটা ঘটছে ?'

সার্জেণ্ট বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'আমার কাছে যা খবর আছে, তা পরীক্ষা করে বলতে পারি। সমস্ত গাড়ি এয়ারপোর্টে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে কাজ করার জন্য। এর অর্থ যদি কোন কারণে ব্রিজ এস্টেট পরিষ্কার করতে হয়। আমরাও সেখানে যাচ্ছি যতক্ষণ ওরা আমায় এবং তোমার জন্য ফেরৎ পাঠায়। আমি বলব ওরা আশা করছে ভারি কিছু ওপর থেকে পড়ে নারকীয় ব্যাপার করে তুলতে পারে।'

ছোকরা ড্রাইভার বলে ওঠে, 'আপনি কি জানেন, কেন ? এটা অনুমান করা যায় একটা বড় আর্মি জেটে করে নিউক্লিয়ার বোম ভর্তি হয়ে আসছে।'

'তুমি আমার প্রতি সদয় হয়ে একটু শোন।' সার্জেণ্ট বেশ অবজ্ঞার সাথে বলে 'তোমাকে নিয়ে মুস্কিল হচ্ছে, তুমি বড় বেশী কমিক (মজাদার) গল্প পড়।'

ট্রেলিভান দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে থাকে ও কখনও কত তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে

পৌঁছাতে পারে না। মুহূর্তে মুহূর্তে চিত্র বদলায়। ওরা মারপোল পৌঁছুতে না পৌঁছাতে ওক ব্রিজ পেরিয়ে লুলু আইল্যাণ্ডে পড়ে। পরক্ষণেই নদীর মোহানা পেরিয়েই সি আইল্যাণ্ডে পড়ে। যেতে যেতে নজরে পড়ে দ্রুতগামী রণপোতের নাবিকরা দরজায় দাঁড়ানো ভীতিবিহ্বল বাড়ির লোকদের সাথে কথা বলছে। ওদের গাড়ির গতি দ্রুত এয়ারপোর্টের রাস্তায়। সীমানার নিচু, লম্বা বাড়িগুলোর আলো দেখতে পায়। ওগুলো যেন ঈশারায় ওদের ডাকছে। হঠাৎ ব্রেক কষাতে গাড়ির চাকায় প্রতিবাদের ধ্বনি ক'কিয়ে ওঠে। একটা অগ্নি নির্বাপক গাড়ি অলসভাবে টার্ন নিচ্ছিল। সার্জেণ্টের মুখ থেকে চাপা অভিসম্পাত বেরিয়ে আসে।

প্রধান অভ্যর্থনা-বাড়ির কাছে ট্রেলিভ্যান গাড়ি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে দরজার পর দরজা পার হয়ে। সাইরেনের আর্তনাদ আসার আগে ভিড়ের জায়গাটা পার হয়ে গেল। কমিশনারকে দেখে হাত নাড়ে। তিনি ওকে দেখে তাড়াতাড়ি ওখানে হাজির হন। ট্রেলিভ্যান প্রশাসন বাড়ির কণ্ট্রোলরুমে সোজা হাজির হয়। তার আকৃতির মানুষের তুলনায় সে একটু বেশী জোরেই হাটতে পারে। সম্ভবত ওর স্বাধীনভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা, শক্ত সমর্থ গড়নের চেহারা, লম্বা লম্বা সুন্দর চুল, ঝুঁকে পড়া শক্ত মুখাবয়ব—সবটা মিলিয়ে মেয়েদের কাছে পরম আকর্ষণীয়। ওর চেহারা, পোষ্যাক এবং অনুসন্ধানী চাহনি দেখে মন হয় যেন একখণ্ড কাঠের উপর অনভিজ্ঞ হাতের খোদাই করা মূর্তি। ট্রেলিভ্যানের যথেষ্ট সুনাম ছিল ভাল নিয়মানুবর্তক হিসাবে। কর্মচারির স্থির জলজ, এবং নীলাভ চোখের দিকে তাকানো সম্ভব হয় না। ও কণ্ট্রোল রুমে প্রবেশ করল। বুডরিক তখনও ফোন করে চলেছে।

···না স্যার, না ও শিক্ষিত ক্যাপ্টেন। যুদ্ধের সময় ও এক ইঞ্জিনওয়লা ফাইটার চালাত। তারপর থেকে কোন কিছুই···

'হ্যাঁ আমি ওদের ওটা জিজ্ঞেস করেছি। প্লেনের এই ডাক্তার বলছে···'

কণ্ট্রোলার, ট্রেলিভ্যানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় তাকে অভিবাদন জানাবার জন্য। 'ক্যাপ্টেন, তোমায় দেখে আমার দারুন আনন্দ হচ্ছে।'

ট্রেলিভ্যান প্রত্যাভিবাদন জানিরে বলে, 'এই লোকটিই কি এমপ্রেস থেকে কথা বলছে?' প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। মণ্ট্রিল থেকে ওর প্রেসিডেণ্টের সবে ঘুম ভেঙ্গেছে। বৃদ্ধ লোকটা দূরে থেকে ফোন করছে। ব্যাপারটায় অত্যন্ত অসুখি। আমিও তাই।'

'ফোনটা এখানে আসা উচিৎ হয় নি। তাড়াতাড়ি কর। তুমি কি তাড়াতাড়ি করবে? বুডরিক টেলিফোনে বলে, আমরা আর কি করতে পারি? বুডরিক দারুন ঘামছিল। আমাদের ওকে কথা বলে নিচে নামাতে হবে। আমি ক্রস-কানাডার প্রধান পাইলট, ক্যাপ্টেন ট্রেলিভ্যানের সন্ধান পেয়েছি। উনি এক্ষনি প্রবেশ করলেন। আমরা বেতারে যাচ্ছি একটা চেক লিস্ট নিয়ে এবং ওনাকে এখানে আনার

চেষ্টা করছি···আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি স্যার···নিশ্চয়ই। কাজটা সাংঘাতিক ঝুঁকির, কিন্তু আপনি কি ভাল অন্য কিছু চিন্তা করছেন ?'

বেতার প্রেরকের হাত থেকে ৭১৪ এর মেসেজের বোর্ডটা নিয়ে যত্ন করে পড়তে থাকে। শান্তভাবে ও বলে, 'আবহাওয়ার খবরটা কোথায় ?' ওকে আবহাওয়ার রিপোর্ট এগিয়ে দিলে, ও পড়তে থাকে ? ও, কাজগুলো নামিয়ে রেখে, পাইপটায় তামাক ভর্তি করতে করতে, কণ্ট্রোলারের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। বুডরিক তখনও কথা বলে চলেছে।

'আমি ঐ ব্যাপারে ভেবেছিলাম স্যার। হাওয়ার্ড আমাদের দিক থেকে প্রেসকে সামলাবে। তারা এখনও ব্যাপারটায় আসেনি···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা উইনিপেগ থেকে, বিমানের খাবার যোগান বন্ধ করে দিয়েছি। এই যা আমরা জানি কণ্ট্রোলার, ট্রেলিভ্যানকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি ভাবছ ?'

পাইলট মুখে শব্দ করল, কিন্তু কণ্ট্রোলারের কথার জবাব না দিয়ে ক্লিপ বোর্ডটাকে আবার তুলে নিল। পাইপটাকে টেনে নিয়ে ও বার্তাগুলো গভীরভাবে পড়তে থাকে। একজন ছোকরা ঘরের পিছন দিক দিয়ে হাজির হ'ল। সে পা দিয়ে দরজাটা খোলে। লোকটার হাতে কফির ট্রে। তাতে কফির কার্টুন। একটা কার্টুন কণ্ট্রোলারকে দিয়ে অন্যটি ট্রেলিভ্যানের সামনে নামিয়ে রাখে। ট্রেলিভ্যান ওদিকে নজর দেয় না।

'···ইটি'এ হ'ল ০৫'০৫ প্যাসিফিক সময়'। বুডরিকের গলায় ক্রুদ্ধতা বেড়ে যায়। 'আমার এমন অনেক কাজ স্যার । আমার এখন এইটা নিয়ে পড়তে হবে···আমি আপনাকে ফোন করব···আমি যখনই অতিরিক্ত কিছু জানতে পারব, আপনাকে জানাব···হ্যাঁ, হ্যাঁ গুড বাই।' টেলিফোনটা রেখে ও মুখ দিয়ে হাওয়া বার করে তৃপ্তির শব্দ করে। তারপর ট্রেলিভ্যানের দিকে ফিরে বলে, 'তোমার এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। সবকিছু পেয়ছ তো ?'

ট্রেলিভ্যান ক্লিপবোর্ডটা তুলে বলে, 'এখানে সমস্ত কাহিনী লেখা আছে।'

'হা এটা আমরা সবাই জানি। এখন আমি যা চাই তা হল তুমি হাল ধর। তোমার নির্দেশ মত ছোকরা যাতে প্লেনটাকে নামিয়ে আনতে পারে তাই কর। তোমায় তাকে নির্দেশ দিতে হবে অনেক। তাকে বোঝাতে হবে, তার প্লেন ঠিক রাস্তায় চলছে। তোময় তাকে নামবার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষা সম্পর্কে জানাতে হবে, তোমায় তার সাথে কথা বলতে হবে, এগিয়ে আসার ব্যাপারে এবং আমাকে সাহায্য কর। তোমায় তাকে বলতে হবে সোজা মাটিতে নেমে আসতে। তুমি পারবে কি ?'

ট্রেলিভ্যান, অচঞ্চলভাবে বলে, 'আমি অবিশ্বাস্য কিছু মেটাতে পারি না। তুমি জান সে লোকটা কেবল যুদ্ধের বিমান চালিয়েছে। একটা চার ইঞ্জিনওয়ালা যাত্রী বিমান, চালনা ও বিমান ক্ষেত্রে অবতরণ করান খুবই কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব বলা যায়।'

বুডরিক চিৎকার করে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি এটা জানি। আমি বার্নাডকে কি বললাম তুমি শুনেছ ? কিন্তু তোমার কি অন্য পরিকল্পনা মাথায় আসছে ?'

'না।' ট্রেলিভ্যান ধীরে ধীরে বলে। 'আমার অন্য কিছু ধারণা আসছে না। আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে ব্যাপারটার মধ্যে আপনারা প্রবেশ করছেন, তা সঠিকভাবে আপনাদের জানা আছে কিনা।'

'শোন।' বুডরিক ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে ওঠে। 'এক জাহাজ যাত্রী তার মধ্যে কেউ কেউ মরতে বসেছে, এর ভিতর পাইলটরাও আছে। বছরের সব থেকে বড় বিমান দুর্ঘটনা। আমরা এই সমস্যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি।'

'তোমার মেজাজ ঠিক রাখ।' ট্রেলিভ্যান শীতলভাবে বলে। চিৎকার করে লাভ নেই। এতে আমরা চোখে সর্ষের ফুল দেখব। ও ক্লিপবোর্ডের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে দেওয়াল ম্যাপে নিজেকে নিয়োজিত করে। সমস্ত ব্যাপারটা খুব কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। আমি চাই ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝুক।'

'ঠিক আছে মহাশয়। ক্যাপ্টেন, তুমি যে ঝুঁকির কথা বলছ তা সবই ঠিক। আমরা তোমার সাথে একমত।'

'আমরা কি করব। তাহলে ?' বুডরিক গোঁয়ারের মত বলে।

'বেশ কথা।' ট্রেলিভ্যানের শান্ত জবাব। আমরা তাহলে আরম্ভ করি।' ও রেডিও অপারেটরের (বেতার কর্মীর) কাছে গেল। তুমি কি ৭১৪-এর সাথে সোজাসুজি যোগাযোগ করতে পারছ ?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। খুব ভালভাবে গ্রহণ করছে। আমরা যে কোন সময় ওদের ডাকতে পারি।'

'ত হলে ডাক।'

অপারেটর ছেলেটি বেতার প্রেরণ যন্ত্রের সুইচ চালু করেছিল। ফ্লাইট ৭১৪ ভ্যাংকুবার বলছি। তুমি পড়তে পারছ ? ওভার।'

'হ্যাঁ ভ্যাংকুবার।' স্পেনসারের গলা ভেসে আসে মাইকের মধ্যে থেকে। 'আমি তোমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। এগিয়ে যাও।'

অপারেটর, মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ডটা ট্রেলিভ্যানকে দেয়।

'আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এখন সব কিছুই আপনার।'

'আমি কি ৭ ৪-এর সাথে কথা বলছি ? বলে যাও।'

ট্রেলিভ্যানের হাতে তখন মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ড। ওর তারটা মেঝের লুটোচ্ছে। ট্রেলিভ্যান ঘরের অন্য লোকগুলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ওর পা-জোড়া প্রসারিত, ও এক দৃষ্টিতে দেওয়াল ম্যাপের দিকে তাকিয়েছিল। ওর বরফ শীতল দৃষ্টি দূরে স্থির বদ্ধ হয়েছিল। যখন ও কথা বলছিল তখন স্থির ও অচঞ্চল ছিল এবং বাচনে স্বাভাবিক ও বিশ্বস্তা পূর্ণ।

'হ্যালো, ফ্লাইট ৭১৪, ভ্যাংকুবার বলছি। আমার নাম পল ট্রেলিভ্যান।

আমি ক্রস কানাডা এয়ার লাইনসের ক্যাপ্টেন। আমার এখনকার কাজ হ'লো, তোমায় উড়তে সাহায্য করা। আমাদের খুব একটা অসুবিধা নেই। আমি জর্জ স্পেনসারের সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক এবং তোমার বিমান ওড়াবার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটু জানতে ইচ্ছুক জর্জ।'

ওর পিছনে বুর্ডারিকের সরল মুখে বল্গাহীন নারভাস-জনিত কম্পন এবং এ কথনও হাপানির টান শোনা যেতে লাগল।

সাত

রাত ০৩'২৫—০৪'২০

উত্তেজিত স্পেনসারের এক ঝলক অনিচ্ছুক দৃষ্টি তার পাশে বসা মেয়েটির দিকে বিদ্ধ করে। মেয়েটার চোখ জোড়া ইনষ্ট্রুমেণ্ট প্যানেলের সবুজ আলোর আভার মধ্যে স্পেনসারের মুখের দিকে নিবদ্ধ। তার দৃষ্টি অন্যদিকে চলে গেল। সে একমনে বেতার বার্তা শুনতে থাকল।

ট্রেলিভ্যান বলছিল উদাহরণস্বরূপ তোমায় কতঘণ্টা বিমান চালনার অভিজ্ঞতা আছে? এখানকার সংবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তোমার এক-ইঞ্জিনওয়ালা যুদ্ধ বিমান চালনার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বহু ইঞ্জিনওয়ালা বিমান চালনার অভিজ্ঞতা কি তোমার আছে? তোমার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছুক স্পেনসার।' স্পেনসারের মুখটা তখন এমনই শুকনো যে সে প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ও গলাটা পরিষ্কার করল। 'হেলো ভ্যাংকুবার ৭১৪ বলছি। ক্যাপ্টেন তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে খুশি হলাম। কিন্তু একটা অনুরোধ, আমরা যেন পরস্পরকে বিরক্ত না করি। আমি মনে করি দুজনেই অবস্থাটা বুঝতে পারছি। আমার এখন পর্যন্ত যা অভিজ্ঞতা তা হ'ল এক ইঞ্জিন যুক্ত প্লেনের। স্পিটফায়ার এবং মাস্তাংস এই দুই দুটো বিমান চালিয়েছি—সর্বসাকুল্যে হাজার ঘণ্টা হবে। কিন্তু সেও তো তের বছর আগেকার ঘটনা। তারপর থেকে আমি কিছুই ছুঁইনি। তুমি কি ব্যাপারটা বুঝেছ? ওভার।'

'ওর জন্য কোন চিন্তা কোর না, জর্জ। এটা যেন বাই সাইকেল চালানো। তুমি কখনও ভুলবে না। তোমার ধরা থাকবে। তাই না?'

ভ্যাংকুবার কণ্ট্রোলে ট্রেলিভ্যান কথা বলার বোতামটা টিপে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মাইক্রোফোনের হাতলটা ওর ধরা আছে। কণ্ট্রোলারের পাঠানো স্লিপের দিকে তাকিয়ে পড়তে থাকে। কণ্ট্রোলার বলে, 'ওকে এই রাস্তায় নিয়ে আসার চেষ্টা কর। এয়ারফোর্স এক্ষুণি র‍্যাডার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছে।' ও থামে। ওর কথাটা কিছুটা প্যাঁচানো মনে হচ্ছে, তাই নয়?'

ট্রেলিভ্যান প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গভাবে বলে, 'ওকি নিজের মতো পরবে না ? আমাদের ওকে বিশ্বাস যোগাতে হবে। ওটা ছাড়া, কোন কিছু বাঁচানো যাবেনা। যাই ঘটুক না কেন, কিছুতেই ওর আত্মবিশ্বাস হারানো চলবে না। তুমি ওটা নামিয়ে রাখ। রাখবে কি ? কণ্ট্রোলারের সহকারিকে বলে, সে টেলিফোনে কথা বলছিল।

'যদি এই ছোকরা আমার কথা পরিষ্কারভাবে শুনতে না পায়, তাহলে ও তাড়াতাড়ি বিপদে পড়ে যাবে এবং তখন এ-ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার থাকবে না। পরক্ষণে বার্তা প্রেরকের দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে শোন নিশ্চিৎভাবে আকাশে ওদের সাথে যোগাযোগ হারানো চলবে না, তারপর ও আবার বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ যন্ত্রকে সংযোগ করে।

ও বলতে থাকে '৭১৪, ট্রেলিভ্যান বলছি। তুমি এখনও অটোপাইলটের জায়গায় বসে, তাই না ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে, 'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, তাই।'

'ভাল জর্জ'। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি অটোপাইলটকে অকেজো করে, নিজে পাইলটের দায়িত্বে বসবে এবং প্লেনের উপর কর্তৃত্বের স্বাদ পাবে। ওদের চালিয়ে তোমার কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে তুমি তখন তোমার পথটাকে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারবে। তুমি ওদের উপর হাত লাগানোর আগে খুব ভালভাবে শোন। যখন তুমি প্লেনকে আয়ত্তে এনে চালনা করতে যাবে তখন মনে হবে প্লেনটা যুদ্ধ বিমানের তুলনায় বেশ ভারী ও মন্থর। কিন্তু এতে নিজেকে বিড়ম্বিত মনে কর না। এটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমার অনেক প্লেন চালনার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ব্যাপারটাকে স্থির ও সুন্দরভাবে গ্রহণ কর। তুমি প্লেনের গতিবেগ সব সময় লক্ষ করে যাও এবং কিছুতেই গতিবেগ ১২০ নট-এর নিচে যাতে না নামে সেদিকে নজর রাখবে। সে সময় প্লেনের চাকা এবং পাখনা ঊর্দ্ধমুখি থাকবে। তা না হলে তুমি স্থির হয়ে যাবে। আমি ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করছি তোমার বোঝার সুবিধার জন্য। সব সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে নেবে। তোমার প্লেনের গতি যেন কিছুতে ১২০-এর নিচে না নামে। এখন আর একটা বিষয় আছে। তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে যে কিনা বেতার আদান প্রদানের ব্যাপারটা সামলাতে পারে এবং তোমাকে স্বাধীনভাবে প্লেন চালনার জন্য ছেড়ে দিতে পারে ?

'হ্যাঁ ভ্যাংকুবার এখানে বিমান সেবিকা আমার সাথে আছে। ও বেতারের ব্যাপারটা সামলাতে পারবে। জেনেথ এখন এ বিষয়ের সবটাই তোমার।'

'হ্যালো ভ্যাংকুবার বিমান সেবিকা জেনেথ বেনসন কথা বলবে। ওভার।'

ট্রেলিভ্যান বলে, 'কেন জেনেথ তুমি কেন ? আমি তোমার গলা কোথাও শুনেছি। এখন তুমি আমার কথা জর্জকে বলবে। তাই নয় কি ? বেশ এখন জেনেথ আমি চাই, তুমি গতিবেগের কাঁটার দিকে নজর রাখবে। মনে রাখবে, কোন এরোপ্লেন বায়ুতে ভাসে তার সামনের গতিবেগের জন্য। তুমি যতি গতিকে অনেক কমতে দাও

তাহলে প্লেনটা স্থির হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ু থেকে বেরিয়ে পড়বে। যে কোন সময় ASI রিডিং দেয় ১২০ নট। তুমি জর্জকে সমানে এটা জানিয়ে যাবে। তোমার কাছে পরিষ্কার জেনেথ?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, আমি বুঝেছি।'

'আবার জর্জের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে, তুমি জাহাজটাকে ধীরে স্বচ্ছন্দে চালাও। আমি চাই অটোপাইলটের চাবি খুলে নাও। কণ্ট্রোল কলমের উপর এটি চিহ্নিত করা আছে। এবার প্লেনকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এস। একে সোজা এবং লেভেলে নিয়ে এস জর্জ। এবার প্লেনের মধ্যেকার কৃত্রিম দিগন্তের দিকে লক্ষ কর। বায়ুর গতি এক রকম রাখ। দিক নির্দেশ কাঁটা যা কিনা ওপর নিচ করে জিরো চিহ্নিত জায়গায় থাকা দরকার। ঠিক আছে? এখন শুরু কর।'

স্পেনসার তার দক্ষিণ মধ্যমাটি অটোপাইলটের বোতাম চাপতে, ওটা খুলে গেল। তার মুখ দৃঢ়। হাত জোড়া প্রস্তুত হয়ে আছে যে কোন অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য। ও যেন ওর ইস্পাত কঠিন শরীর দেখে মনে হচ্ছে ও যেন এক অন্য মানুষ।

ও ধীরে ধীরে জেনেথকে বলে, 'তুমি ওকে বলে দাও, আমি এখন সুইচগুলো চালাচ্ছি।' জেনেথ বেতার মারফৎ ওর কথা জানিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্য স্পেনসারের হাতে ঢেউ খেলে যায়। তারপর ও সংকল্পিত মনে বোতামে চাপ দেয়। বিমান একটু দুলে ওঠে। কিন্তু ঐ প্রবনতাকে সংশোধন করে নেয়। প্লেনটি রবার বারের উপর রাখা স্পেনসারের পায়ে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছিল। কণ্ট্রোলের ওপর কাঁপুনিতে মনে হচ্ছিল তার শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

ও জেনেথকে বলে, 'ওকে জানিয়ে দাও ঠিক আছে।' তার নার্ভ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

ট্রেলিভ্যান জেনেথের অদ্ভুত মিষ্টি এবং শান্ত স্বর শুনতে পায়। ৭ ৪ বলছি আমরা সোজা এবং লেভেলে চলেছি।'

'জর্জ, সত্যি ভাল কাজ করছ। এবার যেই বুঝবে প্লেন তোমার আওত্বে এসে গেছে সম্পূর্ণ তখন তুমি ছোট ছোট কয়েকটা বাঁক নেওয়ার চেষ্টা কর। তবে বাঁক যেন দুই থেকে তিন ডিগ্রির বেশী না হয়। তুমি কি বাঁক নেওয়ার নির্দেশ কাটা দেখতে পাচ্ছ? এটা একটা ডানদিকে একেবারে তোমার চোখের সামনে প্যানেল লাইটের আবরণের ঠিক পাশে। 'ওভার'। ট্রেলিভ্যান চোখ বন্ধ করে ককপিটের নক্সাটা স্মৃতিতে আনবার চেষ্টা করতে থাকে। ও চোখে মেলে বেতার প্রেরককে বলে, 'দেখ, বিমানের এই মানুষটার সঙ্গে আমার এখন অনেক কাজ। কিভাবে আরম্ভ করতে হবে এবং প্লেনটাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা পরিকল্পনার দরকার। এটা সময় সাপেক্ষ। তুমি প্লেনের

দিক নির্ণয়কারি যন্ত্রের (Radar) প্রধান পরিচালককে ধর। আমি ওর সাথে কথা বলব। বুঝতে পেরেছ?'

নিশব্দভাবে স্পেনসার বাঁ পা ছড়িয়ে দেয় এবং কন্ট্রোল কলামের উপর থেকে দখল হালকা করে দেয়। এই সময় মনে হ'ল যখন বিমানটি তার স্পর্শে সাড়া দিল। সে দেখল দিগন্ত নির্দেশকটি একটু কাত হ'ল। খুশি হয়ে সে অন্য দিকে চেষ্টা করল। কিন্তু এখন প্লেনের চলনটা বিপদের সংকেত দিল। সে ASI-এর দিকে তাকায় এবং চমকে ওঠে যখন দেখে প্লেনের গতি ১৮০তে গিয়ে ঠেকেছে। তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল কলামকে সহজভাবে সামনের দিকে নিয়ে যায়। তারপর ও দীর্ঘশ্বাস নেয় আবার যখন দেখে প্লেনের গতি ধীরে ধীরে বেড়ে ২১০-এ পৌঁছিয়েছে।

ও পরিষ্কার বুঝতে পারে কন্ট্রোলকে খুবই যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে যতক্ষণ না ও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে। ও আবার একটা ছোট বাঁক নেবার জন্য পথ নির্দেশক যন্ত্রে মোচড় দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধী ওজন যন্ত্রে চাপ দেয় প্লেনকে স্থিত অবস্থার মধ্যে রাখবার জন্যে ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারে জাহাজ কথা বলছে।

পরে ও বিমানকে ওপরে দিকে সোজাসুজি চালনা করে যাতে করে মোটামুটি জাহাজকে পূর্বাবস্থার রাখা যায়।

জেনেথ, মুহূর্তের জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে চোখ তুলে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করে, 'এটা কি রকম?'

খুব একটা সাফল্য না পেয়ে স্পেনসার কাষ্ঠহাসি হাসবার চেষ্টা করে। ওর অতীতের চিন্তার ঢেউ খেলে যায়। এখনকার অবস্থা অতীত দিনগুলিতে যখন 'লিংক ট্রেনার' শিক্ষণ নিতে হচ্ছিল। এরকমই পরিস্থিতিতে ও আর ইন্সট্রাক্টর, কিছু দূরে এই রকম ঘরেই থাকতে হ'ত আকাশে চলন্ত প্লেনের মধ্যে। তফাৎ, যেটা ছিল তা হ'ল এখনকার মত ৬০টি জীবনকে মৃত্যুর ভয়াবহ শঙ্কার মধ্যে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হ'ত না।

ও বলে ওঠে জেনেথকে. 'ক্যাপ্টেনকে বলে দাও আমি ম্যানুয়াল (বিমান চালনা সংক্রান্ত নির্দেশিত বই) অনুযায়ী ছোট ছোট বাঁক নিচ্ছি, আবার নিজের রাস্তায় প্রত্যেকবারই ফিরে আসছি।'

জেনেথ, ঐ বার্তা পাঠায়।

নিচ থেকে ট্রেলিভ্যানের গলা ভেসে আসে। 'আমার আগেই তোমাকে এই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিল। তোমার ওখানে আবহাওয়া কি ধরনের?'

জেনেথ বলে, 'আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানকার আবহাওয়া পরিষ্কার। তবে, আমাদের নিচে নিশ্চয় নয়।'

ট্রেলিভ্যান, আনন্দে বলে ওঠে, 'আ-হা। তোমরা আমায় সমানে জানিয়ে যাও। এখন জর্জ শোন, তোমায় একটু চাপের মধ্যে থাকতে হতে পারে। যে কোন সময়

ছোটখাট ঝড়ের সঙ্গে মেঘ-স্তরের মুখোমুখি হতে পারে তোমার। যদি সে রকম ঘটে, তাহলে আমি তোমায় বলব প্রস্তুত থাকতে। জেনেথ কেমন কাজ করছে?'

স্পেনসার জেনেথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওকে বল, মন্থর মেঘের জটলা, অনেকটা ভিজে স্পঞ্জের মত।' ও দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে।

'হ্যালো ভ্যাংকুবার, ভিজে স্পঞ্জের মত মন্থর মেঘের স্তর।' জেনেথ স্পেনসারের কথা পুনরাবৃত্তি করে।

কিছুক্ষণের জন্য, ভ্যাংকুবারের রেডিয়ো কেন্দ্রের চারপাশে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে। 'ঐটাই স্বাভাবিক অনুভূতি জর্জ।' ট্রেলিভ্যান বলে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমার এরকম লাগছে কারণ তুমি ছোট প্লেন চালাতে। তোমাকে এর থেকে খারাপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যখন তুমি ঐ মেঘের স্তরের মধ্য দিয়ে যাবে। কিন্তু অল্প সময়েই তুমি ঐ ধরনের পরিস্থিতিকে রপ্ত করার কৌশল শিখে যাবে।'

বার্তা প্রেরক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বলে, 'র‍্যাডারের প্রধান কথা বলবেন।'

'তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি যখন ফাঁক পাব, ওঁর সাথে কথা বলব।' ট্রেলিভ্যান বলে।

'ঠিক আছে।'

ট্রেলিভ্যান আবার বলতে থাকে, 'হ্যালো জর্জ', কন্ট্রোল যন্ত্রগুলোকে মারাত্মক ভাবে নাড়াচড়া করতে যেও না, যেমন তুমি তোমার যুদ্ধ বিমানগুলোকে করতে। তুমি যদি কন্ট্রোলকে মারাত্মক নাড়াচাড়া কর তাহলে, অতিরিক্ত সংশোধন করা হয়ে যাবে এবং তাতে তুমি বিপদে পড়ে যেতে পার। ব্যাপারটা কি আমি বোঝাতে পারলাম। ওভার।'

'হ্যাঁ ভ্যাংকুবার, ব্যাপারটা বোঝা গেছে। ওভার।'

'এখন জর্জ আমি চাই তুমি বিমানের গতি আগে পরে করবার বিষয়টা শেখবার চেষ্টা কর এবং ব্যাপারটার উপর কর্তৃত্ব কর।'

জিনিসটাকে শিখতে গেলে, তোমায় ভ্যালবের সেটিংকে এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে করে গতি ১৬০এ নেমে যায়, প্লেন তখন সোজা এবং সমতলে নেমে যাবে। কিন্তু বায়ুর গতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর। একে ১২0 এর উপর রাখ। কন্ট্রোল যন্ত্রের মুল বেদির ডানদিক সুবিন্যস্ত উত্তোলক যন্ত্র এবং মেঝের কাছাকাছি, বাষ্পরোধি ভালভের নিচে সুবিন্যস্ত 'এলরন'। পেয়েছ কি সবগুলো, 'আমি যেমন যেমন বললাম?'

স্পেনসার এক হাত দিয়ে ট্রেলিভ্যান নির্দেশিত জায়গাগুলোকে মিলিয়ে নেয়। অপর হাত এবং প্রসারিত পা দিয়ে ও বিমান ঠিক ঠিক চালনা করে। ও জেনেথকে বলে, 'ঠিক আছে। ক্যাপ্টেনকে বলে দাও, আমি গতি কমাচ্ছি।'

'ঠিক আছে ভ্যাংকুবার, তোমার কথামত আমরা করছি।'

সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গতি পড়তে থাকে। ১৬০ গতিতে, জর্জ 'ট্রিম ট্যাব'কে (সুবিনাস্ত পাখাকে হাওয়ার সাথে এ্যাডজাষ্ট করে) এবং জেনেথকে বুড়ো আঙুল দেখায়।

'৭১৪ বলছি ভ্যাংকুবার। কাঁটাতে এখন গতি ১৬০।'

ট্রেলিভ্যান তখন তার জ্যাকেট খুলতে ব্যস্ত। কাজটা হয়ে গেলে, ও বলে, 'ঠিক আছে জর্জ। এবার একটু ওঠানামা কর। কণ্ট্রোল কলামকে এমন যত্নের সাথে ব্যবহার কর যেন এটা ডিমে ভর্তি। প্রত্যেকবার গতি লক্ষ্য কর। গতি ১৬০-এ রাখ। তোমার মনে এমন একটা অনুভূতি আসা উচিৎ যেন তুমি একলা যাচ্ছ।' 'ওভার।' ও মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখে।

'র‍্যাডার সংস্থার প্রধান কোথায়?'

'এখানে।'

ট্রেলিভ্যান প্রশ্ন করে, 'আপনার র‍্যাডার যন্ত্রে কতদূর পর্যন্ত এই বিমানটি দেখা যেতে পারে?'

'ষাট মাইল মত হবে, ক্যাপ্টেন।'

'ন, ওটা এখন কাজে লাগবে না।'

ঠিক আছে। এরপর কিছুটা বুড়রিকের উদ্দেশ্যে আবার কিছুটা নিজের উদ্দেশ্যে ও বলে, 'তুমি সব কিছুই এক্ষুণি পাবে না।'

'আমি মনে করছি ও এখনও মোটামুটি পশ্চিম দিকে চলেছে। পরের বারে আমরা ওর প্লেনের গতির দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করব।'

'হ্যাঁ।' বুডরিক বলে। ও একটা সিগারেট ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়ায়। 'কিন্তু ট্রেলিভ্যান নেয় না।

দেয়াল ম্যাপের দিকে তাকিয়ে ট্রেলিভ্যান বলে, 'ওর গতি যদি একই দিকে হয়, তবে সে বেশিক্ষণ রাখতে পারবে না' 'নিশ্চয়ই।'

'আর আমাদের র‍্যাডারের আওতার মধ্যে এসে গেলে ওকে ওপরের দিকে সোজা করে দিতে পারব।'

এয়ারফোর্সের পরীক্ষাটা আমাদের পক্ষে সাহায্যের কারণ হয়েছে।

'ও রুট ধরে আসতে পারে না?' বুডরিক প্রশ্ন করে।

'এক্ষুণি ওর যা অবস্থা তাতে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। আমি যদি তাকে ট্র্যাকে আনার চেষ্টা করি, তাহলে ও রেডিওর চারপাশের অবস্থা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে, ঘনঘন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করতে হবে এবং আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমি শীগ্রই একটা চেষ্টা করব হ্যারি, যাতে ও কয়েকমাইল রুটের বাইরে বিমানকে নিয়ে যায়।'

'হ্যাঁ মনে হচ্ছে কাজটা দরকার।'

বুডরিক মন্তব্য করে। 'এবার আমরা ওকে কিভাবে চালাব দেখতে হবে।'

ট্রেলিভ্যান বলে। ও র‍্যাডার প্রধানের দিকে ফিরে বলে, 'আমি ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাব। ওর এখন আমাকে দরকার।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'যখনই তোমাদের স্ক্রিনে তাকে দেখতে পাবে আমায় খবরটা জানালে আমি সেটাকে পাঠিয়ে দিতে পারব। তুমি কি আমার ও র‍্যাডার রুমের ভিতর একটা দূরদর্শনের ব্যবস্থা করতে পার ?'

বার্তা প্রেরক বলে, 'আবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

র‍্যাডার প্রধান বলেন, 'সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন ?'

ট্রেলিভ্যানের উত্তর। 'ও ব্যাপারও একই রকমভাবে সমাধান করব। আমরা এবার সোজাসুজি ওকে পাচ্ছি। আর ও বিমানকে নির্দিষ্ট রুটে চালাচ্ছে। আমরা টাওয়ারের দিকে যাব। তুমি ওখানে জানিয়ে দাও। আমরা রানওয়ের উপর দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নেব এবং রানওয়েতে বিমানের অগ্রগমন সম্পর্কে পরিকল্পনা করব।' ট্রেলিভ্যান বলে।

'হ্যাঁ স্যার।'

ট্রেলিভ্যান মাইক্রোফোন তুলে নেয়। কিন্তু ও অপেক্ষা করতে থাকে। ওর দৃষ্টি তখন কণ্ট্রোলারের উপর নিবদ্ধ। তিনি টেলিফোন ক্র্যাডেলের উপর থেকে টেলিফোন সরিয়ে রাখছিলেন কণ্ট্রোলার ট্রেলিভ্যানকে বলে, 'ডাক্তার ডেভিডসন নিচের তলায় অপেক্ষা করছেন।'

'ডাক্তার কি বলতে চায় ?'

'আমি যে সংবাদ পেয়েছি. ডাক্তার ডেভিডসন প্লেনের ডাক্তারের রোগ নির্ণয় ঠিকই হয়েছে। মনে হচ্ছে, প্রথমেই ও অবাক হচ্ছে একথা ভেবে সে অসুখটার নাম বোটোনিজম।' 'অসুখটা কি ?' 'আপাত দৃষ্টিতে এক মারাত্মক ধরণের খাদ্যে বিষক্রিয়া জনিতঅ সুখ। আমরা কি ডাক্তার ডেভিডসনকে এখানে ডাকব এবং বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবই না মিঃ গ্রিমসেল, এখন অনেক বেশী দরকার এই প্লেনকে চালু রাখা।'

'ডাক্তারি সাহায্য লাগবে কিনা সেটা ওদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি চাইনা এক্ষুনি স্পেনসারকে যে দায়িত্ব দেওয়া আছে সে ব্যাপারে ওর মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। তাহলে আমার সাহায্য কোন কাজে লাগবে না। আমার মনে হয় ডেভিডসনকে প্রস্তুত থাকা উচিৎ, যখন প্রয়োজন হবে ওকে যেন পাওয়া যাবে। ট্রেলিভ্যান এবার মাইক্রোফোনে মুখ লাগায়। 'হ্যালো জর্জ স্পেনসার কণ্ট্রোলের মধ্যে যে ছোট লাঠিটা আছে তার কথা ভুলে যেও না। এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিও। তুমি ব্যাপারটা বুঝেছ ?'

খানিকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর আকাশ থেকে ভেসে আসে, 'ভ্যাঙ্কুবার বুঝতে পেরেছে।'

স্পেনসারের মনে হচ্ছিল যেন ট্রেলিভ্যান তার চিন্তাগুলোকে পড়ে ফেলেছে। ও ধীরে ধীরে কলামকে সামনে এবং পিছনে করতে থাকে কিন্তু বিমানে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এখন ও আবার চেষ্টা করে. দণ্ডকে ছেড়ে দেয় এবং ওর থেকে দূরে যেতে দেয় প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। প্লেনের নাক ডুব মারছে। কিন্তু তারপর এমন হঠাৎ হ'ল যে ও ঘটনার আকস্মিকতায় অবশ হয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য প্লেন. হু হু করে নিচের দিকে নামতে থাকে। জেনেথ দাঁত দিয়ে ঠোঁটকে কামড়ে ধরে। নিজেকে সংবরণ করবার জন্য। গতিমাপক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরতে থাকে, ১৮০—১৯০. ২০০—২২০। সমস্ত ওজন দিয়ে ও কলামকে চেপে ধরে। স্পেনসার, যুদ্ধ করতে থাকে বিমানকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে। ওর সামনে যন্ত্রপাতির প্যানেল বোর্ড'টা মনে হচ্ছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্যানেলের কাঁচের আবরণের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওঠা-নামা করার কাঁটা তলায় মাঝে মাঝে কাঁপছে। কৃত্রিম দিগন্তের ছবিতে প্লেনের ছোট ছবিটা দেখা যাচ্ছে। ওর বাঁ দিকের পাখাটা নিম্নগামী মনে হচ্ছে এবং তাতে দৃশ্যটা ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। উচ্চতা মাপার যন্ত্রের সামনে দেখা যাচ্ছে ১০০ ফুট চিহ্নিত হাতটি বোঁ বাঁ শব্দে পিছনে হটছে। ১০০০ ফুটের চিহ্নিত ঝাপটা অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত পিছনে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে সাংঘাতিক জোর কিন্তু, একেবারে নিচে দশ হাজার ফুট কাঁটাটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে; জড়িয়ে গেছে।

স্পেনসার, চালনা করতে করতে বলে "এই শামুকটা ওঠ, ওঠ।' অবশেষে ওর ডাকটা সাড়া দিল। ও লক্ষ্য করতে থাকে তিনটে উচ্চতা মাপক কাঁটা ধীরে ধীরে গোঁ গোঁ করতে করতে জাগছে এবং উচ্চতা বাড়াচ্ছে তাও যন্ত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। 'থ্যাক হয়েছে।' ও মুক্তির শ্বাস ছাড়ে এবং জেনেথকে বলে। কিন্তু ও ভুলে গিয়েছিল যে ওর এখনকার কাজটায় অতিরিক্ত সংশোধন হয়ে যাচ্ছিল। জেনেথ চিৎকার করে ওঠে, 'শিগগির দেখ, গতিটা লক্ষ কর।'

'স্পেনসারের চোখ যন্ত্রের ডায়ালে পড়ে গতি দ্রুত পড়ে যাচ্ছে, ১৬০—১৫০ —১৪০। ও ধরে ফেলল গণ্ডগোলটাকে। একটা শ্বাস ছেড়ে বিমানটা আবার একটা সমতায় নিয়ে এল। তাহলে সোজাসুজি লাইনে আনা গেল।

স্পেনসার বলে, 'দেখ ব্যাপারটা সত্যিই বাজে।' জেনেথ তখনও গতি পরীক্ষা করছে। ও AIS (গতি মাপক কাঁটা) দেখল ১৬০। এখন ঠিক আছে।

ওদের পিছনে, পাইলটের দরজা খুলে ডঃ বেয়ার্ড ঢুকলেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন। 'কি গণ্ডগোল হ'ল ?'

স্পেনসার। প্যানেল থেকে মুখ না তুলে চেঁচিয়ে বলে, 'দুঃখিত ডাক্তার। আমি প্লেনের নার্ভ বোঝার চেষ্টা করছি।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটাকে যতটা পার স্বাভাবিক ভাবে নিতে চেষ্টা কর। পারবে তো ? এদিকে পিছনে যাত্রী কামরায় সবকিছু যথেষ্ট খারাপ। তোমরা কেমন চালাচ্ছ ?'

স্পেনসার বলল, 'সুন্দর, সুন্দর ডাক্তার।' দরজা বন্ধ হতে না হতে মাইকে ট্রেলিভ্যানের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যালো জর্জ স্পেনসার, সবকিছু ঠিক আছে তো?'

'ওভার।'

জেনেথ বলে, 'ভ্যাঙ্কুবার, সব ঠিকঠাক চলছে।'

'ভাল, জর্জ এখন তোমার প্লেনের গতি কত?'

স্পেনসার নিচু হয়ে দেখে নিল। ও জেনেথকে বলল, 'ওকে জানিয়ে দাও ম্যাগনেটিক কমপাস (দিক নির্ণয় চুম্বক) থেকে দেখা যাচ্ছে প্লেন এখন ২৯০ এ চলছে এবং আমি ঐ গতিতে ভালভাবে স্থির রেখেছি।' জেনেথ, নিচে রিলে করল। 'খুব ভাল জর্জ'। তুমি চেষ্টা কর ওতেই থাকতে। একটু হয়ত বাইরে চলে যেতে পার, কিন্তু আমি বলে দেব কখন সংশোধন করতে হবে।'

'এখন আমি যেটা বলতে চাই তা হ'ল অল্প গতিতে তুমি প্লেনকে কিভাবে আয়ত্তে রাখবে। সে সময় পাখা এবং প্লেনের চাকা নিচের দিকে থাকে। কিন্তু আমি যতক্ষণ না তোমার ঐ ব্যাপারে কোন কিছু বলি তুমি কিছু করতে যেও না। আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। 'ওভার।'

জেনেথ স্পেনসারের মন্তব্য শুনে আবার বলে, 'ক্যাপ্টেন, বলে যাও।'

'হ্যালো ৭১৪, প্রথমেই তুমি ভালভ কন্ট্রোল করে গতিকে একটু কমাও কিন্তু নজর রাখতে কমবে, বেশী যাতে না হয়। তোমার বাষ্পীয় গতি যেন ১৬০ এ স্থির হয়ে থাকে। প্লেনকে লেভেলে নিয়ে আনার জন্য যন্ত্রকে সুবিন্যস্ত করে নাও। এবার বল তুমি কখন কাজটা করার জন্য প্রস্তুত। 'ওভার।'

স্পেনসার সোজা হয়ে বসে এবং মাইকে বলতে থাকে, 'প্লেনের গতি দিকে নজর রাখ। জেনেথ, আমরা যখন ভূমি স্পর্শ করতে থাকব তখন তোমায় ঐগুলো ঠিক ঠিক বলে যেতে হবে। সে কারণে তুমি এখন অভ্যাস করা শুরু কর।'

জেনেথ বলে যায়, 'তখন ১৯০। আবার ২০০—১৯০ এবং ১৬০ সে বলছে ১৬০ মিঃ স্পেনসার।'

'আমি জানি, আমি, আমি ভালভকে একটু নিচে নামিয়ে আনছি।'

ও বাষ্পীয় ভালভগুলির দিকে হাত বাড়ায়, সহজে সেগুলোকে কমিয়ে আনে। 'এটা কি জেনেথ? এখন স্পিড কত?'

'১৯০, ১৮০, ১৭৫, ১৭০, ১৬১, ১৫৫, ১৫০—খুবই কম।'

'আমি জানি। লক্ষ্য রাখ, লক্ষ্য রাখ!' ও যন্ত্রের সঙ্গে ভালবের লিভারে হাত রাখে।

সেগুলোকে প্রায় নিশ্চিন্তভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় আনার চেষ্টা করে যাতে ওর ঈপ্সীত স্পিড পাওয়া যায়। জেনেথের চোখ, ডায়ালের কাঁটার অস্থির চলাফেরার দিকে স্থির নিশ্চলভাবে আটকে ছিল।

'নিডল বলছে, ১৪০, ১৫০, ১৫৫, ১৬০—এবং একশ ষাটে স্থির হয়ে গেল।' স্পেনসার তার গালের ঘাম মুছে মুখে একটা স্বস্তির আওয়াজ করে বলে ওঠে, 'অবশেষ পাওয়া গেল। জেনেথ, ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দাও।'

'হ্যালো, ভ্যাংকুবার আমাদের প্লেনের গতি এখন ১৬০ স্থির হয়ে আছে। ওভার।'

ট্রেলিভান অস্থিরভাবে কথা বলছিল। ওর কথায় মনে হচ্ছিল, যেন আগেই এই খবরটা আশা করছিল।

'ঠিক আছে ৭১৪। এখন জর্জ, আমি চাইছি তুমি প্লেনের পাখাকে ১৫° ডিগ্রিতে রাখ, কিন্তু ওর বেশী যাতে না হয় দেখ। পাখার লিভারটা কণ্ট্রোল পাদানির ভূমিতে আছে। এবং পরিষ্কার করে চিহ্নিত। ০৫° ডিগ্রি, কথার অর্থ লিভারকে দ্বিতীয় খাঁজে (Second Notch) রাখতে হবে। প্রধান প্যানেলের কেন্দ্রে পাখা-নির্দেশ কাঁটা। তুমি, দুটোকেই খুঁজে পেয়েছ? ওদের দেখতে পাচ্ছে কি; 'ওভার।'

স্পেনসার লিভারকে খুঁজবার করে বলে 'তুমি জানিয়ে দাও।' 'জেনেথকে বলে, কিন্তু কাজটা তুমি করলে ভাল। ঠিক আছে।'

জেনেথ ভ্যাংকুবারে জানিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ওর হাত লিভারের উপর। 'হ্যালো ৭১৪, আমি তোমায় বললাম তুমি লিভারকে নামিয়ে যাবে। আর ডায়ালের কাঁটার দিকে নজর রাখবে। যখন কাঁটা ১৫ ডিগ্রিতে যাবে তখন লিভারকে উপরের দিকে তোল এবং ওকে দ্বিতীয় নচে (খাঁজে) ছেড়ে দাও। তোমায় লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। পাখাগুলো তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসবে। সবটা বোঝা গেছে?'

'আমরা প্রস্তুত ভ্যাংকুবার।' জেনেথ বলে।

'ঠিক আছে। তবে এগিয়ে যাও।'

'ও লিভারে চাপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। তখনই ও মাথাটা ধাক্কায় ওপরের দিকে উঠে যায়।'

ওর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্লেনের গতি ১২৫ এ নেমে এসেছে।

স্পেনসারের বিস্ফারিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গতি নির্দেশক যন্ত্রের উপর। ও কণ্ট্রোল কলামকে আগুপিছু চিন্তা না করে সামনের দিকে ঠেলে। পরক্ষণেই প্রায় গর্জন করে বলে, 'এটাকে সরিয়ে নাও শিগগির সরিয়ে নাও।'

প্লেনের ধাক্কায় ওদের পাকস্থলী যেন ঠেলে মুখে উঠে এলো। জেনেথ, প্যানেলে সামনে ভয়ে হাটুগেড়ে বসে এবং ভীতভাবে স্পিড কাঁটায় নির্দেশিত ফিগার গুলো পড়ে যায়। ১০৫, ১৪০, ১৫০, ১৬০, ১৭০, ১৭৫...।' ও প্রশ্ন করে, তুমি ১৬০ এ ফিরে যেতে পার না?'

'আমি চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি।' ও প্লেনকে লেভেলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়

এবং কন্ট্রোলকে চালনা করে যতক্ষণ না, ASI-তে নির্দিষ্ট রিডিং দেখা দেয়। ও রুমাল বার করতে পারছিল না। কলামের উপর থেকে হাত সরাতে পারছেনা। সেজন্য উল্টো হাত কপালের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করতে হ'ল। ঐ তো স্পিডের কাঁটার রিডিং ১৬০ বলছে। তাই নয় ?'

'হ্যাঁ, ভাল হয়েছে।'

'কাছাকাছি এসেছে।' ও নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। 'দেখ আমরা একটু বিশ্রাম করি। কি বল ?' ও অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি আনতে পেরেছে। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি কি জাতের পাইলট। আমার জানা থাকা উচিৎ ছিল ঐ ধরণের ঘটনা ঘটবে।'

জেনেথ তার বুকের ধড়ফড়ানিকে স্থির করার জন্য এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে, 'না, এটা আমার কাজ ছিল প্লেনের গতির দিকে লক্ষ্য রাখা।' ওর গলার স্বর কিছুটা ভিজে। বলে, 'আমি মনে করি তোমার কাজ আশ্চর্য রকম ভাল।' এতে স্পেনসারের বাহ্যিক অবস্থার খুব একটা প্রতিক্রিয়া হ'ল না। ও তাড়াতাড়ি এবং অতিরিক্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তুমি বলতে পারবে না, তোমায় আমি সাবধান করিনি। 'ঠিক আছে জেনেথ, চল কাজে লেগে পড়ি।'

'হ্যালো জর্জ তুমি কি প্লেনের পাখা এখনও নিচের দিকে বার করে রেখেছে ?' জেনেথ বলে, 'আমরা, সবে ওগুলো নিচের দিকে বার করছিলাম ক্যাপ্টেন।'

'ধরে থাক। আমার তোমাদের বলা হয়নি যে পাখনা নিচের নামিয়ে দিলে, গতি কমে যাবে। গতিকে ১৪০ এ নিয়ে এস। 'ওভার।'

'ভাল। আমি তাই করছি।' স্পেনসার তাড়াতাড়ি বলে ফেলে। এটা ওর সবিবেচক শক্তিশালি দিক। সমস্ত বিষয়টিকে কেমন সুন্দর ভাবে ভাগ ভাগ করে বুঝিয়ে দিল।'

'নিচের ছবিটা যেন সবাই জ্বরাক্রান্ত' 'জেনেথ বলে। এয়ারপোর্টের এখনকার চিত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কে ওর একটা ভাল ধারণা আছে।'

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন,' ও বলতে থাকে। 'আমরা এখন আরম্ভ করছি। ওভার।' স্পেনসারের সম্মতি পেয়ে সে লিভারকে নিচের দিকে যতটা ঠেলা যায় ও ঠেলে। স্পেনসার তখন সাবধানভাবে কাঁটার দিকে লক্ষ রাখে।

'ঠিক আছে। এখন ওকে দ্বিতীয় নচে (খাঁজে) রাখ।'

যথাসাধ্য সাবধানতার সাথে ও স্পিড লিভারকে চালায় যতক্ষণ না ASI তে কাঁটা দেখা যায় ১৪০ এর ঘরে এসে স্থির হয়েছে।

'হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার, আমাদের ডানা ১৫° ডিগ্রিতে নামানো আছে। এছাড়া প্লেনের গতি ১৪০।'

'৭১৪, তুমি কি এখনও প্লেনকে লেভেলে চালাচ্ছ ?'

স্পেনসার জেনেথের দিকে সম্মতির ইঙ্গিত করে বলে, 'ওকে জানিও দাও, হ্যাঁ, আমি কমবেশী করছি।'

'হ্যালো ভ্যাংকুবার কম বেশী।'

ট্রেলিভ্যানের গলা ভেসে আসে।

'ঠিক আছে ৭১৪। এখন পরবর্তী কাজ হচ্ছে চাকাগুলোকে নিচের দিকে নামাতে হবে। এর পরেই প্লেন মাটিতে পদার্পণ করার সময় কি রকম হয় তার অনুভূতি পাবে। চেষ্টা কর প্লেনের উচ্চতা একই রকম রাখতে এবং গতি ১৪০-এ স্থির রাখতে। তুমি এবার প্রস্তুত হলে এবং সঠিকভাবে দেখে নাও তুমি প্রস্তুত কিনা। নামার গিয়ার চালাও এবং গতিকে ১২০তে নিয়ে এস। তোমায় সম্ভবত লিভার চালিয়ে ভালভকে আগে নিয়ে যেতে হবে এবং পূর্বোক্ত গতিতে প্লেনকে নিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেছে? যদি কোন ব্যাপারে তোমার সন্দেহ থাকে আমায় বল। ওভার।'

স্পেনসার জেনেথকে বলে, 'ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস কর প্রপেলার (চালক যন্ত্র) এবং তেলের মিকশ্চার কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং তার পদ্ধতি বা কি?'

জেনেথের প্রশ্নে ট্রেলিভ্যান বুর্ডিরককে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে, 'ছোকরার চিন্তা ভালই।' ও এবার মাইক্রোফোনে বলে, 'এখনকার মত ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

'চাকা এবং পাখা নিচের দিকে নামালে যাতে প্লেনের গতি একই রকম থাকে তার জন্য মন সংযোগ কর। পরে নামার জন্য, তোমায় ককপিট পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলব, ওভার।

স্পেনসার জেনেথকে বলে, 'ওকে বল আমরা বুঝেছি। আমরা চাকাগুলো এখন নামাচ্ছি। ও শঙ্কিতভাবে বাছাই করা লিভারে তাকায়। ওটি ওর পায়ের পাশে রয়েছে। মনে হচ্ছে দু হাতই কলামের উপর রাখা ভাল চিন্তা।'

'দেখ জেনেথ, তুমি নিচের লিভারটি চালাও এবং এয়ার স্পিড কমিয়ে দেবে যখন চাকাগুলো নামানো হবে।'

জেনেথ স্পেনসারের কথা মত করে। প্লেনে এর প্রতিক্রিয়া এত জোরালো হ'ল যে মনে হ'ল যেন জোরে ব্রেক করা হয়েছে। ওদের সিটেতেই ধাক্কা খেতে হয়।

১৩০, ১২৫, ১২০, ১১৫ কম গতি হয়েছে।

'বলা থামিও না।'

১১৫, ১২০, ১২০—এবং ১২০-তেই স্থির হ'ল।

স্পেনসার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমি এখনও ওটা পাচ্ছি। ও যেন রাণী ম্যারি।'

ট্রেলিভ্যানের গলা ভেসে আসে। ওর মধ্যে কিছুটা উদ্বিগ্ন ভাব, 'সবকিছু ঠিক আছে জর্জ? তোমার চাকাগুলো এখন নামানো উচিৎ।'

'ভ্যাংকুবার চাকা নামানো হয়েছে।'

ট্রেলিভ্যানের গলা, 'তিনটে সবুজ আলো দেখতে পাবে যেগুলো লক করা আছে। কেন্দ্রীয় প্যানেলের একেবারে বাঁ দিকে প্রেসার মাপক যন্ত্র আছে এবং কাঁটাটা আছে সবুজ চিহ্নিত এলাকায়। পরীক্ষা করে নাও।'

স্পেনসার জিজ্ঞেস করে 'ওগুলো কি চালু আছে?' জেনেথ দেখে এবং ঘাড় নাড়ে।

তাহলে ক্যাপ্টেনকে বল।'

'হ্যা ভ্যাংকুবার্, সব ঠিক আছে।' জেনেথ জানায় ক্যাপ্টেনকে।

স্পেনসার বলে, 'এবং বল এখনও ভালভাবে চলছে। মনে হচ্ছে ভিজে স্পঞ্জ বা তার থেকেও বেশী।

'হ্যালো ভ্যাংকুবার, পাইলট বলছে সে প্লেনকে স্পঞ্জের মত ব্যবহার করতে পারছে তার থেকেও ভাল।'

'কিছু ভেবনা ও-ব্যাপারে। এখন আমরা ডানাকে পুরো খোলবার ব্যবস্থা করব। ঠিক এই সময়েই তুমি প্লেন অবতরণের রোমাঞ্চকর মুহূর্ত অনুভব করতে পারবে। এখন আমার কথা ঠিকমত শোন। ডানাটা পুরো মেলে ধরো। বিমানের গতি ১১০ নটে নিয়ে এস এবং সুবিন্যস্তভাবে একই জায়গায় রাখ। বাষ্পীয় ভালবকে ঠিকমত এ্যাডজাস্ট কর উচ্চতা ঠিক রাখবার জন্য। তারপর তোমায় বলব কিভাবে তোমার উচ্চতা এবং গতি ঠিক রাখবে যখন মাটিতে নামার গিয়ার ব্যবহার করবে এবং ডানা মেলার যন্ত্র চালাবে। ওভার।'

জেনেথ নার্ভাস হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'প্লেনের কি গতি ১১০এ নিয়ে যাবার জন্য বলল ক্যাপ্টেন?'

'১১০ ঠিক আছে জেনেথ। আমার কথা ঠিকমত অনুসরণ কর। তোমার কোন কিছুই চিন্তা করতে হবে না। জর্জ, তোমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার?'

'ওকে বলে দাও 'হ্যাঁ'। আমরা ডানাকে পুরোপুরি নামিয়ে দিচ্ছি এখন।'

আর একবার জেনেথের হাত ডানার লিভারে জোরে চাপ দিল। প্লেনের গতিও পড়তে আরম্ভ করে।

স্পেনসারের স্বর দৃঢ়। ওর তখন চেষ্টা চলছে নিজের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে। 'ঠিক আছে জেনেথ। ওকে জানতে দাও। সত্যি ভগবান। প্লেনটার ওজন একটন হবে। 'হ্যালো ভ্যাংকুবার। ডানাক সম্পূর্ণ মেলে দেওয়া হয়েছে। এবং গতি নির্ণয়ক কাঁটা ১১০এ আছে। মিঃ স্পেনসার জানাচ্ছে, এমন ভারি প্লেন দেখা যায় না।'

'সুন্দর চলছে জর্জ। আমাদের তোমাকে এয়ার লাইন পাইলট এখনও বানানো হয়নি। এখন তোমাকে পূর্বেকার জায়গায় ফিরে যেতে হবে। এবার বিভিন্ন নিয়ম কানুনগুলো আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। হয়ত সামান্য কিছু হেরফের

ঘটাতে হতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ঠেকনা, মিশ্রণ, বৈদ্যুতিক শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ঠিক আছে? ওভার।'

'আবার!' স্পেনসার আর্তনাদ করে ওঠে। 'আমি জানিনা আমি এগুলো ঠিকমত পালন করতে পারব কিনা। ঠিক আছে জেনেথ।'

'ঠিক আছে ভ্যাংকুবার। আমরা প্রস্তুত।'

'বেশ ৭১৪। উল্টোভাবে চালিয়ে, তুমি ডানাকে ১৫°তে নিয়ে এস এবং স্পিডকে ১২০ নটে। তোমায় বাষ্পীয় ভালবকে কিছুটা পিছনদিকে চালাতে হবে যাতে করে ঐ গতিকে একইরকম রাখা যায়। এগিয়ে যাও।'

নিচের দিকে নেমে জেনেথ ডানার লিভারকে ধরল এবং জোরে টানল। লিভার নড়াচড়া করল না। ও বেঁকে লিভারের কাছাকাছি এসে আরও চেষ্টা করল।

স্পেনসার জিজ্ঞেস করল, 'কি হচ্ছে এটা?'

'বেশ শক্ত হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, আমি এটাকে নড়াতে পারছি না।'

'নড়ানো উচিৎ নয়। একইভাবে একে ভালভাবে টান।'

'আমার নিশ্চয়ই পারা উচিৎ। কিন্তু আমি এটাকে একেবারেই নড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা আমি চেষ্টা করি। স্পেনসার কলামের উপর থেকে হাত তুলে নিল এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে লিভারকে পিছন দিকে টেনে আনল। 'দেখ ঐ জায়গায় তোমার ঠিক জায়গায় হাত দিতে হবে। এখন তুমি যদি দ্বিতীয়বার এটাকে—।' কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

জেনেথ চিৎকার করে উঠল, 'দেখ দেখ স্পীডের অবস্থা।' কাঁটা ৯০ থেকে নেমে ৭৫এ যাচ্ছে।

হঠাৎ ককপিটের ভিতর সূক্ষ্মকোণের সৃষ্টি হওয়াতে স্পেনসার নিজেকে বলদৃপ্ত করার চেষ্টা করে। স্পেনসার বুঝতে পারছে, ওরা একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে, একটা বাঁক খাওয়া পরিস্থিতি ওদের যেন ঘিরে ধরছে। ও নিজেকে নিজে বলে, 'মাথা ঠিক রাখ। নিজেকে বন্য সাহসি কর। যদি বিমান সত্যি সত্যি পাক খায়। ওদের বাঁচার আশা নেই। কোন দিকে বিপদ ওৎ পেতে আছে, এটার অবস্থান মনে হচ্ছে বাঁ দিকে। বিমান শিক্ষনবিশী বিদ্যালয়ে তুমি যা শিখেছ মনে করবার চেষ্টা কর। সামনের দিকে এগিয়ে যাও রাডারের বিপরীতে শক্ত করে চল। সামনের দিকে লেগে থাক। সামনের দিকে নজর রাখ। 'আমাদের গতি বাড়ছে। রাডারের বিপরীতে আছে। এদিকে যন্ত্রপাতিগুলোকে লক্ষ্য কর। ওরা ঠিক থাকতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে আমরা ঘুরছি। না—ওদের উপর বিশ্বাস রাখ। তুমি নিশ্চয়ই ওকে বিশ্বাস করবে। সোজা করবার জন্য প্রস্তুত হও। এইতো মহাশয়া, এই তো।'

জেনেথের বিস্মিত কণ্ঠ শোনা যায় 'পাহাড়ী এলাকা। আমি মাটি দেখতে

পাচ্ছি।' আস্তে পিছনে, আস্তে পিছনে। বেশী জোরে নয়। বিমানের গতি স্থির রাখ। আমরা বেরিয়ে আসছি, বেরিয়ে আসছি। এই তো এটা কাজ করছে, কাজ করছে। আমরা বেরিয়ে আসছি!'

জেনেথ জড়ান গলায় বলে, '১০৫, ১১০, ১১৫···আরে, আর পড়া যাচ্ছে না, অন্ধকার হয়ে গেল সব। হয় কুয়াশা কিংবা অন্য কিছু।

'চাকা তুলে দাও।'

পাহাড়গুলো। আমার নিশ্চয়ই—

আমি বলছি, 'চাকাগুলো তুলে দাও।'

ককপিটের দরজা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হ'ল। এবং ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসছিল। একজন মহিলার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওরা কি করছে?'

'কিছু গোলমাল আছে। আমি যাচ্ছি, ব্যাপারটা দেখতে।'

'তোমার নিজের আসনে ফিরে যাও।'

ডাক্তারের গম্ভীর গলা শোনা গেল। 'আমাকে ভিতরে যেতে দাও।'

এই সময়ে দরজার মুখটায় একটা কালো ছায়া দেখা গেল। অন্ধকার পাইলট-কক্ষে একজন লোকের অনুসন্ধানি মুখ দেখা গেল। সে অতিকষ্টে এগিয়ে যায়, নিজেকে খাড়া রাখার জন্য ও ধরবার জন্য কিছু খুঁজে বেড়ায়। ওর চোখে মুখে এক সাংঘাতিক অবিশ্বাস। স্পেনসারের মাথার পিছনে তাকায়। এরপর ওর নজর পড়ে মেঝেতে শায়িত দুটো দেহের প্রতি। মুহূর্তের জন্য তার ঠোঁট নড়ে কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। পরমুহূর্তে ও দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ও দরজার দুধার ধরে পার হয়ে যায়।

ও চিৎকার করে ওঠে, 'ও বৈমানিক নয়। আমরা মারা যাব। আমাদের প্লেন ধ্বংস হয়ে যাবে এক্ষুণি।'

'হাওয়ার্ড,' জেস তার দিকে ফিরে মন্তব্য করে, 'দেখছি তুমিও আমার মত সোজা শয্যা থেকে উঠে আসছ জেস।' জ্যাকেটের নিচে পায়জামাকে দেখিয়ে বলে।

জেসাপ ছোট করে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' তারপর হাওয়ার্ডকে বলে, 'রুপ তাড়াতাড়ি কর। ব্যাপারটা খুলে বল।'

রাত ০৪'২০—০৪'৩৫

ভ্যাঙ্কুবার বিমান ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা অফিসের প্রবেশ পথে পশমের কাপড়ে পেঁচানোর মত নিওনের আলোয় গাড়ি চলাচলের ভিজে রাস্তা চকচক করছিল। স্বভাবত, প্রাক্ উষা মুহূর্তে রাতের এই সময়টা শান্ত থাকে। ব্যতিক্রম কেবল দেখা যায় কিছুক্ষণ অন্তর এয়ারপোর্ট বাসের যাতায়াত। চওড়া পিচের রাস্তায় ঝাড়ুদারিতে

দৃশ্যটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে। যেখানে প্রধান সড়ক এবং এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথ মিলেছে, সেখানে প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর ধারে রাস্তাকে আংশিক ভাবে আড়াআড়ি করা হয়েছে। ওর মাথার আলো সমানে 'বিপ, বিপ,' করে সাবধান করছে সবাইকে।

যেসব গাড়িগুলোকে এয়ারপোর্ট রাস্তা দিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকে একজন পাহারাদার দ্রুত হাত নেড়ে অভ্যর্থনা অফিসের সম্মুখের পরিষ্কার রাস্তায় পার্ক করার কথা বলছিল। গাড়ির সওয়ারিরা কেউ কেউ স্যাঁৎসেঁতে রাতে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য। নিচু স্বরে কথা বলছিল ওরা এবং জোরে জোরে মাটিতে পা ফেলছিল নিজেদের গরম রাখার জন্য। ওদের উদ্দেশ্য হ'ল, অগ্নি নির্বাপক গাড়িগুলো এবং এ্যাম্বুলেন্সকে লক্ষ করা। ওগুলো যোগাযোগের জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নেবার জন্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামছিল। একটা ট্রাক, লাল আলো জ্বালিয়ে চালাচ্ছিল, আর গর্জন করতে করতে চলে গেল। ওকে মনে হচ্ছিল যেন বন্য জন্তু। ছোট পুলের এখানে সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সেখানে একটা গাড়িতে রেডিও লাগানো ছিল। সেটাতে ঘোষণা হচ্ছিল, ভদ্রমহাশয় এবং মহাশয়াগণ এখন বলছি ভ্যাংকুবার এয়ারপোর্ট থেকে দেরিতে পাওয়া সংবাদ। অথরিটি এখানে জোরের সঙ্গে জানাচ্ছে, যে যদিও ম্যাপল লিফ এয়ার লাইনের বিমানটি একজন অনভিজ্ঞ পাইলট নিয়ে আসছে তাতে শহরে কোন রকম জরুরী অবস্থা বা আতঙ্কিত হবার কারণ ঘটেনি। বিমান ক্ষেত্রে সংলগ্ন সমস্ত বাসিন্দাদের সাবধান করার জন্য সবরকমের সতর্কতা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সময়ে, সি আইল্যান্ডে যাতে জরুরী সাহায্য পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আপনারা অপেক্ষা করুণ ঘোষণার জন্য।'

কাদা মাখা শেভ্রলেট গাড়ি কর্কশ ভাবে অভ্যর্থনা বাড়ির সামনে থামল। পার্কিং-এর জায়গায় কিছুটা গড়িয়ে গেল, চাকাগুলো পিচের রাস্তায় শব্দ করে হঠাৎ থেমে গেল।

উইন্ড স্ক্রিনের (বায়ু নিরোধ কাঁচ) বাঁ দিকে লাল স্টিকারে লেখা 'প্রেস।' একজন লম্বা চওড়া লোক বেরিয়ে এল গাড়িটা থেকে। গাড়ির দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল। ধূসর চুলের লোকটার গায়ে বেল্টওয়ালা কোট। ও তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। পাহারাদারের অভিবাদন গ্রহণ করে দ্রুত ভিতরে ঢুকল।

দুজন লোক, ডাক্তারি পোষাক পরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ও তাদের কাটিয়ে ম্যাপল লিফ এয়ার লাইনের ডেস্কের দিকে এগিয়ে যায়। দুজন লোক, ওখানে দাঁড়িয়ে। এয়ার লাইন স্টাফের পোষাক পরা একজন লোকের সাথে কথা বলছিল। ওদের মধ্যে একজন লম্বা লোকটার দিকে ছোট করে হাসল, ও অভিবাদন জানাল।

'কি খবর টেরি ?' বড় লোকটা জিজ্ঞেস করে। বয়োকনিষ্ঠ লোকটা বলে, 'মিঃ জেসাপ, খবর যা পেয়েছি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি।' ওপাশে দাঁড়ানো প্যাসেঞ্জার এজেন্টকে বলে, 'ইনি কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশন্যাল নিউজের' রালফ্ জেসাপ।'

'কে এখানকার সমস্ত ব্যাপারটা দেখা শোনা করছে ?' জেসাপ জিজ্ঞেস করে।

প্যাসেঞ্জার এজেন্ট বলে, 'আমি মনে করি মি হাওয়ার্ড 'প্রেস রুমে' এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে বলেছেন।'

'চল যাওয়া যাক।' জেসাপ বলল। এই বলে, লোকটার হাত ধরে জেসাপ এগিয়ে যায়। 'অফিস কি কোন ক্যামেরা টিমকে পাঠাচ্ছে ?' উনি যেতে যেতে বলেন। 'হ্যাঁ। কিন্তু প্রত্যেককেই পুরোপুরি সংবাদ গ্রহণ করতে হবে। এমন কি এ-ব্যাপার সচিত্র খবরও ঠিক ঠিক সময়ে প্রকাশিত হবে।'

'হুম। অফিসকে মনে করিয়ে দাও ব্রিজের কাছের বাড়িগুলোর লোক শূন্য করার সম্ভাবনার কথা। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটা মাঠের বাউণ্ডারির উপর থাকতে পারে। ও যদি বেড়ার উপর ওঠে তবে আগন্তুক প্লেনের একটা দুটো ধাক্কা ওর কপালে জুটতে পারে। আর তা হ'লে সবার আগেই ওকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হতে পারে। যে লোকটা প্লেন চালাচ্ছে, তার খবর কি ?

'ও লোকটার নাম হচ্ছে জর্জ স্পেনসার। টরেন্টোর বাসিন্দা। এইটুকুই সংগ্রহ করা গেছে।'

'ঠিক আছে। অফিস টরেন্টো লোকদের খবরা খবর রাখবে। এখন শোন, রিসেপ্শন অফিসে একটা 'পে বুথ' খুলতে হবে আর অফিসের সাথে সব সময় টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতে হবে। কোন অবস্থাতে যেন ওটা খারাপ না হয়।'

'কিন্তু মিঃ জেসাপ –।'

জেসাপ কিছুটা বিষন্নভাবে বলে, 'আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু এটাই একমাত্র রাস্তা, যদি প্রেসের নিয়মিত লাইনে গোলমাল থাকে তবে এই অতিরিক্ত লাইনে অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।'

ওর কোটটা পিছনে হাওয়ায় উড়ছিল। ও রাগী ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অভ্যর্থনা অফিস পার হয়ে প্রেসরুমে ঢুকল। ওখানে আগে থেকেই কয়েকজন সাংবাদিক জড়ো হয়েছিল। আর একজন সাংবাদিক কেন্দ্রীয় টেবিলের কাছে বসা ছয় বা আট নম্বর সাংবাদিকের সাথে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। দুজন সাংবাদিক আবার পার্টিশন করা ঘরের টেলিফোন বুথে কথা বলছিল। মেঝের উপর স্তুপাকৃতি করা ছিল ক্যামেরার খাপে। জেসাপ রসিকতা করে বলে। 'কি ব্যাপার ছেলেরা ? কি কারণে তোমরা এখানে জড় হয়েছ ?'

'হাই জেস।' একজন ওকে অভিবাদন জানায়। 'আচ্ছা জেস, হাওয়ার্ড কোথায় ? তুমি কি ওকে দেখেছ ?'

জেসপ সিগারেট বার করে ধরায়। তারপর বলে, 'আমায় জানানো হয়েছে।' 'হাওয়ার্ড নিজের পথ ধরেছে' এবার বলতো কে কি জান?'

মনিটারের' স্টিফেনস বলে, 'আমরা সবে এখানে এসেছি। আমি কন্ট্রোলারের অফিসে ফোন করেছিলাম। কিন্তু উত্তরে প্রচণ্ড ধমকানি খেলাম।'

'শোন ছেলেরা, তোমরা এইসব ব্যাপারগুলোকে সাধারণভাবে নাও।' জেসাপ মন্তব্য করে, সিগারেট ধরিয়ে এবং এক রাশ ধোয়া ছেড়ে, 'দেখ সকালের কাজের পক্ষে এখন বেরি হয়ে গেছে, কিন্তু বিকালের কাজের হিসাবে, অনেক সময় হাতে আছে। তার মধ্য সকাল। কিছু যদি আমদানি করতে পার, তো ব্যাপারটা মিটেই গেল। কে কাজ করছে তা দেখার সুবিধা আছে। টেলিফোনের কিউবিকলসে ওখানে দুজন বসে আছে, একজন সিনিয়র লোক এবং অন্য জন ইউপি-এর লোক।

স্টিফেনস বলে, 'এটা আপাতত থাক জেস। লোকে যখন তোমার কথা টেলিফোনে শোনে তুমি ভাব—।

'পোষ্ট টেলিগ্রাম পত্রিকার এব্রাহামস বাধা দিয়ে বলে, 'চারপাশ কেমন চনমনে ভাব। আমরা বরং চিৎকার শুরু করি যাতে ফোনে কিছু কাজ হয়। খুব তাড়াতাড়ি অন্যরা এখানে হাজির হয়ে যাবে, আর আমরা নড়তে পারব না। একজন ছোকরা ধরনের লোক প্রবেশ করতে ওরা ফিরে তাকাল। তার হাতে কিছু কাগজের স্লিপ। এ হচ্ছে ক্লিফ হাওয়ার্ড। যুবকটি প্রচণ্ড উৎসাহি এবং কর্মচঞ্চল হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। নাবিকদের মত চুল ছাটা ওর। রীমলেশ চশমা, পুরোপুরি ইংরেজি টাই পরিহিত চেহারা। এয়ারপোর্ট অঞ্চলে সকলের কাছে প্রিয় ও পরিচিত দৃশ্য।

ও সাংবাদিকদের দেখে হাসল না। যদিও ওদের মধ্যে বেশীরভাগই ওর ব্যক্তিগত বন্ধু।

'তোমরা এখানে আছ বলে ধন্যবাদ।' ও বলে। 'আমরা কিছু পাচ্ছি না।' স্টিপেন বলে। দুজন সাংবাদিক, তাদের ফোন রেখে দ্রুত ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

'ক্লিফ, এবার আমাদের ব্যাপারটা বল।' ওদের মধ্যে একজন বলে।

হাওয়ার্ড একবার তার হাতের কাগজের দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, তার পরে তার চারপাশে জড়ো হওয়া লোকগুলোর পিছন দিকে এগিয়ে যায়। তার কপালে শ্বাস প্রশ্বাসের দরুণ ভাঁজ পড়ছিল। ও বলল, 'ভাল কথা, এটা হ'ল একটা ম্যাপললিফ এয়ার লাইনস প্লেন। ওটা টরেন্টো থেকে ওড়ে প্রথমে। আজকে যে ফুটবল খেলা আছে তার সমর্থকদের নিয়ে আসছিল উইনিপেগ থেকে। এখানে আসার পথে দুজন পাইলটই অসুস্থ হয়ে পড়ে। একজন যাত্রী এখন প্লেনটা চালাচ্ছে। এই ভদ্রলোকের এই ধরণের প্লেন চালাবার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। আমরা ভদ্রলোককে, নিচ থেকে পরামর্শ দিয়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছি। ক্রস কানাডা এয়ার লাইন্সের প্রধান পাইলট, ক্যাপ্টেন ট্রেলিভ্যান এই দায়িত্বে

আছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভাবছেন, এবং চাইছেন যে যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিতে যাতে এলাকাটা পরিষ্কার থাকে এবং যদি ঘটনা ঘটে, তবে যাতে অতিরিক্ত সাহায্য পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ।

'বেশ,' একজন সাংবাদিক বলে ওঠে। হাওয়ার্ড ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বলে 'আমি অনুমান করি, খুব একটা বেশি ছিল না।' আমরা সাধ্যমত ভাল চালাচ্ছিলাম। আমি নিশ্চিতভাবে প্রশংসা করি, যদি স্টিপেনস উত্তেজিতভাবে বলে, "ভগবানের দোহাই ক্লিপ, 'তুমি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কি সংবাদ দিচ্ছে? এটা কি করে হ'ল? পাইলট দুজন কিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল?

হাওয়ার্ড অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় ও বলে, 'সঠিকভাবে আমরা জানিনা। এটা এক ধরনের পেটের গোলমাল হতে পারে। আমাদের ডাক্তার রেডি করা আছে।'

ওর কথা সমাপ্ত হল না।

জেসাপ বাধা দিয়ে চাঁচাছোলাভাবে বলে, 'দেখ ক্লিপ এখন ভাল মানুষ সাজবার সময় নয়। দেখ এই যে গল্পটা ফেঁদেছ এর ভিতর অনেক ছিদ্র। তা একটা জাহাজ ডোবানোর পক্ষে যথেষ্ট। তুমি যা এতক্ষণ সব পরিবেশন করলে, তা আমাদের অফিস আমরা এখানে পেঁছানোর আগেই, জেনে গেছে। আবার শুরু করা যাক। ফুড পয়জনিং-এর গুজব সম্পর্কে কতটা সত্যতা আছে?'

এব্রাহাম যোগ করে, 'যে লোকটা জাহাজ চালাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার পরিচয় কি?' হাওয়ার্ড একটা বড় নিশ্বাস নিল। ও একটা নাটকীয় ভঙ্গীমা করে হাতের কাগজগুলো মাটিতে ঠুকে বলে, "দেখ হে: আমি তোমাদের জন্য ঘটনাকে ঠিকমত সাজিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদের সাহায্য করি কিছুই লুকাইনা। কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলে, ৎতোমাদের উচিত আমারই মত ব্যবহার করা। ব্যাপারটা সুন্দর হবে। কি বল? সব কিছুই আমরা আমাদের সীমার মধ্যে জিনিসগুলো জানতে চাই। আজ রাতের ব্যাপারটা বড় ধরনের জরুরী ঘটনার মধ্যে পড়ে—আমার ভান করার কি আছে? তাই না? কিন্তু মানুষের পক্ষে যা যা সম্ভব বিপদের সম্ভাবনাকে একেবারে লঘু করে দেবার জন্য। তা করা হচ্ছে। সমস্ত কার্য্যাবলী প্রতিফলিত করছে এয়ারপোর্টের সংগঠনের উপর এবং ওরাই সবথেকে বেশী কৃতিত্ব দাবি করতে পারে'।

প্রকৃতপক্ষে বলতে কি, আমি কখনও দেখিনি কোন কিছু—।

ওর কথা অসমাপ্ত রয়ে যায়।

'বাঃ! ভালই কাহিনী আওড়ালে হাওয়ার্ড!'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি তোমাদের বোঝাতে চাই যে আমি যা বলছি এয়ারপোর্ট বা ম্যাপললিফ এয়ার লাইনের তরফের কোন রকম স্বীকৃত বিজ্ঞপ্তি নয়। এয়ার লাইন কর্তৃপক্ষ প্লেনটাকে যাতে নিরাপদে নামিয়ে আনা যায় তার জন্য সব

রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর আমি বুঝলে ছেলেরা, তোমাদের ঐ খবরাখবরগুলিও দিচ্ছি।' একটা টেলিফোন তীক্ষ্ণভাবে বেজে ওঠে। কিন্তু কেউই ওদিকে নজর দেয় না। হাওয়ার্ড বলে, 'ভাল কথা আমি যা জানি তা হ'ল প্লেনের ভিতর একটা রোগ দেখা দিয়েছে খুব সম্ভবত সেটি ফুড পয়জনিং হতে পারে। আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিচ্ছি— ।'

ওর কথা সমাপ্ত হ'লনা। একজন বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি কি মনে কর, সরবরাহ খাদ্য আগে থেকেই দূষিত ছিল ?'

'কেউই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আমি তোমাদের যা বলছি তা বক্রভাবে না নিয়ে সোজাভাবে নাও। কুয়াশার জন্য 'এম্প্রেস' (সম্রাজ্ঞী) এর ছাড়তে দেরি হয় টরেন্টো থেকে। স্বাভাবিকভাবে উইনিপেগে প্লেনের পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়—এতই দেরি হয়ে যায় যে প্রাত্যহিক খাবার সরবরাহকারিরা তখন চলে গেছে। স্বাভাবিক কারণে অন্য একটা কোম্পানীর কাছ থেকে খাবার নিতে হয়। ঐ খাবারের কিছু ভাগ মাছ ছিল। আচ্ছা মশাইদের কি আবার বলব ? হ্যাঁ ঐ মাছের মধ্যে কিছু দূষিত হয়ে থাকতে পারে। উইনিপেগ কতৃপক্ষ যাত্রীদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব করেছেন।' আব্রাহাম তার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'যে প্লেন চালাচ্ছে সে লোকটা কে ?'

'শোন, বোঝবার চেষ্টা কর।' হাওয়ার্ড একটু জোর দিয়ে বলে, 'ম্যাপললিফ এয়ার লাইন, খুবই কড়াকড়িভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে। মারাত্মক কড়াকড়ির মধ্যেও এই ধরনের ঘটনা লাখে একটা ঘটে।'

'আরে ক্যাপ্টেনের চেয়ারে যে লোকটা বসে আছে ও কে ?'

'একজনের পর একজন বল, হাওয়ার্ড', কে কখন প্যাঁচ মারে। যেন ওকে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং ওগুলোকে ও ঠেকিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিতে চাইছে। 'জাহাজের যারা নাবিক তারা সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এটা তোমাদের কারও অজানা থাবার কথা নয়। ক্যাপ্টেন লিডানিং। ফাস্ট অফিসর পিটার লেভিনসন এবং বিমান সেবিকা জেনেথ বেনসন সবাই সুনামের অধিকারি। আমার কাছে সবকিছুর বিশদ বিবরণ আছে'—ওর কথা আবার অসমাপ্ত থেকে যায়। জেসাপ বলে ওঠে, 'তোমার কাছেই রাখ, আমরা ওগুলো তোমার কাছ থেকে পরে সংগ্রহ করে নেব।' আরও দুজন তাড়াতাড়ি এসে ওদের দলে ভিড়ে গেল।

'যে লোকটা প্লেন চালাচ্ছে, তার গপ্পোটা কি ?'

'আমার যা খবর তা হ'ল, প্রথমে ফার্স্ট অফিসার তারপরে ক্যাপ্টেন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে একজন যাত্রী প্লেনের ভিতর ছিলেন যিনি আগে প্লেন চালিয়েছেন। তিনি পাইলটের সিটে বসেন এবং প্লেনকে প্রশংসনীয়ভাবে ও স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিয়ে আসছেন। ও'র নাম জর্জ স্পেনসার। আমার ধারণা উনি উইনিপেগ থেকে উঠেছেন।'

'তুমি বললে, ও আগে প্লেন চালাত' আব্রাহামের কথা ভেসে আসে। 'তুমি কি বলতে চাইছ যে ও একজন প্রাক্তন বৈমানিক ?'

'ভাল কথা, না।' হাওয়ার্ড স্বীকার করে। 'আমার বিশ্বাস, ও যুদ্ধে অনেক ছোট ছোট যুদ্ধ বিমান চালাত।'

'যুদ্ধে ? সে তো অনেক বছর আগের কথা।'

জেসাপ প্রশ্ন করে, 'কি ধরণের যুদ্ধ বিমান ? 'স্পিটফায়ারস, মসকুইটস, ইত্যাদি, অনেক দূরের প্লেন ছিল এগুলো—।'

'বন্ধ কর তোমার কথা। ওগুলো যুদ্ধ বিমান ছিল। এই লোকটা কি যুদ্ধ বিমান চালাত ?'

হাওয়ার্ড উদ্বিগ্নভাবে নিজের বক্তব্য ওদের খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বিমান চালানো নিয়ে কথা। ক্যাপ্টেন পল ট্রেলিভ্যান, ক্রস কানাডার প্রধান পাইলট ওর সাথে বেতারে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন। ওকে যথোচিত উপদেশ দিচ্ছেন যাতে ও প্লেনকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে। জেসাপ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠে, 'গাঁজাখুরি ব্যাপার। এম্প্রেস হচ্ছে চার ইঞ্জিনের প্লেন। কত যেন ওর হর্স পাওয়ার (অশ্বশক্তি)? আমি যা জানি তা হ'ল মোটামুটি ৮০০০। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ মান্ধাতা আমলের একজন বৈমানিক যে কিনা যুদ্ধে এক ইঞ্জিনওয়ালা প্লেন চালাত। সে এ ধরণের ইঞ্জিনযুক্ত প্লেন চালাতে পারে ?' দু-তিন জন সাংবাদিক টেলিফোন বুথের দিকে ভেঙে যেতে গিয়ে একটা ঠেলাঠেলি শুরু হ'ল।'

'স্বাভাবিকভাবে কিছু রিস্ক (আশঙ্কা) থেকে যাচ্ছে আর সেজন্য এয়ার পোর্টের কাছাকাছি জিনিস সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সাবধনতার অঙ্গ হিসাবে। অবস্থাটা যথেষ্ট গম্ভীর। কিন্তু আমি খোলা মনে বলছি। কিন্তু এখন কোন কারণ নেই যে —।

ওর কথা শেষ হ'ল না।

'কিছু রিস্ক (আশঙ্কা)।' জেসাপ ওর কথার প্রতিধ্বনি করে। আমার বিমান চালনার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। আমি অনুমান করতে পারছি ককপিটে বসা লোকটা কি করছে। ওর সম্বন্ধে আমাদের আরও ভালভাবে জানাও। হাওয়ার্ড ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমি ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানি না।'

স্টিপেনস এবার চিৎকার করে ওঠে, 'কি ? তুমি একটা লোক সম্বন্ধে ঐ টুকুই জান যে কি না এক জাহাজ ভর্ত্তি লোক বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কত লোক ঐ প্লেনেই ; আমার মনে হয় ঊনষাট জন, অবশ্য জাহাজের লোকজনও আছে। তোমরা যদি একবার—।'

আবার ওর কথায় বাধা।

জেসাপ এবার কড়াভাবে বলে, 'স্লিপ তুমি যদি এর উপর গর্ত করতে থাক—।

ওর কথায় বাধা দিয়ে হাওয়ার্ড বলে, 'আমি তোমায় বলেছি জেস সবটাই ওর উপর নির্ভর করছে। আমরা সবাই ভাবি প্রত্যেকেই বেশী জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শেষ যে খবরটা পাওয়া গেছে, তা বলছে, ও ভালই করছে।'

আব্রাহামের জোরালো কথা। প্লেনটা পড়তে আর কত সময় লাগবে? হাওয়ার্ড, লাফিয়ে, আব্রাহামকে চাপড় মেরে বলে, ঐ ধরণের ধারণা ক'র না।

'তার মোটামুটি এক ঘণ্টার ভিতর এসে যাওয়ার কথা, হয়ত কমও হতে পারে।'

'তোমরা কি প্লেনটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছ?'

'আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি মনে করি ক্যাপ্টেন ট্রেলিভ্যান তাকে মৌখিক নির্দেশে নামিয়ে আনতে চাইছেন। সবকিছুই আয়ত্তের ভিতর আছে। আকাশ পথের রুট এবং বিমান ক্ষেত্র পরিষ্কার। শহরের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের লোকজনেরা ঘুরছেন যদি কোন সাহায্য লাগে।'

'যদি প্লেন জলে গিয়ে পড়ে?'

'যদিও সেরকম সম্ভাবনা নেই তা সত্বেও বিভিন্ন লঞ্চকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে এবং আমি কখনও এমন নিখুঁত সাবধানতার ব্যবস্থা দেখিনি।'

'ওহো, কি দারুণ কাহিনী।' আব্রাহাম চিৎকার করে বলে নিকটস্থ বুথে ঢুকে গেল।' ও দরজাটা খোলা রেখে দিল। ওর উদ্দেশ্য হ'ল, ডায়াল করতে করতে বাইরের কথা শোনা।

'স্লিপ', জেসাপ বলে। ওর কথায় এখন জনসংযোগ রক্ষাকারি মানুষটার প্রতি একটা সহানুভূতির আঁচ।

'কতক্ষণ এই প্লেনে গ্যাস থাকবে জান?

'আমি বলতে পারব না। তার নিশ্চয়ই নিরাপত্তা সীমার মধ্যেই থাকবে।' ও টাইটা ঢিলে করে দিল। ওর কথার মধ্যে কোনো জোর ছিল না।

জেসাপ ওর দিকে এক থেকে দু সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ জোড়া ছোট হয়েছিল তখন। ওর মাথায় তখন অন্য চিন্তা ধাক্কা দেয়। 'এক মিনিট দাঁড়াও।' ও বলে। যদি জাহাজে ফুড পয়জনিং হয়ে থাকে, তবে কেবল পাইলটরা অসুস্থ হবে কেন? অন্যরা নয় কেন?'

'তোমরা যত সাহায্য পাঠাও তাই আমার কাজে লাগবে।' আব্রাহাম টেলিফোনে বলছিল। 'আমি এটা সেই ভাবে তোমায় দিয়ে দেব। প্রথম ক্ষেপে যখন তুমি যথেষ্ট পেয়ে যাবে তখন বন্ধ করে দিও। তুমি বরং এটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেল প্লেনের জরুরি অবতরণ ও ক্ষতি এবং আশ্চর্যজনক নিরাপদ অবতরণ। তুমি ধরে থাকা বার্টকে দাও। বার্ট তৈরী? আজকে ভোরে ভ্যাঙ্কুবার এয়ার পোর্ট, সাক্ষী থাকছে সাংঘাতিক কিছু—

শেষ হ'ল না কথা।

হাওয়ার্ড ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে, 'দেখ জেস তুমি যা করছ এটা ডিনামাইট। তুমি এটা সব সময়ই করতে পারো। তুমি এটা ওপর তলার লোকদের ক্ষেত্রে করলে ভাল হয় ওরা কাজ কম্ম করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। ঐ প্লেনের লোকেদের কোন সাহায্যে লাগবে না এমন কিছুই করা হচ্ছে না।' 'তুমি আমাদের সবাইকে এখানে জান স্লিপ। আমরা তোমাকে পেরোতে পারব না। প্লেনের ঐ সব যাত্রীদের এখন কি অবস্থা ?'

'কয়েকজনের অসুখ করেছে। ওখানে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি যথাসাধ্য চিকিৎসা করছেন। এছাড়া, আমাদের কাছেও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রেডিও মারফৎ খবর পাঠালেই আমরা যথোচিৎ জানিয়ে দেব। বিমান সেবিকা ভাল আছেন। তিনি আবার স্পেনসারকে সাহায্য করছেন বিভিন্ন সংবাদ রেডিও রিলে করে।'

জেসাপ কিছুটা হালকাচালে বলতে থাকে, 'ফুড পয়জনিং খুবই সাংঘাতিক ধরণের অসুখ। আমি বলতে চাইছি এখানে সময়টা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই।'

ঐ লোকগুলোকে যদি যথাশিঘ্র নামিয়ে না আনা যায়, তবে ওরা মারাও যেতে পারে।' হাওয়ার্ড ঠোঁট চেপে বলে, 'হ্যাঁ হতে পারে।' 'কিন্তু, কিন্তু—ওটা এখন পৃথিবী নয় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ওপরে প্লেনের মধ্যেকার এখন অবস্থা কি ?'

'হ্যাঁ, প্রায় দশ পনেরো মিনিট আগে'—জেসাপ মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে বলে। 'ওটা কোন কথা নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত অবস্থাটার পরিবর্তন হতে পারে এখন যেমন হয়েছে।'

'স্লিপ, এখনই অবস্থাটা জান। আজ এখানকার দায়িত্বে কে থাকছেন ? ওঁকেরিং কর। অথবা আমি করি-- সেটা তোমার ইচ্ছে। না না জেস এখনও নয়। আমি তোমায় বলছি তারা—

ওকে এগোতে না দিয়ে জেসাপ হাত দিয়ে ওর কাঁধ ধরল। তুমি সাংবাদিকদের লোক স্লিপ, সেদিক দিয়ে চিন্তা কর না কেন, এটা বছরের শ্রেষ্ঠ আকাশ পথের ঘটনা এবং তুমি জান এটা। এক ঘন্টার মধ্যে তোমার পিছনে একটা বাস এসে পড়বে। সাংবাদিক, টি ভি ইত্যাদির লোকে ভর্তি হয়ে যাবে। তোমার এখন আমাদের সাহায্য করতেই হবে, তা না হলে, তোমায় দেখতে হবে আমরা সমস্ত এয়ারপোর্ট দাপিয়ে বেড়াচ্ছি চিৎকার ও চেঁচামেচিতে। একদম ঠিক অবস্থাটা বল এবং তুমিও কয়েক মিনিট নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে। ততক্ষণ আমরা কাহিনীটা লিখতে থাকব।'

হাওয়ার্ড একটা ইন্টার কম তুলে নিতে নিতে নিতে বলল, 'আচ্ছা, স্বাভাবিক হও। হবে তো ? হাওয়ার্ড বলছি কন্ট্রোল রুমকে দাও।'

ও আস্তে করে ঠোঁট নেড়ে বলে, 'তুমি আমাকে ক্রুসিফাইড দেখতে চাও মনে

হচ্ছে। হ্যালো কন্ট্রোল বলছ? বুডরিক আছে ওনাকেই ওকে দাও। তাড়াতাড়ি আছে।

হ্যালো হ্যারি। ফ্লিপ বলছি।

'প্রেসের (সংবাদপত্রের) লোকেদের ভিড় বাড়ছে হ্যারি। আমি বেশিক্ষণ ওদের সামলে রাখতে পারব না। ওরা এখনকার অবস্থাটা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে চায়। ওরা ডেড লাইন নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দেখা করতে চায়।

'নিশ্চয়ই!' নাকে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে করতে বুডরিক ব্যাঙ্গচ্ছলে বলে। নিশ্চয়ই ওদের ডেড লাইনের আগেই আমরা প্লেনকে ধ্বংস হয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। সংবাদপত্রের আর কিছু লাগবে?'

হাওয়ার্ডের কথায় ব্যাকুলতা, 'সাধারণভাবে নাও হ্যারি। এরা তো ওদের কাজ করছে।' বুডরিক টেলিফোনকে নিচু করে কন্ট্রোলারের সাথে কথা বলে। কন্ট্রোলার তখন ট্রেলিভ্যানের সঙ্গে রেডিও প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

'মিঃ গ্রিমসেল, সবকিছু এমন গরম হয়ে উঠছে, ফ্লিপ হাওয়ার্ডের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি এ-স্থান ছাড়াতে পারছি না। তুমি কি মনে কর স্ট্যান কয়েক মিনিট বেরিয়ে প্রেসের সাথে কথা বলতে পারে?'

কন্ট্রোলার উত্তর দেয়। 'আমি মনে করি ওটাই ঠিক।' ও অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে ফিরে বলে, 'এই ব্যাপারের খবর কি? আমরা বরং ঐ ছোকরাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখি। তুমি এই কাজটা তাড়াতাড়ি পারবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার, আমি করছি।'

'তুমি ওদের সবকিছুই বল, এখনকার ব্যাপারটাও বাদ দেবে না।' এবং ও বেতার যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে।

সহকারি বলে, 'আমি বুঝেছি। আমার উপর ছেড়ে দিন।' এরপর সহকারি স্থান ত্যাগ করল।

সহকারি কন্ট্রোলার নিচে নেমে আসছিল, বুডরিক বলে, 'ফ্লিপ।' এরপর ফোন করে। রেডিও প্যানেলের কাছের দুটো লোককে ওর দায়িত্ব হস্তান্তরিত করে। একটা দুমড়ানো রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নেয়। ও মোটা গলায় জিজ্ঞেস করে। 'কিছু সাড়া শব্দ পাচ্ছ?'

ট্রেলিভ্যান ঘাড় নেড়ে বলে 'না।' ওর স্বর রসকষহীন। ট্রেলিভ্যানের চেহারায় ফুটে উঠেছে ক্লান্তি। চোখ ধূসর। ও না ফিরেই বলে, 'ওরা চলে গেছে।' কন্ট্রোলার সুইচ বোর্ডের লোকটিকে বলে, 'ক্যালন্যারি এবং শিটলকে টেলিলাইন কর! এটা হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। তোমায় এটা বার করতে হবে যে এখনও ৭১৪ থেকে খবর পাচ্ছে কিনা।' মাইক্রোফোনে বলতে থাকে অপারেটর ৭১৪, ৭১৪। ভ্যাংকুবার কন্ট্রোল থেকে ৭১৪কে বলছি। উত্তর দাও।'

ট্রেলিভ্যান রেডিও ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পাইপের আগুন

নিভে গিয়েছিল। ও বিরক্তভাবে বলে, 'বেশ ওদের সাথে এটা শেষ যোগাযোগ হতে পারে।'

'৭১৪, ৭.৪ তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, উত্তর দাও।'

বুডরিক বলে, 'আমার মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। ওদের একজন ক্লার্ককে বলল, 'এই যে জনি, আরও কিছু কফির ব্যবস্থা কর, মাইক এবং ক্লার্কের জন্য।'

রেডিও অপারেটর চিৎকার করে বলে ওঠে, 'ধর।' কণ্ট্রোলার উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করে। 'তুমি কি কোন সাড়াশব্দ পেলে?'

'আমি জানি না — আমি এক মিনিটের জন্য ভেবেছিলাম—' প্যানেলের কাছে মুখ নিয়ে গেল। ওর মাথায় হেডফোন। অপারেটর কণ্ট্রোলের সূক্ষ্ম স্বরের সামান্য অদল বদল করল। ও নিজের কাঁধের উপর দিয়ে বলে 'হ্যালো ৭১৪, ৭১৪। ভ্যাঙ্কুবার বলছি। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি—হয়ত ওদের গলা হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। যদি এটা হয়, তবে তাদের কথা অন্য তরঙ্গে ভেসে আসছে।'

ট্রেলিভ্যান বলে, 'আমাদের একবার চেষ্টা করতে হবে। ওদের বল ওদের প্রতি সেকেণ্ডের তরঙ্গকে পরিবর্তন করতে।'

'ফ্লাইট ৭১৪। অপারেটর বলে চলে, 'ভ্যাঙ্কুবার বলছি, ভ্যাঙ্কুবার বলছি। তোমাদের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন কর। তোমাদের, তোমাদের প্রতি সেকেণ্ডের তরঙ্গ যাতে ১২৮৩ হয় তাই দেখ। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? ফ্রিকোয়েন্সি ১২৮.৫০।

ট্রেলিভ্যান কণ্ট্রোলারের দিকে তাকাল। ও মন্তব্য করল, বরং এয়ারফোর্সকে দিয়ে আর একটা র‍্যাডার। শিগ্রই ওরা আমাদের দৃষ্টি গোচরের আওতায় আসা উচিৎ।

'৭১৪ তাদের ফ্রিকোয়েন্সি ১২৮৩তে পরিবর্তন করছে এবং ওরা আসছে।' অপারেটর বলে।

কেন্দ্রীয় টেবিলের এক কোনে বুডরিক নিজেকে হাজির করে। তার হাতটা কাঠের কাজ করা জায়গায় ছিল। সেখানে একটা ভিজে দাগ হয়ে গেল। 'এ হতে পারে না, হতে পারে না।' —ও গম্ভীর গলায় বলে ওঠে এবং এক দৃষ্টিতে রেডিও প্যানেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও সমস্ত ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 'যদি আমরা এখন ওদের হারিয়ে ফেলি প্রত্যেক লোক ফ্রাই হয়ে যাবে। কেউই বাঁচবে না।'

নয়

০৪'৩৫—০৫'০৫

দুঃস্বপ্নগ্রস্থ মানুষ যেমন অনেক সময় ক্রোধে বেপরোয়া হয়ে যায় স্পেনসারের অবস্থাও সে রকম। স্পেনসারের মুখ দিয়ে ঘাম এঁকে বেঁকে পড়ছে। দাঁতে দাঁত

লেগে গেছে। সে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলেছে বিমানকে তার আয়ত্তে রাখবার জন্য। এক হাত তার রয়েছে বাষ্প নিয়ন্ত্রক লিভারের উপর, অন্য হাত চাকা কণ্ট্রোলের লিভারের উপর আঁকড়ে ধরা।

ওর মনের মধ্যে তখন যত রকমের উদ্ভট চিন্তাধারার স্রোত বয়ে চলেছে। ওগুলো প্রচণ্ড ধরনের অবাস্তবতায় ভরা। আত্মবিড়ম্বনা ও ক্রোধে সে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তার গতিপথে কোন এক জায়গায় সে যে কেবল দ্রুত উচ্চতা হারিয়েছিল তাই নয়। সমস্ত গতিও হারিয়ে ফেলেছিল। গত দু মিনিটের ঘটনা নিয়ে তার মাথা কাজ করতে রাজি ছিল না। নির্দিষ্ট কোন কিছু তাকে চিন্তা করতে দিচ্ছে না। অথবা, ওটা কি ওর একটা বাহানা? কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর এতটা উচ্চতা হারাতে পারে না। ঘটনাটা আগেই শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তবুও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তার চড়াই-উৎরাই যন্ত্র নির্দেশককে পরীক্ষা করার বেশি পরে ঘটেনি। অথবা, যন্ত্রটি কি অকেজো হয়ে পড়েছে? অথবা শ্যাসের অভাব জনিত ঘটনা নয় তো?

হঠাৎ তার মনে এক সাংঘাতিক অনুভূতি দেখা দিল। ইচ্ছাটা প্রায় অনিয়ন্ত্রিত মনে হ'ল। মনের মধ্যে জেগে উঠল, সে তীব্রভাবে আর্তনাদ করে ওঠে শিশুর মত চিৎকার করে ওঠে। ও যেন দেখতে পাচ্ছে, চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে—ও যেন পাইলটের সিট থেকে দূরে সরে এসেছে, সমস্ত কিছু আর ওর আয়ত্তাধীন নেই। দপ দপ করে জ্বলতে থাকা কাটাগুলোও বিভিন্ন গেজের মাপ যন্ত্রের ব্যাটারিগুলো যেন ওকে বিদ্রূপ করতে করতে সরে সরে যাচ্ছে। ও আর থাকতে পারে না। উষ্ণ, আলোকিত বন্ধ বিমানের সিটে ছুটে গিয়ে ও আবার বসে এবং চিৎকার করে বলে ওঠে আমি বলছি আমি এ করতে পারি না, আমি এ করতে পারি না এবং তুমিও আমার কথা শুনবে না।

কোন লোককে এই ধরনের কাজ করতে বলা উচিত না।

হঠাৎ অস্বাভাবিক নিচু স্বরে জেনেথের কথা ভেসে এল, 'আমরা উঁচুতে উঠছি।'

স্পেনসার মনে এক ধাক্কা খেল এবং জেনেথের গলা চিনতে পারল। ঐ মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে যে আর্তনাদ ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা কিন্তু বাস্তবে রূপান্তরিত হ'ল এক মহিলা যাত্রির চিৎকারে। আর্তনাদটা ভেসে আসছিল যাত্রী কামরা থেকে। কামরাটি ওর পিছনে। চিৎকার হৃদয় বিদারক—বন্য, উন্মাদের মত। ও শুনতে পেল, কটা লোক চিৎকার করছে, আমি বলছি পাইলটের সিটে বসা লোকটা পাইলট নয়। পাইলটের দুজনেই লম্বা হয়ে ওখানে পড়ে আছে। আমরা গেলাম।' 'চুপ কর, নিজের জায়গায় বসে পড়।' বেয়ার্ড পরিষ্কারভাবে বিকট চিৎকার করে ওঠে। 'তুমি আমাকে ঐ ভাবে হুকুম করতে পার না কি কোন বিষয়ে—'

লোকটার প্রতিবাদ অসমাপ্ত রয়ে যায়। 'আমি বলছি যাও, ফিরে যাও, নিজের আসনে গিয়ে বস।' ডাক্তারের কড়া আদেশ।

ওটোপটের নিস্তেজ স্বর শোনা গেল 'ঠিক আছে, ডাক্তার। 'কেবল লোকটাকে আমার কাছে ছেড়ে যাও। এখন তোমায় বলছিলাম—' কথা শেষ হয় না।

স্পেনসার তার চোখ জোড়া বন্ধ করে থাকে কিছুক্ষণের জন্য যাতে করে ওর সামনে নৃত্যরত আলোকিত ডায়ালগুলো পরিষ্কার করে দৃশ্যমান হয়। ও বুঝতে পারছিল ও খুবই বাজেভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যে মানুষটা জীবনের সময়টা এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে কাটিয়েছে, তাকে বলতে হচ্ছে, যদি সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না থাকে তবে এই অবস্থাটাকে ধরে রাখতে পারবে না। তবুও তার প্রকৃত সঙ্কটময় মুহূর্তটা হাজির হ'ল, তার শরীরের প্রকৃত ক্ষমতা যাচাই করার সময় হাজির হ'ল। ও, একবারেই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। ওর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়াল একটা বুড়ো গাড়ির মত যেটা কিনা ঢালু পাহাড়ি রাস্তায় পিছন দিকে ছুটতে চাইছে।

'সত্যি আমি দুঃখিত', জেনেথ বলে। স্পেনসার একঝলক বিস্ময়ের চোখে ওর দিকে তাকায়। ওর হাত কলামের ওপর থেকে নড়ে না। ও বোকার মত বলে, 'কি ?'

মেয়েটা স্পেনসারের দিকে ধনুকের মত হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আমি তোমাকে ঐ ভাবে বলার জন্য দুঃখিত।'

ওর বিবর্ণ মুখের অস্বচ্ছ চোখ জোড়া স্পেনসারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ও বলতে থাকে, 'এটা তোমার পক্ষে যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না।'

স্পেনসার, রুক্ষভাবে জেনেথকে বলে ওঠে, 'তুমি কি বলছ, তাই জান না।' স্পেনসার বুঝতে পারছিল কি বলতে হবে। একজন মহিলা যাত্রীর উচ্চৈস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ওর কানে আসছিল। ও লজ্জিত বোধ করল। ও বলল, 'চেষ্টা করছি। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের বিমানকে উঁচুতে নিয়ে যেতে। সাহস পাচ্ছিনা, চটপট উপরে উঠতে, তাহলে আমরা আবার হারিয়ে যেতে পারি।'

দরজার কাছ থেকে, ইঞ্জিনের গর্জন ভেদ করে বেয়ার্ডের গলা ওরা শুনতে পেল। 'কি হচ্ছে ? তোমরা ঠিক আছ তো ?' স্পেনসারের জবাব দুঃখিত ডাক্তার। 'আমি বিমানকে আয়ত্তে রাখতে পারছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে, ঠিক হয়ে গেছে।'

'প্লেনকে অন্তত লেভেলে রাখার চেষ্টা কর। যাত্রীরা একের পর এক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।'

'এটা আমারই ভুলের জন্য হয়েছে।' জেনেথ বলে ওঠে। ও দেখতে পেল ডাক্তার প্রচণ্ড ক্লান্ত এবং ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না দুলছে। ডাক্তার, কোনক্রমে দরজার পোস্টকে ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে।

না, না ও যা বলছে ঠিক নয়। 'স্পেনসার প্রানিবাহি গলায় বলে উঠে। ওর

জন্য প্লেনটা ধ্বংসের মুখে পড়ত, তা নয়। আসলে আমার হাত বিমানকে আয়ত্তের ভিতর রাখতে পারছিল না। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার।'

বের্নাড' বিরক্ত ভাবে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করে। 'যতসব বাজে ব্যাপার।' ওরা শুনতে পেল একটা লোক চিৎকার করছে।

'রেডিওতে বল।' এবার মাইক্রোফোনে ডাক্তারের গলা জোরে জোরে বলতে শোনা গেল, 'তোমরা আমার কথা শোন! আতঙ্ক হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধিগুলোর মধ্যে সব থেকে কঠিন এবং সাংঘাতিকও বটে।' দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ওর গলাও থেমে গেল।

জেনেথ শান্ত ও উৎসাহের সাথে বলে 'এটা একটা ভাল চিন্তা। আমার আগেই ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন ট্রেলিভ্যানকে জানানো উচিৎ ছিল।'

স্পেনসার বলে, 'ঠিক বলেছ। যা হয়েছে ক্যাপ্টেনকে জানাও এবং বল আমাদের বিমান উঁচুতে উঠছে।'

জেনেথ মাইক্রোফোন বেতারে চাপ দেয় ভ্যাংকুবারে খবর পাঠাবার জন্য।

এই প্রথম সে ভ্যাংকুবার থেকে উত্তর পেল না। ও আবার ভ্যাংকুবারকে ডাকল, কিন্তু ওখানে কোন শাড়াশব্দ নেই। স্পেনসারের ভিতর ধীরে ধীরে আবার সেই ভয়ের পাহাড় মাথা তুলছে। সে জোর করে সে ওটাকে আয়ত্তে নিয়ে আসে।

'কি গণ্ডগোল হলো?' সে জেনেথকে জিজ্ঞেস করে। 'তুমি কি নিশ্চিৎ যে তোমার কথা ঠিকমত যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমি তো তাই মনে করি।'

'তুমি, মাইকে জোরে ফু দাও। যদি এটা কাজ করে তবে তুমি নিজের কথা নিজেই শুনতে পাবে।' স্পেনসার জেনেথকে পরামর্শ দেয়।

ও স্পেনসারের কথামত কাজ করে। 'হ্যাঁ আমি সব ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো ভ্যাংকুবার, হ্যালো ভ্যাংকুবার ৭১৪ বলছি। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো? ওভার।'

ওদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। 'হ্যালো ভ্যাংকুবার, ৭১৪ বলছি। দয়া করে উত্তর দাও। ওভাব।'

একই রকম নিস্তব্ধতা।

'আমি চেষ্টা করছি।' বলে স্পেনসার মাইক্রোফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে বোতামে চাপ দেয়, 'হ্যালো ভ্যাংকুবার, হ্যালো ভ্যাংকুবার, ৭১৪ থেকে স্পেনসার বলছি! ৭১৪ এর বিপদ। দয়া করে ধর।'

কিন্তু নিস্তব্ধতা কঠিন দেওয়ালের মত। ঐ মুহূর্তে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা তারা।

স্পেনসার বলে, 'বার্তাপ্রেরক যন্ত্রের ডায়ালে আমি কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছি।

আমি নিশ্চিৎ, আমরা ঠিকমত বার্তা পাঠাচ্ছি, ও আবার চেষ্টা করে, কিন্তু কো
ফল হল না।'

'মেডে, মেডে, মেডে। ফ্লাইট নং ৭১৪, গভীর বিপদে পড়েছে। কেউ উধাও
ওভার।'

কিন্তু বার্তা তরঙ্গ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে অচ
হয়ে গেছে।

'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের স্পন্দন সংখ্যা থেকে বিচ্যুত।'

'ওটা কিভাবে ঘটতে পারে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করনা। আমরা যেভাবে চলছি, তাতে যা কিছু ঘটতে পারে
জেনেথ, তোমাকে এখন ডায়ালের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।'

'আমাদের বার্তা তরঙ্গ পরিবর্তন করতে যাওয়া বিপজ্জনক নয় কি?'

'আমার অনুমান ওটা আগেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমি যা জানি তাহ'
রেডিও ছাড়া এর নাকটাকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং ঝামেলাটা কাটানো
আমি জানিনা এখন আমরা কোথায় আছি এবং আমি নিশ্চিৎ ভাবে বিমানটা
সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে নামাতে পারব কিনা।'

জেনেথ তার আসন থেকে গড়িয়ে নামল,তার মাথার পিছনের হেডফোনের কর্ড
টেনে সামনের দিকে নিয়ে এলো। ও রেডিও প্যানেলের কাছে চলে এল। ও খা
নিরূপক যন্ত্রকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকে আর তখনই ক্লিক করে শব্দ হ'ল। এরপ
ক্রমাগত টুপটাপ আর বিস্কুট ভাঙার মচমচানি শব্দ খাত থেকে নির্গত হতে থাকে।

ও বলে, 'আমি তো ঠিক রাস্তায় চালিয়ে যাচ্ছি।'

স্পেনসার উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, 'ওটাই ধরে থাক। তুমি কোন রাস্তা পে
যাবে।'

'যদি আমাদের প্রকৃত পথের হদিস পেতে হয় তবে প্রত্যেকটা চ্যানেল (খাত
বাজিয়ে দেখতে হবে।'

হঠাৎ দূরে থেকে কোন স্বর ভেসে এল।

'দাঁড়াও, ওটা কি?'

জেনেথ, দ্রুত চ্যানেল খোলে, ক্লিক শব্দ হয়। ভল্যুম বাড়িয়ে দাও।
স্পেনসার বলে।

(১২৮'৩ কে বলছি), অসম্ভব আন্তরিক স্বরে বক্তার কণ্ঠ ভেসে আসে
'ভ্যাঙ্কুবার, কণ্ট্রোল থেকে ৭১৪ কে বলছি।'

'১২৮'৩ ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন কর। উত্তর দাও। ওভার।'

'ওখানেই রাখ।' স্পেনসার জেনেথকে বলে। 'এটাই কি এখন নতুন বার্ত
স্পন্দন? আমাদের গ্রহ ভাগ্যকে ঐজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। এক্ষুনি সাড়া দাও।'

জেনেথ নিজের যায়গায় ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বার্তা পাঠায়, 'হ্যালো

ভ্যাঙ্কুবার ৭১৪ বলছি। তোমার কথা জোরে এবং পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাচ্ছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়। ওপারের বার্তা প্রেরকের গলায় আগ্রহ ও নিশ্চয়তার ভাব ফুটে উঠেছিল।

'৭২৪, ভ্যাঙ্কুবার বলছি।'

'আমরা তোমায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। কি হয়েছিল তোমাদের? ওভার।'

'ভ্যাঙ্কুবার, তোমার কথা শুনে আমরা আনন্দিত।' জেনেথ তার কপাল ধরে বলে। 'আমরা ঝমেলায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

হঠাৎ ইঞ্জিন কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং রেডিও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ওসব কেটে গেছে। আমরা এখন আগের অবস্থায় আছি। কেবল যাত্রীদের অবস্থা ভাল নয়। তারা আমাদের সমস্যাকে ভালভাবে নিচ্ছে না। আমরা আবার উচুতে উঠছে। ওভার।'

এ সময় ক্যাপ্টেন ট্রেলিভ্যান কথা বলছিল। আগের মতই সে আত্মবিশ্বাসী ও নিয়ন্ত্রিত কথা বলছিল। তবে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছিল তার কথায়। 'হ্যেলো জেনেথ আমার শুনে ভাল লাগল জেনে যে তোমরা স্পন্দন সংখ্যার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং সে ব্যাপারটা ধরবার মত তোমার বিচক্ষণতা দেখে। জর্জ, আমি তোমায় আগেই প্লেনের ইঞ্জিনের হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

'তুমি, প্লেনের বাষ্পীয় বেগের দিকে সব সময় নজর রাখবে। যদি ইঞ্জিন হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেয় এবং তুমি ওকে সচল করে তুলতে পার—তবে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় তুমি পাইলটের দক্ষতা হারাও নি।'

স্পেনসার অবিশ্বাস্যভাবে জেনেথকে বলে। 'তুমি বুঝতে পেরেছ?'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে। ওদের দুজনের মধ্যে তখন ফুটে উঠেছে মানসিক চাপ ও দুর্বলতার লক্ষণ। 'সম্ভবত তোমার ভিতর একটু আধটু ভয় থাকতে পারে। দু-এক মিনিট এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিলে ভয়টা কেটে যাবে। যখন তুমি বুঝতে পারবে কিছুটা উপরে বিমান উঠেছে তখন ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে আমায় কিছু রিডিং দিও। আমরা জ্বালানি ট্যাঙ্কের মাপাঙ্ক অনুযায়ী এবার চলব।'

যখন ক্যাপ্টেন, সংবাদগুলোর জন্য উঁচু গলায় জেনেথকে বলছিল, তখন যাত্রীদের দিকের দরজা খুলে বেয়ার্ড আবার মুখ বাড়াল।

বেয়ার্ড তার সামনের দুজনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যোগী হয়েছিল। ও তাদের ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং নিজেও পরীক্ষা করল। সে ভিতরে ঢুকে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল। হাঁটুগেড়ে পাইলট এবং কো পাইলটের পাশে বসে পড়ল। তারপর চোখ পরীক্ষার যন্ত্রের আলো দিয়ে ওদের পরীক্ষা করতে লাগল। ডানের কম্বল আংশিকভাবে তার গা থেকে গুটিয়ে গিয়েছিল। সে পা

জোড়া মাটিতে হাঁটু তুলে রেখেছিল। খুব আস্তে কাতরাচ্ছিল। পেটকে মনে হচ্ছিল জ্ঞান হারিয়েছে।

ডাক্তার কম্বলকে ভালভাবে জড়িয়ে শক্তভাবে বেঁধে দিল। ও দুজন রুগিকে একটা ভিজে টাওয়েল দিয়ে মুখে বুলিয়ে দিল। ও ওটাকে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়ে কোচের মত বসে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল। ডেকের ঢালু যায়গাটা ধরে উঠে দাঁড়াল। জেনেথ তখন মাইক্রোফোনে, তার পাওয়া ফিগারগুলোকে বলে যাচ্ছিল। কোন কথা না বলে ডাক্তার নিশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

দরজার অপরদিকে তখন আর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। এ যেন কোন বিমানের যাত্রীঘর এবং মনে হচ্ছিল যেন দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের কোন বিশাল ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। কিছুদূর অন্তর অন্তর জনাকীর্ণ কেবিন। কেবিনের ভিতর সিটগুলো হেলানো এক পুরোপুরি বর্জিত। তার উপর অসুস্থ যাত্রীরা কম্বলে মোড়া শুয়ে আছে। দু-একজন একেবারে স্থির। খুব ক্ষীণভাবে শ্বাস বইছে। অন্যেরা যন্ত্রণায় ধনুকের মত হয়ে যাচ্ছে। তাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনরা ভীত-ভাবে ওদের নীরিক্ষণ করছে অথবা কপালের ভিজে কাপড় পাল্টে দিচ্ছে।

ডাক্তার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ওর ইচ্ছা আরও কার্যকরীভাবে ও সাদা-মাটাভাবে ধর্মপোদেশ দেওয়া সামনে বসা লোকটাকে। ওকেই কিছুক্ষণ আগে উমি জোর করে আসনে বসতে বাধ্য করেছিলেন।

ওটোপট বলছিল, 'দেখ, অ্যাপেল, আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে বাষ্প বের করে দেওয়া ভাল। কিন্তু সবার সামনে, বিশেষ করে দরিদ্র ও মহিলাদের সামনে চিৎকার চেচামেচি করা ঠিক নয়।'

'সত্যি, আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ ডাক্তার চ্যাম্পিয়ন। যারা ওপরে অর্থাৎ কক্পিটে প্লেন চালাচ্ছে, তারাও। যদি আমাদের মাটিতে নামতে হয়, তবে ওদের বিশ্বাস করতেই হবে।'

সাময়িকভাবে দমে যাওয়া যাত্রীটি অটোপাটের থেকে চেহারায় দ্বিগুণ। সে একদৃষ্টিতে কঠিনভাবে কেবিনের জানলার কাচে তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ছিল। হোম্বুড়ে ক্ষুদে ইংরেজটা ডাক্তারের কাছে এল। ডাক্তার ওর হাতে চাপড় মেরে ধন্যবাদ জানায়।

বেয়ার্ড মজা করে বলে, 'তোমার কি মনে হয় না তুমি একজন যাদুকর ?'

ও বেয়ার্ডকে দৃঢ়ভাবে বলে, 'আমি কিন্তু ঐ লোকটার থেকে কম ভীতিজনক নই। সত্যই এটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার ! আর তুমি যদি আজ আমাদের সঙ্গে না থাকতে ডাক্তার,...' ওর গলা ধরে আসে। 'তুমি এখন সমস্ত ব্যাপার স্যাপারগুলো কি ভাবে সামলাচ্ছো ?'

বেয়ার্ড বলল, 'জানিনা কিভাবে চলছে ?' ওর চোখ কঠিন। 'ককপিটে ওদের কিছু সমস্যা হয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক। আমার মনে হয় স্পেনসার

সাংঘাতিক সমস্যার মধ্যে আছে। আমাদের সকলের থেকে ও সব থেকে বেশী দায়িত্ব পালন করছ।'

'আমাদের গন্তব্যস্থানে পেঁছুতে আর কত সময় লাগবে?'

'আমার কোন ধারণা নেই। আমি সময় সম্পর্কে সমস্ত ধারণা নষ্ট করে ফেলেছি। তবে আমাদের চলার পথ যদি ঠিক থাকে, খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। মনে হচ্ছে দিনে দিনে পেঁছে যাব।'

অটোপট তাকে খুবই শান্তভাবে প্রশ্ন করে, 'ডাক্তার তুমি প্রকৃতপক্ষে কি মনে কর? আমাদের নামার আশা আছে?' বেয়ার্ড ক্লান্ত ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়েছে। ও প্রশ্নটাকে পাত্তা দিল না। বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? সুযোগ সব সময় থাকে, আমি মনে করি। কিন্তু একটা প্লেনকে আকাশে চালাতে থাকা এবং তাকে মাটিতে নামানো, দশলক্ষ ভাগ টুকরো হতে না দিয়ে এত সব কারণ জড়িয়ে থাকায়, দুইটি আলাদা কিন্তু শক্তিশালী সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। আমি অতটাই ধারণা করতে পারি যা আমার কাছে পরিষ্কার। অন্যদিকে খুব একটা বেশীক্ষণ সময়ের ভিতর যাত্রীদের কারও মারাত্মক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ডাক্তার হাঁটু ভেঙ্গে গুটিসুটি বসে মিসেস চিলডারকে দেখতে থাকে।

ও কম্বলের নিচে চিল্ডারের কব্জি ধরে পরীক্ষার জন্য। ভদ্রমহিলার মুখ তখন মোচড়ান ও স্থির। চামড়া শুকনো। লক্ষ্য করে, ছোট ছোট নিশ্বাস জোরে বইছে। ওঁর স্বামী ব্যাস্ত ও উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করেন 'ডাক্তার আমাদের কি ওর জন্য কিছুই করার নেই?'

বেয়ার্ড, ওঁর রুক্ষ ও বসে যাওয়া চোখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে, 'মিঃ চিল্ডার, তোমার সত্য জানবার অধিকার আছে। তুমি বিবেচক মানুষ।'

'ব্যাপারটা সোজাসুজি তোমায় বলি, আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে তোমার স্ত্রীর জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করছি। মাটিতে স্পর্শ করার সাথে সাথে তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

চিল্ডারের ভাষাহীন মুখটা কেবল একবার হাঁ হ'ল।'

বেয়ার্ড বলে চলে, 'তুমি এটা ভাল বুঝবে।' বেয়ার্ড ইচ্ছে করে বলে চলে, আপনার স্ত্রীর জন্য যতটা করা দরকার, 'আমি করেছি, এবং দুঃখজনকভাবে কম। আগে হলে মরফিয়া দিয়ে যন্ত্রণা লাঘব করে দিতে পারতাম। এখন এ ব্যাপারে প্রকৃতি একমাত্র আমাদের দেখভালের দায়িত্ব নিতে পারে একথা ভেবে তুমি সান্ত্বনা পেতে পার।'

'আমি তোমার তা বলতে চাইনি।' চিল্ডারের গলার স্বর শোনা গেল। প্রতি-বাদি গলায় উনি বলেন, 'যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ডাক্তার।'

'নিশ্চয়ই ডাক্তার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য।' অটোপট আন্তরিকভাবে বলে ওঠে। 'আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

তুমি যা করেছ, কেউ তা করতে পারত না। একটা দারুণ কাজ ওটা।' বেয়ার্ড ক্লান্তভাবে হাসে। তার হাতটা মিসেস চিল্ডারের কপালে। ডাক্তার রূঢ়ভাবে বলে। 'দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাবার্তা কিন্তু পরিস্থিতিকে বদলাবে না। দেখ মিঃ চিল্ডার তুমি একজন সাহসী মানুষ। আর সেইজন্য তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তুমি ভুল পথে যেও না।' ও সত্যের মুহূর্তটা তিক্তভাবে ভাবতে থাকে। তাহলে ব্যাপারটা এই। আমি জানতাম এটা আজ রাত্তিরে ঘটতে চলেছে। প্রকৃত সত্যের এই হচ্ছে নোনতা স্বাদ। কোন প্রেমঘটিত, বীরত্ব নেই। তোমার জীবনে রং-বেরঙের চিন্তাধারা স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ, কোনটাই নেই। নেই এমন সব ভাবনা বা বহিঃপ্রকাশ যেগুলি তুমি চাও অন্যেরা তোমাকে নিয়ে চিন্তা করুক। এইটাই সত্য সম্ভবত। আর ঘণ্টাখানিকের ভিতর আমরা সবাই মরে যাব। অন্তত আমি যা তা নিজেকে মেলে ধরতে পারব। একটা পচা, যাচ্ছেতাই অকৃতকাম্য তার উদাহরণ।'

চিল্ডার আবেগ ছড়ানো গলায় বলল, 'আমি তোমায় বলছি, আমরা যদি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারব কি রকম কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ তোমার প্রতি আমাদের।'

বেয়ার্ড তার বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে এক যায়গায় করে। ও বলে ওঠে, 'ওটাই কি? আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন জল দিয়েছিলাম। পাশাপাশি প্রত্যেককে তিন ফোঁটা করে দেওয়া হয়েছিল।' ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'মিঃ চিল্ডার, আগের মত চালিয়ে যান।'

'তুমি আগে নিশ্চিত হয়ে নাও উনি প্রকৃতই গরম আছেন কিনা। ওঁর ঠোঁটকে ভিজে রাখ। তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে এখন একটু জল খাওয়াতে পার, তবে ভাল হয়। মনে রাখবে তোমার স্ত্রী অনেকটা জলের পরিমাণ হারিয়েছে।'

এদিকে ঠিক সে সময় ভ্যাঙ্কুবারের কন্ট্রোলরুমে হেনরি বুডরিক আর একবার কফি খেয়ে তার শরীরের জলীয় পদার্থ কিছুটা কমিয়ে ফেলে। হাতে মাইক্রোফোন ছাড়া, ট্রেলিভ্যান মাথায় বেতারযন্ত্র লাগিয়ে কথা বলছে। ও বলছে, 'র‍্যাডার, তুমি কি কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছ কোথাও থেকে?'

বাড়ির অপর প্রান্তে তখন, র‍্যাডার প্রধান তাঁর একজন সহকারি নিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দিগন্ত পর্দায় নিবদ্ধ। ট্রেলিভ্যানের কথার উত্তর শান্ত ও আলোচনামূলক গলায় বলেন, 'না কোন সাড়াশব্দ নেই।'

কন্ট্রোলারের দিকে তাকিয়ে ট্রেলিভ্যান বলে, 'আমি এদের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। তারা তাদের র‍্যাডারের গতিপথে এতক্ষণে থাকা উচিৎ।'

বুডরিক বলে, 'ভুলে যেও না স্পেনসার শেষ প্রচেষ্টায়, তার গতি হারিয়েছিল।'

ট্রেলিভ্যান স্বীকার করে, 'হাঁ, তা বটে।'

আবার বেতার যন্ত্রে বলে, 'র‍্যাডার, যখনই কোন হদিশ পাবে, আমায় সাথে সাথে জানিও।'

কন্ট্রোলারের দিকে ফিরে বলে, 'মেঘের মধ্যে দিয়ে ওকে নামিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছি না। এবং সেটার কারণ হচ্ছে, বিমান সঠিক কোথায় আছে এখন না জানার জন্য।

'মি গ্রিমসেল, এয়ারফোর্সকে আর একবার পরীক্ষা করে নিতে বল। পারবে পারবে তো?' এরপর রেডিও অপারেটরের দিকে ফিরে বলে তুমি ৭১৪কে দাও।'

'জর্জ এখন ভাল করে শোন। আমাদের এখন আবার পুরানো বিদ্যাটা অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু কাজটা আরম্ভ করার আগে আমি চাই আরও কিছু ব্যাখ্যা করতে যা তুমি ভুলে গিয়ে থাকতে পার অথবা ঐগুলো বড় বিমানের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। তুমি কি শুনছ? ওভার।'

জেনেথ উত্তর দেয়, 'বলে যাও, ভ্যাংকুবার আমরা তোমার কথা যত্নের সঙ্গে শুনছি ওভার।'

''ঠিক আছে ৭১৪। এখন তুমি মাটিতে নামার আগে কিছু পরিক্ষা-নীরিক্ষার ব্যাপার আছে। ওগুলো তোমার অবশ্য কর্তব্য। ওগুলো তোমার অতিরিক্ত কাজ। সেগুলো হচ্ছে ভূমিতে নামার জন্য। তুমি সব ওগুলো পরীক্ষা করবে। পরে কখন ও কিভাবে আবার ওগুলো করতে হবে, আমি যথা সময়ে তোমায় বলব। এবার তোমাকে প্রস্তুত করার জন্য ওগুলো একবার বলে যাচ্ছি।

প্রথমে বৈদ্যুতিক জলবাহী পাম্পটিকে খুলে রাখতে হবে। বিমান থামাবার চাপ ৯০০ থেকে ১000 পাউণ্ডে প্রতি বর্গ ইঞ্চি। ফাইটার প্লেন চালাবার সময়েই তুমি রপ্ত করে ফেলেছ নিশ্চয়। আর এক নতুন ভাবে জানালে তোমায় আঘাত করবে না নিশ্চয়। এবার চাকা নিচের দিকে নামিয়ে তুমি জ্বালানি তেলের পাম্প পরীক্ষা করবে এবং গ্যাস যথেষ্টভাবে প্লেনকে সাপ্লাই দিচ্ছে কিনা। শেষে দেখতে হবে মিকশ্চার এবং পাখা জোড়ার অবস্থা ভাল কিনা। সব কিছু বুঝতে পারলে? বেশ এবার আরম্ভ কর একটার পর একটা যেমন তুমি একবার করেছ। এবার আমি সুইচগুলোর কথা বলছি যাতে জেনেথ বুঝতে পারে। এবার আমি বলছি, ওগুলোর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে। লক্ষ কর।'

জেনেথ এবং স্পেনসার প্রত্যেকটা কন্ট্রোল লক্ষ করতে থাকে, যেমন যেমন ট্রেলি-ভ্যান নির্দেশ পাঠায়।

জেনেথ তুমি ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দাও ওর কথামত আমরা প্রত্যেকটা কনট্রোলকে ঠিকমত চিনতে পেরেছি। হ্যালো ভ্যাংকুবার, আমরা সবকটাকে দেখেছি।'

'ঠিক আছে ৭১৪। প্রত্যেকটা কণ্ট্রোল ঠিকমত দেখেছ। কোন সন্দেহ নেই তো জেনেথ? তোমরা একেবারেই নিশ্চিৎ? ওভার।'

'হ্যাঁ ভ্যাঙ্কুবার! আমি ওদের সবকটাকে দেখছি। ওভার।'

'৭১৪ আবার পরীক্ষা কর তোমাদের ফ্লাইট লেভেলে আছে কিনা। ওভার।'

'হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার। বিমানে লেভেলে চলেছে এবং মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ ৭১৪। এখন জর্জ, এবার পাখাকে আবার ১৫° কর, গতি দাও ১৪০। আমরা এখন চাকা নিচের দিকে নামিয়ে চলব। বাষ্পীয় গতি লক্ষ করতে থাক। প্লেনকে এখন ডানা মেলা ঈগলের মত লাগবে। যদি তুমি প্রস্তুত থাক তবে এস, শুরু কর।'

স্পেনসার পূর্বনির্দেশিত উপদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করতে থাকে। গভীর মনযোগে সে তার কাজগুলো পর পর করে যেতে থাকে। এদিকে জেনেথ, উৎকণ্ঠার সাথে বাষ্পীয় গতির রেট গুনতে থাকে। সে পাখা ও মাটিতে নামার লিভার চালনা করতে থাকে। ও যখনই গতিকে সংযত করল তখনই জোরে ধাক্কা খেল। মনে হ'ল, প্রথম প্রভাতী আলোর রেখা পূর্বদিক থেকে উঁকি মারছে।

এদিকে কন্ট্রোলরুমে, ট্রেলিভ্যান কিছু ঠাণ্ডা কফির স্বাদ নিচ্ছিল। সে বুডরিকের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়ছিল। চিবুকের খোঁচা দাঁড়িতে নীল রঙের দাগ, ওকে লাগছিল অসুন্দর। ঠিক একটা বুনো লোকের মত।

'এখন অবস্থাটা কেমন মনে করছ?' এয়ার লাইনসের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে। ক্যাপ্টেন উত্তর দেয়, 'যে রকম আশা করা যাচ্ছিল সে রকমই। কিন্তু সময় সাঙ্ঘাতিক ভাবে কমে যাচ্ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে পাখা এবং চাকা চালানোর অভ্যাসটা করে নেওয়া দরকার। স্পেনসার গতিপথে ফিরে আসার আগে বড়জোর তিনবার অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তাও যদি ভাগ্য সহায়ক থাকে। 'তুমি কি ওকে দিয়ে কিভাবে অবতরণ করতে হবে তার অনুশীনল করিয়ে নিচ্ছ?' কণ্ট্রোলার প্রশ্ন করে।

'নিশ্চয়ই। অন্তত দু থেকে তিন বার প্রাক্‌টিস না করিয়ে আমি ওকে বিমান নামাবার শেষ সংকেত দিতে পারিনা। ওর অভিজ্ঞতার ভরসা করেও না। আমি দেখতে চাই, ও নিজেকে কতটা সড়গড় করে নিয়েছে। তা না হলে—' ট্রেলিভ্যান বলতে ইতস্তত করে। বুডরিক, জ্বলন্ত সিগারেট মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে দিয়ে বলে। 'তা না হলে কি?'

ট্রেলিভ্যান ওদের একবার প্রদক্ষিন করে নিয়ে বলে, 'বেশ, আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি হওয়াই ভাল। যে লোকটা এখন ওপরে বিমানের চালকের ভূমিকায় বসে আছে, সে যুদ্ধির উপর কিছুটা আস্থা হারিয়েছে এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু লোকটি যদি তার আত্মবিশ্বাস ধরে না রাখতে পারে তাহলে, তারা সমুদ্র-তীর থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে।'

রডরিক চিৎকার করে ওঠে। 'কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অসুস্থ মানুষগুলো এবং বিমানটা সবটাই বিশাল লোকসানের খাতে চলে যাবে।'

ট্রেলিভ্যান, গোলাকার চেহারার ম্যানেজারের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে শীতল গলায় বলে। 'এটা আর কিছুই নয় হিসাব করে ঝুঁকি নেওয়া।'

'যদি আমাদের বন্ধুটিকে মনে করা হয় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে তবে জেনে রেখ তোমার প্লেনটাও খরচের খাতায় চলে যাবে।'

কণ্ট্রোলার ব্যাপারটাকে সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে, 'আমি ঠিক ঐ কথা বলতে চাইনি।

রডরিক, অস্বস্তির সঙ্গে বলে, 'গোল্লায় যাক। আমি ভাবতে পারছি না।'

ট্রেলিভ্যান বলতে থাকে। 'অতিরিক্ত বিপদ হিসাবে পাইলট যদি আমাদের এখানে নেমে পড়ে, তাহলে আগুন লাগবেই কিন্তু আমরা প্রত্যেক লোককে বাঁচাতে পারব। এটাই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের হবে। ও এমনকি জমিতে নামার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারব। এটাই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের হবে। কিন্তু ও যদি সাগরে নেমে পড়ে। তবে এটা নিশ্চিত, প্লেনকে আমরা আস্ত পাব না। আমরা কিছু যাত্রীকে বাঁচানোর সুযোগ পেতে পারি কিন্তু খুব অসুস্থদের নয়। এই অল্প কুয়াশা এবং বাতাসহীন আবহাওয়াতে জলও শীতল এবং আঘাত জনিত প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হবে। আমরা র‍্যাডারের সাহায্য ওকে কাছাকাছি অবতরন করাব, যাতে করে বিমানটাকে উদ্ধার করতে পারি।'

কণ্ট্রোলার তার সহকারিকে বলে নৌ বিভাগের সাথে যোগাযোগ কর। বিমান বিভাগকেও সংবাদ দাও। ওদের বলো, সমুদ্র তীরের কাছাকাছি থাকতে এবং পরবর্তি নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে।

দেওয়াল মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ট্রেলিভ্যান বলে, 'আমি এটা করতে চাই না। এর ফলে অসুস্থ যাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়বে। আমরা প্লেন জলে ডুবে যাওয়ার আগেই ওদের উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু এটা দরকার হতে পারে'; ও হেডফোনে কথা বলে, 'র‍্যাডার, তুমি কি কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছো?'

র‍্যাডারের দিক থেকে নিরুত্তাপ উত্তর এলে, 'এখনও পাওয়া যায় নি। তাহলে ধর। এক মিনিট। মনে হচ্ছে কিছু একটা ধরা পড়ছে। হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। আমি ওকে পেয়েছি। সে দক্ষিনে, দশ মাইল দূরে আছে।

'ওকে ডানদিকে ২৬৫ তে নিয়ে যাও।

'খুব ভাল কাজ করেছ।' ট্রেলিভ্যান বলে। সে এখন প্রস্তুত হচ্ছে ৭১৪ এর সাথে কথা বলতে। সুইচ বোর্ড অপারেটর বলে, 'এয়ার ফোর্স রিপোর্ট বলছে। দৃষ্টি গোচর হয়েছে। ওটা ইটি এ ৩৮ মিনিট। স্যার।'

'ঠিক আছে। ও সামনের মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলতে থাকে। 'হ্যালো ৭১৪ তুমি কি উল্টো নিয়ম চালাচ্ছ পাখার জন্যই? ওভার।'

জেনেথের গলা ভেসে এলো, 'হ্যাঁ, ভ্যাঙকুবার। ওভার।'

'এখন কি কোন অসুবিধা বোধ করছ? বিমান কি সোজা এবং লেভেলে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ ভ্যাঙকুবার। পাইলট বলছে, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে।'

'সুন্দর ৭১৪। আমরা এখন তোমায় র‍্যাডারে দেখছি। তোমরা, দক্ষিনে, গমন পথের বাইরে দশ মাইল চলে গেছ। আমি চাইছি তুমি সাবধানে তোমার ডান দিকে চলে এস এবং ভাল চালিয়ে তোমার বর্তমানে গতি ঠিক রাখ। আর বিমানকে আবার বলছি ২৬৫ তে রাখ। পরিষ্কার হয়েছ? ওভার।'

'বোঝা গেছে, ভ্যাঙকুবার।' ট্রেলিভ্যান জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বাইরের অন্ধকারে একটা সামান্য আলোর প্রলেপ। 'তারা অন্তত কিছুটা দেখতে পারে। যদিও সেটা শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত সম্ভব নয়।'

কন্ট্রোলার বলে, 'আমি সব কিছু সাজিয়ে রাখব।' ও তার সহকারিকে ডেকে বলে, 'স্ট্যাম, টাওয়ারকে সাবধান করে দাও। ওদের বল অগ্নি নির্বাপক সংস্থাকে সাবধানে থাকতে। সুইচ বোর্ড অপারেটারের দিকে ফিরে বলল, 'শহরের কর্তাদের দাও।'

বুডরিক বলল, 'তারপর প্রেসরুমে হাওরার্ডকে দাও।' ও ট্রেলিভ্যানকে বলে, 'আমরা ওদের ব্যাখ্যা করে বলি, ওরা লাফিয়ে পড়ার আগে সমুদ্রে পড়তে পারে। কোন দেরি নয়।' ওর হঠাৎ মনে পড়ল। ক্যাপ্টেনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'আমি স্বীকার করতে পারি না একথার অর্থ অসুস্থ যাত্রীরা মরছে না। আমি নিজের গলা কেটে ফেলব।'

ট্রেলিভ্যান, ওর কথায় কান দিচ্ছিল না। ও নিজেকে একটা চেয়ারে ছেড়ে দিল, ওর মাথা হেলানো। চোখের উপর হাত। তার সম্পর্কে, তালগোল পাকানো ফিসফিসানি ওর কানে যাচ্ছিল না। কিন্তু সম্প্রসারক যন্ত্রের মধ্যে যখন প্রথম তোতলানো গলা ভেসে এল, তখন ক্যাপটেন নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। সে মাইক্রোফোন ধরবার জন্য এগিয়ে গেল।

হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার। জেনেথের গলা শোনা গেল। 'নির্দেশানুসারে আমরা এখন ২৬৫ এর মাথায় আছি। ওভার।'

'৭১৪, খুব ভাল', ট্রেলিভ্যান খুশী গলায় বলে। 'তোমরা দারুন করছ। এস, ওগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিই। কি বল? এইটা তোমার এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে শেষ প্রশিক্ষণ। জর্জ, সে কারণে এটা যেন ভাল হয়।'

কন্ট্রোলার তখন গভীর ভাবে ব্যস্ত টেলিফোনে কথা বলতে। 'হ্যাঁ ওরা আমাদের সাথে আধঘন্টার মধ্যে মিলবে। চল, প্রস্তুত হয়ে আসল যায়গায় যাই।'

দশ

০৫·০৫-০৫২৫

স্পেনসার তার যন্ত্রনাময় পা-জোড়াকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। তার সমস্ত শরীরকে যেন ঘুষি মেরে কালশিরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উৎকণ্ঠাও মনোনিবেশের প্রচেষ্টার জন্য সে তার শক্তি অহেতুক ভাবে খরচা করে ফেলেছে। তাই সে যখনই হালকা হয়েছে সেই মুহূর্তে ওর দারুন ভাবে শক্তি খরচ হয়ে যাচ্ছে। ও সজ্ঞানে জানছিল যে ওর হাত কাঁপছে। ও তাদের সংযত করার জন্য কোন চেষ্টা করছিল না। যখন সে লক্ষ করছিল যন্ত্রপাতিগুলোর অবিরাম নড়াচড়া তখন একটা আলোর ধারা ওর চোখের সম্মুখে বার বার লাফিয়ে উঠছিল। সেগুলো আবার পাকানো কাপড়ের মত ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছিল।

সব সময়ে তার অন্তর্মুখি মনের কথা ও শুনতে পাচ্ছিল : যাই করনা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'র না। যদি পালিয়ে যাও তাহলে তুমি শেষ। মনে রেখ এই ধরনের ঘটনা অনেক সময় যুদ্ধে ঘটে। তুমি ভাবলে শেষ প্রান্তে তুমি পেঁাছে গেছ তুমি সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যাবে, তোমার মধ্যে এক ফোটাও এনার্জি থাকবে না। কিন্তু প্রত্যেক বারই তোমার ব্যাগে কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে যেটা তোমার শেষ জমানো যা তুমি জানতে না যে তোমার করার কিছু আছে।'

ও জেনেথের দিকে তাকায় ওর সাথে কথা বলবে বলে ও জেনেথকে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা ঐ সময়টা কি করে নষ্ট করলাম?' ও জানত। ওর সময় শেষ হয়ে এসেছে।

জেনেথকে মনে হচ্ছিল ও স্পেনসারের প্রশ্নের উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করছে। ও উৎসাহের সাথে বলে, 'আমরা সব ভাল কাজ করেছি। যাই হোক আমার ক্যাপ্টেনের কথা শুনে মনে হয়েছে ও খুশি হয়েছে। তাই নয় কি?'

'আমি ভাল করে ওর কথা শুনতে পাইনি। গলার পেশীগুলোকে আরও সহজ করার জন্য ঘাড়কে এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকে স্পেনসার। আমি কেবল ঐ ধরণের আশা করতে পারি। আচ্ছা আমরা কতবার ঐ পাখা এবং চাকার ওঠা নামার জন্য রুটিন কাজ করলাম? তিনবার হবে? ও যদি আমাদের আর একবার করতে বলে, তবে আমি করব—স্থির হও। নিজেকে সতর্ক করো।'

তোমার মানসিক অবস্থা মহিলাটি যেন জানতে পারে না। জেনেথ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা রুমাল বার করে ওর চোখ এবং কপাল মুছে দেয়। এবার এস ভাল করে ধর। বুঝলে হে নীলমুখো ভীতু লোক, এটা তোমার স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফল। তোমার যদি ভাল লাগে তবে ট্রেলিভ্যানের কথা ভাব। এখনি কি রকম আরামের যায়গায় না আছে? সে মাটিতে নিরাপদ, যথেষ্টই নিরাপদ। কিন্তু ধর ও কোন কিছু ভুলে গেল—

'সূর্য উঠে পড়ছে। লক্ষ করেছ?' জেনেথ বলে।

ও চোখ তুলে প্রশ্ন করে, 'নিশ্চিৎ কেন?' সামনের দিকে পশ্চিম প্রান্তে মেঘের কাপেটে গোলাপী আর সোনালী রঙের ছোপ সেখানেও আকাশের চাঁদোয়া উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে, উপলব্ধি করা যায়। দক্ষিনে, বিমানের ডানদিকে দুটো পাহাড়ের চূড়া ও দেখতে পাচ্ছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দলা পাকানো তুলোর সমুদ্রে দ্বীপ জেগে আছে।

ও বলে। 'আমাদের পেঁছুতে আর দেরি নেই।'

ওকে ডাকে জেনেথ।

জেনেথ উত্তর দেয়, 'হাঁই'

'বুঝলে, আমাদের নিচের নামার আগে শেষ একবার পাইলটদের দেখে নেওয়া উচিৎ। তুমি জান আমাদের হয়ত একটু লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা বলে ওদের তো আমরা এভাবে ফেলে রেখে দিতে পারি না।'

জেনেথ, ওর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায়।

'তুমি কি, এক মুহূর্তের জন্য ওখানে গিয়ে দাঁড়তে পার?'

'ভেব না আমি খুব তাড়াতাড়ি চিৎকার করে কথা বলতে পারি।'

জেনেথ তার মাথা থেকে হেডফোন খুলে ফেলল। সিট থেকে উঠে সবে পা বাড়িয়েছে এমন সময়, যাত্রী ডেকের দরজা খুলে বেয়ার্ড মুখ বাড়ায়।

বেয়ার্ড বলে, 'ও তুমি দেখছি বেতার বার্তায় যন্ত্র খুলে ফেলছে।'

'আমি ক্যাপ্টেন এবং সহকারিকে একবার দেখার জন্য যাচ্ছিলাম। ওরা নিরাপদে আছে কিনা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য।'

ডাক্তার জেনেথকে বলে, 'তোমার ওসবের দরকার নেই। তোমরা যখন ব্যস্ত ছিলে তখনই আমি ওদের দেখে গেছি। সেটা কয়েক মিনিট আগের ঘটনা।'

স্পেনসার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'যাত্রীদের ওখানে কি রকম চলছে। তুমি কি ভাবে ওদের সামলাচ্ছ?'

বেয়ার্ড, চাঁছাছোলা ভাবে বলে, 'সেইজন্য আমি ভিতরে তাকিয়ে ছিলাম।'

'আমরা যদিও অনেকটা সময় পার করে ফেলেছি। কিন্তু দ্রুত এগোচ্ছি।'

'বেতার বার্তায় তোমার কোন খবর কি পাঠাতে হবে।'

'আমার দরকার নিচে একজন ডাক্তারের। কিন্তু আমার ধারনা এখন বেশী দরকার বিমানটাকে কিভাবে আকাশে উড়িয়ে রাখা যায়।'

'এখন সময় কত হবে?'

'ভাল আর আধঘণ্টা আছে। বিমান কি রকম শব্দ করছে?'

বেয়ার্ডের সন্দেহপূর্ণ কথা শোনা যায়।

'আমি জানি না।' ও স্পেনসারের আসনের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ভিতর দিয়ে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা ফুটে উঠছিল। ওর

জামার হাতা ঝুলছিল টাইও পরিত্যক্ত। ডাক্তার বলে 'দুজন রুগীর একেবারেই অসহায় অবস্থা।' বিনাচিকিৎসায় ওরা কতক্ষণ লড়তে পারবে আমি বলতে পারছি না। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ যে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে পারি আরও কিছু যাত্রীর অবস্থাও খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে পড়বে।'

স্পেনসার মন্তব্য করে, 'ওখানে কেউ কি তোমায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে? তুমি বেট ফেলতে পার তানাহলে ব্যাপারটাকে সামলানো যেত না। ঐ ইংরাজ লোকটা সত্যি বলবার মত। ও যদি সাহায্যের—' কথা শেষ হয় না।

কানের বেতার যন্ত্র আবার চালু হয়ে গেল। 'হ্যালো ৭১৪ ভ্যাংকুবার বলছি। ওভার।'

স্পেনসার জেনেথকে তার আসনে ফিরে গিয়ে বসতে বলল এবং তার হেডফোন তাড়াতাড়ি লাগিয়ে নিতে বলল।

বেয়ার্ড বলে, 'বেশ আমি চলি এখন।'

'আবার আসব। ভাগ্য তোমাদের সহায়ক হোক।'

'এক মিনিট।' স্পেনসার ডাক্তারকে বলে।

তারপর জেনেথকে ইশারা করে।

'৭১৪ বলছি।' জেনেথ তার মাইক্রোফোনে বলে। 'যে কোন মুহূর্তে আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি।'

'ডাক্তার।' স্পেনসার তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, 'আমি তোমায় বোকা বানাতে চাই না। হয়ত তোমার শুনতে কঠিন লাগবে। আমাদের সে কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' ডাক্তার কিছুই বলল না। 'আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ। যাত্রীরা বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেতে পারে। তুমি দেখ যাতে ওরা নিজ নিজ আসনে থাকে।' বেয়ার্ডকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও কথা বলার জন্য মনে মনে শব্দের অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। তারপর ও বলতে থাকে, কথায় রূঢ়তা। 'তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর। আর বাকিটার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।' ও স্পেনসারের কাধে একটা চাপড় মেরে চলে গেল।

জেনেথ বার্তাযন্ত্রে বলে, 'ভ্যাংকুবার, এগিয়ে যাও।'

'হ্যালো ৭১৪' ট্রেলিভ্যানের বিশ্বাস ভরা দৃঢ়তাপূর্ণ গলা ভেসে আসে।

'জর্জ ল্যাণ্ডিং-এর জন্য শেষ দৌড়ের আগে তুমি সাময়িক অবসর পাচ্ছো।'

'আমাদের যোগাযোগ রাখা দরকার। তুমি এখন আমার কথা শোন। তুমি একবার পরীক্ষা করবে? ওভার।'

স্পেনসার, জেনেথকে বলে, 'ওকে বলে দাও, আমি কিছুক্ষণ যাবৎ পা জোড়া ওপরে তুলে বসে আছি। ওকে আরও বল, ওর কথা এই বিপদসংকুল সময়ে প্রেরণা

দাতার কাজ করছে।" স্পেনসার ভাবে, 'প্রেরণা-দাতা'। অনেকদিন আগের বহু ব্যবহৃত কথা। এখন আবার ও খুঁড়ে তুলেছে।

জেনেথ মাইক্রোফোনে বলতে থাকে, '...খুব সংক্ষিপ্ত একটু বিশ্বাস। আর আমাদের প্রেরণাদাতা। তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি।' ট্রেলিভ্যানের গলা ভেসে আসে, 'ঠিক হচ্ছে জর্জ'। আমাদের বিমান চালাবার প্রশিক্ষণ তোমায় একটু ধীর গতি করে ফেলেছে। যদিও ওগুলো একপক্ষে ভাল এবং তুমি যখন নিচের দিকে নামতে থাকবে। ওটা তোমায় হালকা করবে।'

'তুমি এখন তোমার যায়গায় প্রস্তুত হয়ে বস। উচ্চতা কমানোর জন্য রেডি থাক। এখন, প্রথমেই আমি জেনেথের সাথে কথা বলতে চাই। জেনেথ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যালো ভ্যাঙকুবার, হাঁ, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি।'

'জেনেথ, যখন তোমাদের প্লেন মাটিতে নামবে আমি চাই তুমি চটপট জরুরী অবতরণের নিয়মাবলি শিখে নাও। ওগুলো যাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে প্রয়োজন। তুমি বুঝেছ? ওভার।'

'বুঝতে পেরেছি ক্যাপ্টেন। ওভার।'

'আর একটা কথা জেনেথ। ল্যাণ্ডিং-এর আগে আমরা পাইলটকে বলব জরুরী ঘণ্টা বাজাতে। এখন জর্জ শোন, বেলের সুইচটা তো পাইলটের সিটের ডানদিকে এবং লাল রং করা।'

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?' স্পেনসার জেনেথকে জিজ্ঞেস করে মুখ না তুলে। 'হ্যাঁ, ওটা এখানে আছে।' জেনেথ উত্তর দেয়।

'ঠিক আছে। ঠিকমত মনে রেখ।' ট্রেলিভ্যান বলতে থাকে, 'ঐটাই তোমার শেষ বিপদ্ সংকেত। কারণ আমি চাই তুমি যাত্রীদের সঙ্গে নিরাপদে অবতরণ কর।'

স্পেনসার বলে ওঠে, 'ওকে বলে দাও তা সম্ভব নয়। তোমাকে আমার সামনে নিশ্চিতভাবে দরকার।'

'হ্যালো ভ্যাঙকুবার।' জেনেথ বলে। আমি তোমার উপদেশগুলো বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পাইলটের আমাকে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রয়োজন। ওভার।'

অনেকক্ষণ কোন শাড়া শব্দ নেই। তারপর ট্রেলিভ্যানের গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে ৭১৪। আমি তোমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু জেনেথ এটা তোমারই কাজ, যাতে জরুরী অবতরণের সময় সবরকম সাবধানতা নেওয়া যায়, তা দেখা।'

'এমন কি কেউ আছে, যাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দায়িত্ব দিতে পার?'

স্পেনসার বলে, 'ডাক্তারের কি খবর?'

জেনেথ মাথা নেড়ে বলে, 'তাঁর নিজের প্রচুর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, আমাদের ঘাড়ে না হয় আর একটু বোঝা চাপবে। আমরা যদি নামার সুযোগ পাই। তবে তোমাকে এখানে আসতে হবে।'

জেনেথ ইতস্তত করছিল। তারপর বার্তা পাঠানোর বোতামে চাপ দেয়।

'হ্যালো ভ্যাংকুবার, ডাক্তার বেয়ার্ডকে অসুস্থ যাত্রীদের তদারকিতে থাকতে হচ্ছে। আমি মনে করি, < জরুরী অবস্থার সামাল দেওয়ার পক্ষে উনি সব থেকে উপযুক্ত লোক। আর একজন লোক ওঁকে সাহায্য করতে পারে। ওভার।'

'হেলো জেনেথ, খুব ভাল। তুমি নিজেকে আলাদা করে নিও। এখন ডাক্তারকে সমস্ত কার্যপ্রণালী খুব যত্নের সাথে বুঝিয়ে বল। কোনরকম ভুলভ্রান্তি থাকে না যেন। তুমি আমায় জানাও কখন কাজে নেমে পড়ছ?'

জেনেথ তার মাথা থেকে হেডফোন খুলে ফেলল এবং নিজের সিট ছেড়ে উঠে পড়ে।

'এবার জর্জ,' ট্রেলিভ্যান বলতে থাকে তুমি লক্ষ্য রাখ যাতে তোমার রুট ঠিক থাকে। প্রয়োজন মত সমস্ত ভুলত্রুটি শুধরে দেব।

'ঠিক এই মুহূর্তে তুমি যতই এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে আসছ আমি তোমায় কক্‌পিটের পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দেব। আমি চাই তুমি তাড়াতাড়ি ঐগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে পড়ো। তোমার পুরানো বিমান চালনার অভিজ্ঞতা থেকে কোন কোন ব্যাপার স্মরণ করতে পারবে।'

'আগে নিশ্চিত হও যন্ত্রগুলো ঠিক কোথায় আছে।'

'তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে এখনই উপযুক্ত সময় জেনে নেওয়ার। আমাদের যর্তগুলো সম্ভব নকল দৌড় এখন সেরে নিতে হবে। কিন্তু আসল দৌড়ের সময়ে, তোমাকে সমস্ত কার্যপ্রণালী ঠিকমত ও সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে হবে। আমরা প্রথম পরীক্ষা করব এখন। জেনেথ, প্লেনকে ওপরে ওঠাও।'

ভ্যাংকুবারের কণ্ট্রোলরুমে ট্রেলিভ্যান মুখ থেকে নিভে যাওয়া সিগারেটটা টোকা মেরে বাইরে ফেলে দিল। দেওয়ালে টাঙানো ইলেকট্রিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে কণ্ট্রোলারের কাছে ফিরে গেল।

ও জিজ্ঞেস করে, 'ওদের কত গ্যাস আছে?'

গ্রীমসেল, ক্লিকবোর্ড তুলে নিয়ে বলে, 'নব্বই মিনিট ওড়বার মত তেল আছে।'

বুডরিক জিজ্ঞেস করে, 'কোন ফোনে আছে? তুমি ফিগারে দেখিয়েছিলে। 'সারকিট ঘুরে এ্যাপ্রোচ যেতে অনেক সময় পাওয়া যাবে। বলেছিলে না?'

'ঐ রকমই হওয়ার কথা।' ট্রেলিভ্যান বলে। এটা একটা একজনের উপর নির্ভরশীল বিমান। এটাই বোধহয় প্রথম নিদর্শন। কিন্তু এর উপর কড়া নজরদারি কম। গ্রীমসেল রাখবে তো?' যদি শেষ অবলম্বন হিসাবে সমুদ্রে পড়তে হয়। তবে আমাদের হাতে অনেকটা রসদ রাখতে হবে যাতে সমুদ্রের উপর দিয়ে অনেকটা পথ যাওয়া যায়।'

অপারেটর বলে ওঠে। 'মিঃ বডরিক আপনার প্রেসিডেন্ট লাইন ধরেছেন।' বডরিকের মেজাজি উত্তর আসে, 'এ সময়ে তার ফিরে যাওয়ার কথা। ওকে বল, আমি এখন কথা বলতে পারছিনা। ওকে ম্যাপল লিফ অফিসের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও। এক মিনিট দাঁড়াও। আমাকে প্রথমে অফিসকে দাও।' ও একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। 'তুমি কি ভেবে বসছ? তাড়তাড়ি কর। তোমার ব্যাপারে আশ্চর্য হচ্ছি। শোন, বৃদ্ধ লোকটা ফোন ধরে আছে। তাকে যতক্ষণ পার ঠেকিয়ে রাখ। ওকে বলে দাও ৭১৪ নিজের রাস্তায় ঠিকঠাক আছে। আর, ওরও যা প্রার্থনা, আমাদেরও তাই। আমি ওকে সোজাসুজি ফোন করব। ওকে স্পষ্ট করে কিছুর বলার দরকার আছে। তারপর আমি মনে করি উনি একটা প্লেন নিয়ে এখানে হাজির হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, বাচ্ছা ছেলে?'

সহকারি কন্ট্রোলারের দিকে ফিরে তার প্রধান কর্তাকে বলছিল, 'হাওয়ার্ড বলছি। ও বলছে, সাংবাদিকরা—'

ওর হাতটা একটা টেলিফোনের উপরে ছিল।

'আমি দেখছি।' কন্ট্রোলার টেলিফোন ওর হাত থেকে নিয়ে বলে, 'শোন ক্লিফ। আমার, কাজের বাইরে কোন কোন ধারণা নেই। ব্যাপারটা এখন জটিল হয়ে গেছে···'হাঁ। আমি জানি। ওদের যদি চোখ থাকে ওরা নিজেরাই দেখতে পারে।' ও শব্দ করে, রিসিভারটা রেখে দেয়।

বডরিক বলে, 'আমি মনে করি, ছোকরা সুন্দর কাজ করছে।'

'হাঁ, ঠিক।' কন্ট্রোলার বলে। 'আর ঐ সাংবাদিকের দল চুপচাপ থেকে ওদের কাজ করবে না। ওরা জ্বালাতন করবেই। কিন্তু আমাদের নিজেদের পথে এখন ঠিক থাকতে হবে।'

ট্রেলিভ্যান রেডিও প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওর আঙুলগুলো, অন্য-মনস্কভাবে ড্রাম বাজাচ্ছিল। ওর চোখ ঘড়িতে নিবদ্ধ ছিল। প্রভাতী সূর্যের রেখা ধীরে ফুটে উঠছে। চারিদিকে জরুরী অবস্থার তৎপরতাপূর্ণ উদ্যমে চলছে।

একটা হাসপাতালে, একজন নার্স টেলিফোনে পাশের টেবিলে কর্মরত ডাক্তারের সাথে কথা বলছিল। মহিলা ডাক্তারের কোট তার হাতে দিল। ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে, হাসপাতালের ওপরের দরজা খুলে গেল। তা দিয়ে পর পর দুটো এ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে এল।

শহরের একটা দমকল হলঘরে, কয়েকজন কর্মি তাস খেলছিল। ওদের ভিতর রিজার্ভে থাকা একজন তাস ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। তখন দরজায় বেল বাজছিল। যেতে যেতে সে ইউনিফর্ম টেনে নিয়ে গেল। শেষ লোকটা যাবার সময় পিছনে এসে টেবিলের কাছে লোকটার কাছে এল। তারপর, বিরুদ্ধ পক্ষের

একজনের কার্ড তুলে নিল। লোকটা ভুরু তুলে তাস ছিনতাইকারির দিকে তাকিয়ে তার পিছু ধাওয়া করল।

সি আইল্যাণ্ডের ব্রিজের কাছের ছোট ছোট বাড়ির সমষ্টিগুলো, বিমান ক্ষেত্রের এক লাইনে রয়েছে। পুলিশ, পরিবারগুলোকে দুটো বাড়িতে জড়ো করছিল। বেশির ভাগ লোকই রাতের পোষাকে বেরিয়ে পড়েছে। একটা ছোট মেয়ে এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। তার পরণে পায়জামা। একজন পুলিশ-কর্মী তাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে একটা বাসে তুলে দিল। সে ড্রাইভারকে বলল, তখনই যাত্রা করতে।

'হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার' জেনেথ বলে। ও অল্প হাঁপাচ্ছিল।

'আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি। ওভার।'

ট্রেলিভ্যান একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, 'ভাল মেয়ে।'

'এবার জর্জ।' ও তাড়াতাড়ি বলতে থাকে। 'ঘাড় কিছুটা আমাদের বিরুদ্ধে ছুটছে। প্রথমে, তুমি উচ্চতামাপকে যন্ত্রক ৩০'১ রাখ। তারপর বাষ্পীয় নিয়ন্ত্রক ভালবকে পিছনে নিয়ে এস কিছুটা। কিন্তু তোমার এয়ার স্পিডকে স্বাভাবিক কর যতক্ষণ না তুমি উচ্চতাকে প্রতি মিনিট ৫০০ ফিটে নামিয়ে আনতে পারছ। তুমি যন্ত্রগুলোর দিকে তীক্ষ্ন নজর রাখ। তোমাকে মেঘের মধ্য দিয়ে অনেকটা নামতে হবে।'

স্পেনসার, তার আঙুল ছাড়িয়ে ভাল্বগুলোর চারপাশে রাখে। উত্তরন-অবতরন নির্দেশক কাঁটাটি ধীরে ধীরে পড়তে থাকে এবং কিছুটা অনিয়মিত ভাবে ৬০০ তে নেমে আসে।

তারপর উর্ধে ওঠে, মোটামুটি ৫০০তে অবস্থান করতে থাকে।

ও বলে ওঠে, 'আবার মেঘ আসছে।' সামান্য দিনের আলোর চিহ্নগুলো সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল। 'ওকে জিজ্ঞেস কর নিচে মেঘের স্তর কতটা?'

জেনেথ প্রশ্নটা নিচে রিলে করে।

ট্রেলিভ্যান বলে, 'মেঘের স্তর মোটামুটি ২০০০ ফিট হবে।'

'তোমার উচিৎ হবে ঐ-স্তর ভেদ করে বিমান বন্দরে পেঁছুতে হবে। দূরত্ব হবে পনেরো মাইল।'

'ওকে বলে দাও আমরা এখন মিনিটে পাঁচশ ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছি।' স্পেনসার, জেনেথকে বলে।

জেনেথ ওর কথামত বার্তা পাঠায়।

'ঠিক আছে ৭১৪। এখন জর্জ, শোন, তোমায় একটু কুশলী হতে হবে। লক্ষ রখ যাতে তোমার একাগ্রতা নষ্ট না হয়। অবরতনের কাঁটার দিকে সমানে নজর রাখ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি পার, তবে, তোমায় বলব অবতরনের যে নিয়মাবলি আছে, সে জন্য কন্ট্রোলগুলোর দিকে তোমায় ঠিকমত নজর দিতে হবে। তুমি কি

ঐগুলো ঠিকমত পালন করতে পারবে ?'

স্পেনসারের উত্তর দিতে অসুবিধা হল না। ওর চোখগুলো যন্ত্রপাতির প্যানেলে স্থির হয়েছিল। ও ঠোঁট নাড়ছিল, ধীরে ধীরে কথা বলছিল।

জেনেথ বলল, 'হ্যা ভ্যাংকুবার, আমরা চেষ্টা করব।'

'তাহলে ঠিক আছে। যদি কোন কিছু তোমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে জানিও।' ট্রেলিভ্যানের হাতটা ধরে কেউ নাড়া দিল ওকে বাধা দেবার জন্য। ওর চোখ ঘুরতে থাকে যখন ও দেওয়ালের শূন্য যায়গায় বিমানের কক্‌পিট নজর করে।

'জর্জ', এবার শোন। এখন যা বলছি তা তুমি নামার সময় করবে। প্রথমেই তুমি নলবাহী জলের পাম্পের সুইচটা চালিয়ে দাও জলের প্রবাহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এগুলো এখন মনে রাখবে। ব্যবহার করবে না। মাপার যন্ত্রটি প্যানেলের বাঁদিকে। আবর্ত্তন নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের নিচে বাঁদিকে আছে। পেয়েছে ? ওভার।'

ট্রেলিভ্যান জেনেথের উত্তর শুনতে পেল 'ভ্যাংকুবার, পাইলট সব জানে। সে সুইচটাও দেখতে পেয়েছে।'

"ভাল ৭১৪। এটা বেশ আশ্চর্যের যে ব্যাপারগুলো পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখে। তাই নয় কি জর্জ ?'

ট্রেলিভ্যান রুমাল বার করে তার ঘাড় মুছল, 'এরপর তোমায় বরফ অপসারনের যন্ত্র খুলতে হবে। ঐ যন্ত্রটা অবশ্যই গেজের উপর প্যানেলের ডানদিকে, জেনেথের একেবারে সামনে। নির্গমন-বেগ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি এর ঠিক পরেই। ঐগুলো সহজই। কিন্তু অবতরণের সাথে সাথে সমস্ত নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হবে। জর্জ, নামার নির্দেশকটি দেখতে পাচ্ছ ? এরপরের কাজটা হল চাপের দ্বারা গতি নিয়ন্ত্রন। দুটো মাপার যন্ত্র এক্ষেত্রে লাগে, ভিতর থেকে গতি নিয়ন্ত্রন। এগুলো একটু আগে দেখা জলবাহী নলের ডান দিকে। ওভার।' কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর জেনেথ নিশ্চিৎ করে, ভ্যাংকুবার ওদের দেখতে পেয়েছি। ওরা, ৯৫০ এবং দাড়াও, হ্যাঁ ১০১০ পাউন্ড রিডিং দিচ্ছে ? এটা কি প্রতি এক বর্গ ইঞ্চি হিসাব হবে ?

'তাহলে ওরা ঠিক আছে আছে। কেবল মাটিতে নামার আগে আর একবার পরীক্ষা করে নিতে হবে। এবার বায়ু যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট দুটি প্লেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ওগুলোকে ১/৪ অংশ বন্ধ করে রাখতে হবে, সুইচ জেনেথের বাম হাঁটুর ডানদিকে। তুমি এর ১/৩ অংশের দাগগুলো লক্ষ করবে। তুমি কি ঐগুলো খুজে পেয়েছ ? ওভার।'

"হ্যাঁ, ভ্যাংকুবার, ওটা দেখতে পেপেছে। ওভার।'

'জেনেথ, তুমি ঐটার উপর তোমার কাজ এখন শুরু করে দিতে পার। সুইচ শোভা পাচ্ছে, বিমান ক্ষেত্রের আলো এবং বিমানের ভিতরে ঠান্ডা রাখার সুইচ এগুলো একেবারে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত করা আছে। সুইচগুলো পুরোপুরি

চালু করে দিতে হবে। ঐ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবে। জেনেথ। বুঝলে তো? এরপরেই আসছে, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অবতারণের জন্য গিয়ার সঠিক ভাবে ব্যবহার করা। তুমি হয়ত অভ্যাসবশত ঐ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করেছো। কিন্তু এখন তোমার মনে একেবারে গেঁথে ফেলতে হবে। পাখাগুলো চালিয়ে শেষ করতে হবে চাকা নামিয়ে এবং পুরোপুরি লক করে।

যখন প্লেনটা মাটি ছুঁতে যাবে, তখন পাখা পুরোপুরি নামিয়ে দিতে হবে এবং তুমি তখন অবতরণ করছ। আমি যথাসময়ে ঐ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ পাঠাব। তোমরা দুজনে কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? ওভার।'

স্পেনসার বলল, 'ওকে বলে দাও, ধন্যবাদ, সব কিছু বোঝা গেছে। এর চক্ষুদ্বয় কিন্তু প্যানেল বোর্ডে স্থির হয়ে আছে। ওর কাঁধটায় অস্বাভাবিকভাবে যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু উত্তেজনা তার মনকে ছুঁতে পারছিল না। ও মনকে শূন্য করে রেখেছিল।

'ঠিক আছে ৭১৪। তুমি এখন চাকা খুলে রানওয়ের দিকে এগিয়ে আসছ। জ্বালানি বাড়ানো পাম্পকে খুলে রাখতে হবে। তা নাহলে, মারাত্মক প্রয়োজনের সময় তোমার গ্যাস সাপ্লাইয়ের ব্যবহার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর সুইচ্ হচ্ছে অটো পাইলটের কাছে যেখানে পাঁচটা লেখা আছে।'

জেনেথ হতবুদ্ধি হয়ে, প্যানেল বোর্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালায়।

ও অনেকটা ফিস্‌ফিস্ করে স্পেনসারকে জিজ্ঞেস করে, কোথায়?

স্পেনসার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বোর্ডের দিকে তাকায় এবং জেনেথকে সুইচের স্থানটি দেখায়।

স্পেনসারের আঙুল ছোট সুইচের ওপরে।

সুইচটি বাষ্পীয় পাইপের নিয়ন্ত্রক ভালবগুলোর ঠিক ওপারে।

জেনেথের গলায় কিছুটা দুর্বলতা।

ও বলে, 'সব ঠিক আছে ভ্যাংকুবার।' 'আমি জানি, জর্জ ঐ সবের জন্য বিরক্ত বোধ করছে। আমি আর কিছু বলব না। ও সমস্ত কিছুই ঠিকমত চালিয়ে নিতে পারবে। এরপর তোমায় প্রপেলারগুলোকে প্রস্তুত রাখতে হবে। সুইচের নিচে সবুজ আলো জ্বলে উঠলে তবেই প্রপেলার চালাবে। ওগুলো জর্জের ডান হাঁটুর ধারেই আছে, আমার মনে হয়। পেয়েছ?'

'ভ্যাংকুবার, পাইলট জানাচ্ছে, ওগুলো পাওয়া গেছে।'

'শেষে অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রবেশ করানোর যন্ত্রগুলোর ব্যবহার। চাকাগুলো নিচের দিকে নামানো হলে পর, এগুলোকে বিমান উড্ডয়নের যায়গায় প্রস্তুত রাখতে হবে। এগুলো, তুমি নিশ্চিতভাবে জেন, বাষ্প নিয়ন্ত্রক ভালবের বামদিকে অবস্থিত চারটি লিভার।

'এবার বল, কোন কিছুর ব্যাপারে প্রশ্ন করবার আছে? ওভার।'

জেনেথের দিকে স্পেনসার হতাশপূর্ণভাবে তাকায়। সে বলে, 'এসব মিলিয়ে এক বিশাল প্রশ্ন। আমাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'হলো ভ্যাংকুবার। আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা সবকিছু মনে রাখতে পারব না।'

'৭১৪, তোমায় মনে রাখতে হবে না। আমিই তোমাদের হয়ে মনে রাখব। আর কিছু বিষয়ে আলোচনা করার ছিল। ওগুলো উল্লেখ করা আছে,—যখন ঐগুলোতে আমরা যাব! জর্জ, আমি চাই, এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলো তোমার সাথে একাত্ম হয়ে করতে! যাতে করে, আমি যা বলব তুমি চিত্তবিক্ষেপ না ঘটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা করতে পার।

'মনে রেখো, সুইচগুলোর উপর তোমার আঙুলগুলো যাতে ঠিকমত চলাচল করে। এ হচ্ছে তার অনুশীলন। তোমায় এখনও বিমাটা চালানর দায়িত্বে থাকতে হবে।'

'ওকে জিজ্ঞেস কর, কত সময় হয়েছে। আর কত সময় লাগবে?' স্পেনসার জেনেথকে বলে।

জেনেথ ভ্যাংকুবারে প্রশ্নটা রিলে করে। ট্রেলিভ্যানের উত্তর ভেসে আসে, 'জর্জ', আমি তোমায় বলেছি, তোমার হাতে অনেক সময়। কিন্তু অযথা কোন সময় নষ্ট করার সুযোগ আমাদের নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যে তুমি এয়ারপোর্টের উপর চলে আসছ। ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আবার অনুশীলন করবার জন্য তুমি যথেষ্ট সময় পাবে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'জর্জ, র‍্যাডার জানাচ্ছে গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার আছে। তুমি এবার, হেডিং পরিবর্তন করে পাঁচ ডিগ্রি থেকে দুশো যাট ডিগ্রিতে নিয়ে যাও। ওভার।'

ট্রেলিভ্যান তার মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে কণ্ট্রোলারের সাথে কথা বলে, 'যখনই ওদের দেখতে পাব, তখনই ওদের লেভেলে নিয়ে আসব। এরপর ওদের বৃত্তাকার পথে অনুশীলন করব। আবার দেখব ওরা এরপর নিজেদের কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছে।'

কণ্ট্রোলার বলে, 'সবকিছুই এখানে ঠিক করা আছে।' ও, তার এ্যাসিসট্যাণ্টকে বলে, 'এয়ারপোর্টের সবাইকে সাবধান করে দাও।'

এ্যামপ্লিফায়ারে জেনেথের গলা ভেসে আসে, 'আমরা এখন ২৬০ গতিপথে চলেছি। ওভার।'

'ঠিক আছে ৭১৪।' ট্রেলিভ্যান এক হাতে টেলিফোনটা নিয়ে বলে, 'দাঁড়াও তোমাদের উচ্চতাটা দেখে নিই। ওভার।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে জেনেথের বলা ভেসে আসে, 'ভ্যাংকুবার আমরা এখন ২,৫০০ ফিট উঁচুতে আছি।'

ঐদিকে ট্রেলিভ্যান মাথায় লাগান শ্রুতি যন্ত্রের সাহায্যে শুনতে পেল, র‍্যাডার

অপারেটার জানাচ্ছে, 'প্লেন এখন বিমানক্ষেত্র থেকে ১৫ মাইল দূরে।' ও বলল, 'জর্জ', ভালই হ'ল। তুমি মেঘের মধ্য থেকে যে কোন সময় বেরিয়ে আসবে। যেই তুমি সফল হবে তখন বিমানক্ষেত্রের আলোক সংকেত লক্ষ করবে। ওভার।'

'খারাপ খবর।' বুডরিক, তাকে বলল। 'আবহাওয়া ঘন হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হ'ল বলে আবার।'

'ও ব্যাপারে এখন কিছুই করার নেই।'

'এখন কিছুই করবার নেই। টাওয়ারে যোগাযোগ কর।' ট্রেলিভ্যান কণ্ট্রোলারকে বলে। 'ওদের বলে দাও আলো জ্বালিয়ে দিতে। আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি। আমি এখনকার মত একই স্পন্দন তাদের রেডিওতে দেখতে চাই।'

স্পেনসারের হাতে এমন সময় নেই যে সে বোকার মত চ্যানেল পরিবর্তন করবে।

'সত্যি।' একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে কণ্ট্রোলার বলে ওঠে।

ট্রেলিভ্যান বলতে থাকে, 'হ্যালো ৭১৪, তুমি এখন এয়ারপোর্ট থেকে ১৫ মাইল দূরে আছো। জর্জ, তুমি এখনও কি মেঘের মধ্য দিকে যাচ্ছে? ওভার।'

অনেকক্ষণ বেতারযন্ত্রে কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর, হঠাৎ বেতারযন্ত্র আবার সচল হয়ে ওঠে। জেনেথের উত্তেজিত গলা ভেসে আসে। 'আমার মনে হচ্ছে, আমি কিছু দেখেছি। কিন্তু নিশ্চিত নই।···হ্যাঁ, এই তো পেয়েছি! মিঃ স্পেনসার তুমি কি বস্তুটাকে দেখতে পেয়েছ?'

'এটা একেবারে সামনের দিকে! আমরা ভ্যাংকুবারের আলো দেখতে পাচ্ছি!'

ট্রেলিভ্যান চিৎকার করে ওঠে, 'মেঘের স্তর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে।' ও মাইক্রোফোনে বলে, "ঠিক আছে জর্জ। তুমি এখন বিমানকে ২000 ফিট উচ্চতার লেভেলে নিয়ে এস। নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কর। আমি এখন কণ্ট্রোল টাওয়ারে যাচ্ছি। তুমি কয়েক মিনিট আমার কথা শুনতে পাবে না। শেষ সময়ে রানওয়েতে আমরা ডিসিসন নেব। তুমি এখন বাতাসে ভাসতে পার। ঐ কাজ করার আগে তুমি কয়েকটা ডামি দৌড় অনুশীলন করে নিতে পার। এটা তোমার অবতরণের জন্য প্রাকটিস হয়ে যাবে!'

তারা স্পেনসারের কথা শুনতে পেল। 'জেনেথ, আমি ঐটা করছি!'

মাঝখানে কথাগুলো কাটাকাটা আসতে থাকল। তারপর আবার স্পেনসারের কথা ভেসে এল, 'না ভ্যাংকুবার, পাশা খেলে লাভ নেই। এখানকার অবস্থা ঐ যায়গায় নেই! আমরা সোজাসুজি চলে আসছি।'

বুডরিক চিৎকার করে ওঠে, 'কি? না ও এরকম করতে পারে না।'

'জর্জ ঐরকম বোকামি কর না।' ট্রেলিভ্যান জরুরী গলায় বলে। 'তোমার কয়েকবার রানওয়েতে ছোটবার অনুশীলন করে নিতে হবে।'

'স্পেনসারের কিছুটা কম্পিত গলা শোনা গেল। ও একই রকম স্বরে ইচ্ছাকৃত-

ভাবে বলল, 'আমি অবতরণের রাস্তায় যাচ্ছি। এখানে, প্লেনের মধ্যে মানুষ মারা যাচ্ছে। মরছে, বুঝলে মাথায় ঢুকছে তোমাদের ? আমি প্রথম চান্সেই রানওয়েতে প্লেন নামিয়ে চালিয়ে দেব। সোজাসুজি ঢুকছি।'

'আমায় ওর মাঝে কথা বলতে দাও।' কন্ট্রোলার অনুরোধের স্বরে বলে।

'না। এখন কোন আর্গুমেন্টের সময় নয়!' ট্রেলিভ্যান বলে ওঠে। ওর মুখ সাদা লাগছে। ওর কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছে। 'আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। আমাদের কিছু বলবার নেই। যেভাবেই হোক ও এখন ঐ বিমানের কর্তৃত্বে আছে।' আমি ওর ডিসিসনকে মেনে নিচ্ছি।'

'তুমি, তা করতে পার না।' বুডরিক বলে ওঠে। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না—' ওর কথা শেষ হয় না।

'ঠিক আছে জর্জ, তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, তবে তাই হোক।' ট্রেলিভ্যান বলে। 'প্লেনকে লেভেলে আন। আমরা এখন টাওয়ারের দিকে যাচ্ছি। আমাদের সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। সে তার হেডসেট খুলে নিচে ফেলে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে, 'সবাই চল।'

ওরা তিনজনে লাফ মেরে ছুটতে থাকে করিডর ধরে, বুডরিক প্রথমে। সে লিফটের দিকে গেল না। বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। একজন দরওয়ান নিচের দিকে নামছিল। তাকে প্রায় ধাক্কা মারছিল। তারা ঝড়ের মত কন্ট্রোলরুমে ঢুকল। একজন অপারেটর জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে একটা রাতের দূরবীণ দিয়ে আকাশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ ঝলক লক্ষ করছিল।

'এই যে সে এখানে।' লোকটা বলে ওঠে। ট্রেলিভ্যান দূরবীণ থেকে দুটো গ্লাস খুলে নেয়। সে দ্রুত আকাশের দিকে তাকায়, তারপর আবার দূরবীণটাকে রেখে দেয়।'

ও বলে, 'ঠিক আছে, আমাদের ডিসিসন রানওয়েতে নেওয়া যাবে।'

অপারেটর বলে 'জিরো-এইট। এটি দীর্ঘতম এবং বাতাসে খুবই উপযোগী।'

ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, 'র‍্যাডার।'

'এখানে স্যার।'

ট্রেলিভ্যান একটি সাইড টেবিলে যায়, সেখানে গ্লাসের নিচে এয়ারপোর্টের প্লানটা শোভা পাচ্ছিল। ও একটা মোটা চাইনিজ পেনসিল দিয়ে প্লেনের গতিপথকে চিহ্নিত করে।

'এই হচ্ছে আমরা যা করছি। এই সময়ে ও মোটামুটি এই জায়গায় আছে। আমরা ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব যাতে ও চওড়া সার্কিট ধরে আসতে পারে। একই সঙ্গে প্লেনকে হাজার ফিটে নামিয়ে আনব। আমি প্রিল্যান্ডিং চেক করব, তারপর ওকে সমুদ্রের উপর নিয়ে যাব। তারপর চূড়ান্ত অবতরণের জন্য একটা ছোট বাঁক নেওয়াব। পরিষ্কার হয়েছে ব্যাপারটা ?'

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন।' অপারেটর বলে।

ট্রেলিভ্যান একটা হেডসেট মাথায় লাগায়।

'র‍্যাডার রুমে যোগাযোগ আছে কি?' ও প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ স্যার।'

কণ্ট্রোলার টেলিফোন টাইপ মাইক্রোফোনে বক্তৃতা করছে। 'টাওয়ার থেকে বলছি। সমস্ত জরুরী গাড়ি, দুই-চার রানওয়ে, এয়ারপোর্ট দেখ-ভাল-কারিরা এবং নম্বর এক ও দুই, সিভিলিয়ান ইকুইপমেণ্ট নম্বর তিন, সমস্ত এ্যাম্বুলেন্স, চার এবং পাঁচে যার যার জায়গায় পজিশন নিয়ে থাক। আমি আবার জানাচ্ছি। কোন গাড়ি তার যায়গা ছাড়বে না যতক্ষণ না প্লেন তাদের পেরিয়ে যায়। আরম্ভ কর।'

একটা চাবি দেওয়া ডেস্কের তাকের উপর ক্যাপ্টেন ঝুঁকে পড়ে। টোকা দিয়ে সুইচ অন করে ডেস্কের মধ্যস্থিত মাইক্রোফোন চালু করে দিল। ওর হাতের কনুই-এর আঘাতে টেপ রেকর্ডার চলতে থাকল। ট্রেলিভ্যান, স্থির ও অচঞ্চলভাবে বলে, 'হ্যালো জর্জ স্পেনসার। পল ট্রেলিভ্যান বলছি, ভ্যাংকুবার টাওয়ার থেকে। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ? ওভার?'

জেনেথের গলার আওয়াজে কণ্ট্রোলরুম ভরে গেল। 'হাঁ ক্যাপ্টেন। তোমার পরিষ্কার এবং উচ্চগ্রামের কথা শোনা যাচ্ছে। ওভার।'

'ঠিক আছে জর্জ', তুমি এখন এয়ারপোর্ট থেকে দশ মাইল দূরে। মুখটাকে ২৫তে ঘোরাও। বাস্পীয় ভালভকে পিছনে টান এবং হাজার ফিট উচ্চতা কমিয়ে ফেল। জেনেথ, প্যাসেঞ্জারদের জন্য অবতরণের প্রাথমিক নিয়মাবলি কাছেই আছে। তোমাদের দুজনের আর বেতারবার্তা পাঠানোর প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ না তোমরা কোন প্রশ্ন করতে চাও।' কণ্ট্রোল কলাম থেকে হাত সরিয়ে নিল স্পেনসার। ও. পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে শুকনো হাসে। 'ভাল কথা জেনেথ, তুমি তোমার প্যাসেঞ্জারদের জানাও।' সে জেনেথকে বলে। কেবিনের দেওয়ালে টাঙানো মাইক্রোফোনকে হুক থেকে খুলে নেয়। বোতামে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোন চালু করে দেয়। ওর স্বর সারা প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, 'যাত্রীগণ দয়া করে শুনুন। আপনাদের মন আকর্ষণ করছি।' মাইক্রোফোনকে আঁকড়ে ধরে গলা পরিষ্কার করে নেয়। 'তোমরা কি সিটে বসে সেফটি বেল্ট দিয়ে নিজেদের বেঁধে নেবে? কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এয়ারপোর্টে নামছি। ধন্যবাদ।'

'ভালই করলে। ঠিক যেন প্রতিদিনের মত স্বাভাবিক অবতরণ। আঃ-হাঃ।'

ও স্পেনসারকে হাসি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নিচের ঠোঁট কামড়ায়।

তারপর বলে ওঠে, 'ঠিক তা নয়।'

স্পেনসার ভদ্রভাবে বলে, 'এই প্লেনে, তোমায় অনেক ধকল সহ্য করতে হচ্ছে। আমি যদি তোমায় জায়গায় হতাম তবে এতক্ষন ধরে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারতাম না,

যদি না… ।' ওর কথা শেষ হল না। ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ধীরে ধীরে স্টিয়ারিং এবং প্লেনের ডানা ঘোরাতে থাকে। অপেক্ষা করতে থাকে প্লেন থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় কিনা।

'জেনেথ।' ও বলে ওঠে। ওর দৃষ্টি যন্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ। 'আমাদের হাতে বেশী সময় নেই। এক্ষুনি বা পরে আমরা যা-জানি তা ঘটবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাই যে, আমি কেন নিশ্চিতভাবে প্লেনকে নিচে নামাতে চাই, যে কোন উপায়ে এবং একবারেই—তা তুমি সঠিক্‌ভাবে জান।'

জেনেথ শান্তভাবে বলে। 'হাঁ। আমি বুঝেছি।' সে তার সেফটি বেল্টটা কোমরে বেঁধে নিল। এখন তার হাতজোড়া আঁটোসাটোভাবে কোলের উপর।

'ভাল। আমি ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলাম।' স্পেনসার হোঁচট খেতে খেতে বলে। 'শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিজ্ঞা করিনি। কারও কাছে করিনি। তুমি জান এতে কেউ ভাবতে পারে। আমি কি রকমের ছোট মনের লোক। কিন্তু মাঠ ঘুরে যাওয়া কোন কাজে দেবে না। মাঝখান থেকে প্লেনের ভিতরে থাকা, কিছু হতভাগ্য বেশী করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে প্রতি মিনিটে। তাদের জন্য বরং একটা রিস্ক নেওয়া যাক।'

'আমি তোমায় বলেছি, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।'

ওর মনে হ'ল, ও নিজেকে জেনেথের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছে। জেনেথের থমথমে মুখে ও বিপদের আশঙ্কা করে। জেনেথ বাষ্পীয়-গতি নির্দেশ করে লক্ষ্য করছিল। স্পেনসার ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। ওর দৃষ্টি পিছনে চওড়া ডানার উপর। ওর নজরে পড়ে দৃশ্যটা। একটা পর্বতের অর্দ্ধাকৃতি ধূসর রঙে ঢাকা, রাস্তার ল্যাম্পগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে নিচে দূরে এয়ারপোর্টের আলো নজরে আসে। সত্যি দুঃখজনকভাবে মনে হচ্ছিল, যেন কোন শিশু ভুলক্রমে লাল এবং পীতাভ পুঁতির মালা ফেলে গিয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জরুরী ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে ওর হৃদয়ে দপদপানি শুরু হয়ে গেল। তখন মনে হচ্ছিল প্লেনের জীবনের আয়ু মিনিট থেকে নেমে সেকেণ্ডে শুরু হয়েছে। নিজের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। দেখে একজন মানুষ কাজ করে চলেছে বিমানকে লেভেলে নিয়ে যাবে বলে। ও নিজের কথা শুনতে পাচ্ছে, 'অবশেষে, আমাদের আসল কাজ শুরু হ'ল। এবার আমরা যাচ্ছি জেনেথ। আমি, এখন বিমানের উচ্চতা কমাচ্ছি।'

এগারো

০৫.২৫—০৫.৩৫

হ্যারি বুরডিক বাইনাকুলারকে নামিয়ে আনে এবং টাওয়ার কণ্ট্রোলারের হাতে নিয়ে দেয়। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারকে বেষ্টন করে আছে একটা বারান্দা। সেটা আসলে পর্যবেক্ষনের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকে দুজনে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল। গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্কারগুলোকে যথেষ্ট দূরে রাখা ছিল, যার জন্য তাদের এ্যাপ্রনের স্পর্শ হচ্ছিল না।

ওখান থেকে আবছালোকে দেখা যাচ্ছিল ভাড়া বাড়ির ঘুলঘুলিতে দলে দলে ছায়ামূর্তি। ট্রাকের ইঞ্জিনগুলোর একঘেয়ে শব্দ মাঠের দূর থেকে ভেসে আসছিল। ওগুলো যেন এক ধরনের প্রতিরোধ, যা কিনা অসহ্য লাগছে। যেখানে সবাই আশা করছে বিমানের শব্দ শুনবে বলে। সেখানে এই শব্দ যেন বিমানের শব্দকে শুষে নিচ্ছিল।

কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা খুঁজতে গিয়ে বুরডিক ট্রেলিভ্যানের প্ল্যানকে যাচাই করে। বিমান প্রায় দু'হাজার ফিট জর্জিয়ার উপর দিয়ে আসবে। তারপর ধীরে ধীরে নামতে থাকবে এবং সেই সময়ে কক্‌পিট চেক হয়ে যাবে। তারপরই একটা বড় পাক দিয়ে শেষ অবতরণে নামবে। তখনই বৈমানিক অনেক সময় পেয়ে যাবে যাতে করে সে নামার জন্য এবং রানওয়েতে ছোটার জন্য ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

যেকোন লোকের পক্ষে ভাল প্ল্যান, কারণ ক্রমবর্দ্ধমান সকালের আলোর সুবিধাটা নেওয়া যাবে। বুরডিকের কাছে মনে হচ্ছিল, যেসব যাত্রীরা নিজেদের যত্ন নিতে সক্ষম, তাদের পক্ষে এই সময়টা ভালই।

তারা নিচে, সি আইল্যাণ্ড এবং এয়ারপোর্টের রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল। সাগরের অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। আপদকালীন বৈমানিক কণ্ট্রোলরুমের সাথে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, প্লেনের সামনে আইল্যাণ্ডটা এগিয়ে আসছিল।

বুরডিকের মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের সাথে সেখানে হাজির। ওখানকার শ্বাসরোধকারী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর দৃশ্য ওর চোখের সামনে ঘটতে পারে। ও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ও ভিতরে জ্যাকেটহীন সার্ট পরেছিল। ওর গায়ে ভোরের হাওয়া ছুরির মত বিঁধছিল।

উত্তেজনা দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল আবার কমেও যাচ্ছিল যথাসময়ে।

মাইকে জেনেথের পরিষ্কার গলা ভেসে এল, 'আমরা তাড়াতাড়ি নিচে নামছি। আমাদের প্লেন ২৫০ ডিগ্রিতে চলছে।' বুরডিকের চোখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। সে পাশে বসা যুবকের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়। কোন রকম কথা ব্যয় না করে

ওরা দুজনে টাওয়ারের কাঁচের ঘরে পুনঃপ্রবেশ করে। ট্রেলিভ্যান এবং গ্রীমসেল, ডেস্ক মাইক্রোফোনের সামনে বসেছিল।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করে, 'আবহাওয়া এখন ঠিক আছে ?'

গ্রিমসেল ঘাড় নেড়ে বলে, 'জিরো এইট হলো তিনটার মধ্যে সেরা রানওয়ে। কিন্তু জিরো এইট আমাদের এখন সবথেকে বড় ভরসা। ট্রেলিভ্যান ভালভাবে জানে।'

ট্রেলিভ্যান হেডসেটের মাধ্যমে র‍্যাডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ও র‍্যাডারকে বলে, 'আমাকে সবসময় খবরা খবর দিয়ে যাবে আমায় বেতারে পাও না পাও। এটা স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। যেই ৭১৪ কোন অসুবিধায় পড়বে, তখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করবে।'

বুরডিক কাঁধে চাপড় মেরে বলে, 'ক্যাপ্টেন আর একবার প্রাকটিস করানোর কি হ'ল ? অন্তত আলো বেশী থাকতে থাকতে ও করতে পারত— ।

ট্রেলিভ্যান কাটাকাটাভাবে বলে, 'ডিসিসন্ হয়ে গেছে। ছোকরা, আসলে বেশ শক্ত নার্ভওয়ালা। ওর সঙ্গে যদি আমরা কোন তর্কাতর্কিতে যাই, তাহলে ওর দফা-রফা শেষ।' বুরডিক তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকায় এবং ওখান থেকে সরে যায়। ট্রেলিভ্যান অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'হ্যারি আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি ওর অবস্থাটাও বোঝ। একদল অসহায়, বিপদগ্রস্থ মানুষ ওকে ঘিরে রয়েছে। ওর এ ধরনের অভিজ্ঞতা আগে হয় নি। স্পেনসার এখন ব্লেডের কিনারে বসে আছে।' গ্রীমসেল প্রশ্ন করে, 'যদি সে ঠিকমত না আসতে পারে কি হবে ? তোমার এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা কি ?'

ট্রেলিভ্যান গম্ভীরভাবে বলে, 'সম্ভবত সে ঠিক ঠিক আসবে। আমাদের এটাই প্রার্থনা করা উচিৎ। যদি চিন্তাটা ভেঙ্গে যায়, তবে তাকে আমি আবার ঘুরিয়ে আনবার চেষ্টা করব। আমরা তার সাথে আর বার্তা বিনিময় করে অসুবিধায় ফেলতে চাই না। যদি সে অকৃতকার্য হয়, তবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব যাতে প্লেনকে সমুদ্রে নামায়।' ও মুহুর্তের জন্য চুপচাপ, এয়ারফোনের মাধ্যমে র‍্যাডার বার্তাগুলো শুনতে থাকে। তারপর মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে স্পেনসারকে বলে, 'জর্জ তোমার গতিকে ১৮০ নটে এনে স্থিত কর।'

ওপর থেকে ৭১৪ এর স্বর ভেসে এল, মাইকের মাধ্যমে জেনেথের রুদ্ধস্বর শোনা গেল, 'আমরা এখনও উচ্চতা হারিয়ে চলেছি। ওভার।'

বিশাল দৈত্যাকৃতি পাখির মত এমপ্রেস ধীরে ধীরে ল্যাম্পডাউন রেস ট্রাকের পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করে যায়। ফ্রেজার নদীর উপর প্রভাতী কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। ডানদিকে ব্রীজ থেকে সি আইল্যান্ড পরিষ্কার দেখা যায়।

'ভাল', ট্রেলিভ্যান বলে। 'এখন তুমি মিশ্রণ নিয়ন্ত্রকগুলোকে ঠিকমত প্রস্তুত কর, ওড়বার কারণে। এমনভাবে করবে যাতে ওপর দিকে, একেবারে ওপর দিকে থাকে।' ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে হাতঘড়ির দিকে, আর সেকেন্ড কাটার গতিপথ

গুণছিল। 'জর্জ তোমার সময় কত দেখ। যখন তুমি প্রস্তুত হবে; অঙ্গারক দ্বারা গ্যাস সৃষ্টিকারী যন্ত্রের উষ্ণতাকে ঠাণ্ডা হতে দাও নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে। ওগুলো বাষ্পরোধী ভালবের সম্মুখের দিকে আছে।' বুরাডিকের কর্কশ স্বর শোনা গেল, 'গ্যাস-ট্যাঙ্কের কি হবে?'

'আমরা, অনেক আগেই পরীক্ষা করেছি। এখন প্লেন চলছে, প্রধান পাখায় অবস্থিত তেলের ট্যাঙ্কে।' গ্রীমসেল বলে ওঠে।

বিমানের ভিতর স্পেনসার একটা নিয়ন্ত্রক থেকে আর একটায় উঁকি মেরে দেখে। এর মুখাবয়বকে তখন মনে হচ্ছিল একটা নিরেট মুখোশ, ও শুনতে পেল ট্রেলিভ্যানের অপ্রতিরোধ্য ভাষণ শুরু হয়ে গেছে।

'জর্জ, এরপরের কাজ এয়ার ফিল্টারকে চেপে দেওয়া এবং অতিরিক্ত অক্সিজেন নিগর্মনকে কমিয়ে দেওয়া। তোমার সময় দেখে নেও।'

'স্পেনসার, ওর চারপাশে ক্রুদ্ধভাবে তাকায়। 'এয়ার ফিল্টার নিয়ন্ত্রকের লিভারটা মিশ্রণ নিয়ন্ত্রকগুলির নিচে। ওটাকে ওপর দিকে তুলে দাও।'

'জেনেথ, তুমি কি ঐটাকে দেখতে পেয়েছ?' স্পেনসার উদ্বিগ্নতার সাথে জিজ্ঞেস করে?'

জেনেথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখতে পেয়েছি। দেখ, এয়ারপোর্ট, ডানদিকে আমাদের নিচে। প্রধান বড় রানওয়েটা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তুমি দেখছ?'

স্পেনসার, জামা না তুলে বলে, 'আমার মনে হয়, খুবই বড়।'

ট্রেলিভ্যান নির্দেশ পাঠাতে থাকে, 'অতিরিক্ত অক্সিজেন নির্গমন নিয়ন্ত্রকগুলো হ'ল চার লিভারওয়ালা এবং মিশ্রণ নিয়ন্ত্রকের ডানদিকে। ওগুলোকে ও সোজা ওপর দিকে তুলে দাও।'

স্পেন্সার বলে, 'ওদের পেয়েছ?'

'হাঁ।'

'ভাল মেয়ে।' ও কিন্তু একটা ব্যাপারে সজাগ। ওর সামনে দিগন্ত রেখা, উঠছে-নামছে। প্যানেল থেকে ওর চোখ সরে নি। ইঞ্জিনের ওঠা-নামার গর্জন ভেসে চলেছে। ওটাও আবার কখন কম আবার কখনও বেশি ভলউমে ভেসে আসছে।

'এইবার আমাদের পাখার পনেরো ডিগ্রি দিকের নজর দিতে হবে।' ওটা দ্বিতীয় খাঁজের কাছে আছে। প্রধান প্যানেলের মাঝখানে হ'ল নির্দেশক ডায়ালটি। যখন পাখা ১৪°তে এসে যাবে, তখন তোমার প্লেনের গতিকে ধীরে ধীরে ১৪০ নটে নামিয়ে আন এবং লেভেল সমতায় আনার জন্য ঠিকমত চালনা কর। যখনই তুমি সমতলে আনতে পারবে, জলবাহি অতিরিক্ত পাম্পকে চালু করে দাও। ওটা এয়ারকন্ডিশন

'নিয়ন্ত্রকের বাঁ দিকে আছে। কিন্তু মাঝখানে হেডফোনের জন্য বাধা পড়ল। র‍্যাডার অপারেটারের গলা ভেসে এল, 'ক্যাপ্টেন, ২২৫°তে, আমি একটা উচ্চতা পাচ্ছি। ৯০০ থেকে ১৩০০ ফিটের মধ্যে প্লেনকে দেখতে পাচ্ছি।'

'ওদের পথকে ২২৫রে নিয়ে এস।'

ট্রেলিভ্যান নির্দেশ পাঠায়। এই ধরনের উচ্চতা খুবই বেনিয়ম।

'হাজার ফিটে স্থিতি করার চেষ্টা কর।'

অপারেটার বলে, 'প্লেনের উচ্চতা তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছে, '১,০০০…১,০০০… ৯০০…৮০০…৭০০।' 'উচ্চতার দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখ।' ট্রেলিভ্যান সাবধান করে দেয়। 'বাষ্পীয় ভালভকে বেশী করে ব্যবহার কর। নাক উপরে তুলে রাখ।' উচ্চতা নেমে যাচ্ছে—৬৫০…৬০০…৫৫০…'

ট্রেলিভ্যান গর্জন করে, 'ফিরে যাও! মনে রেখ তোমায় হাজার ফিটে থাকতে হবে।'

'৫৫০…৪৫০…' অপারেটর শান্তভাবে বলে কিন্তু ও ঘামছিল। 'এটা ভাল নয় ক্যাপ্টেন।'

৪০০…৪০০…৪৫০। প্লেন উপরে উঠছে। ও এখন ৫০০তে।

মুহূর্তের জন্য ট্রেলিভ্যান যেন ভেঙে পড়ে। ও হেডসেট খুলে ফেলে। বুরডিককে প্রদক্ষিণ করে চিৎকার করে ওঠে, 'না আর প্লেনকে উড়িয়ে রাখতে পারল না।'

বুরডিক থুতু ফেলে এগিয়ে গিয়ে ট্রেলিভ্যানের হাত ধরে। ও বলে, 'তুমি স্পেনসারের সাথে কথা চালিয়ে যাও। যীশুর দোহাই, কথা চালাও। কি করতে হবে ওকে নির্দেশ পাঠাও।'

ট্রেলভ্যান মাইক্রোফোনকে আঁকড়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নেয়। ও বলে, 'স্পেনসার, তুমি সোজাসুজি আসতে পারনা। আমার কথা শোন। তোমায় কয়েকটা সারকিট কমপ্লিট করতে হবে। ট্রাকে নামবার জন্য কয়েকবার অনুশীলন করে নিতে হবে। অন্তত: দুঘণ্টা ওড়বার মত যথেষ্ট জ্বালানি তোমার প্লেনে আছে। ওপরে ওঠ, ওপরে ওঠ ওস্তাদ।'

স্পেনসারের কথা ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। 'দেখ, আমি সোজাসুজি আসছি। তোমরা প্লেনকে ওখানেই নামতে দাও। আমার বক্তা শুনতে পাচ্ছে? আমি আসছি। এখানে এমন লোকজন আছে যারা দু-এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে। আমাদের দুজনের জন্য ভাবতে হবে না।'

আমি প্লেনকে একটু বেঁকিয়ে দিতে পারি। ঐরকম একটা চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তোমার ল্যাণ্ড করার জন্য যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ফেল। আমি নামার গিয়ার দিচ্ছি।

'জেনেথ, চাকা নামাও।'

ট্রেলিভ্যান ভারী গলায় বলে, 'ঠিক আছে জর্জ, ঠিক আছে। ও কানের বেতারযন্ত্র আবার খুলে ফেলে। ও যদিও আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে কিন্তু ওর চোয়ালের একটা পেশী বিক্ষুব্ধভাবে ওঠানামা করছিল। ও মুহূর্তের জন্য ওর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে। তারপর আবার চোখ খুলে পূর্বেকার মত স্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে কথা বলতে থাকে। 'যদি তোমার ভূতলের অবতরনের গিয়ার নিচের দিকে নামে, তবে তুমি তিনটে সবুজ আলোকে পরীক্ষা করে নাও। স্মরণ আছে তো? তোমার হেডিংকে ২৩৫তে স্থির রাখবে। বাষ্পীয় নিয়ন্ত্রক ভালভটির গতি বাড়িয়ে দাও। চাকাগুলোকে নিচের দিকে নামিয়ে দাও। তোমার প্লেনের ভারকে অ্যাডজাষ্ট করে নাও। পরীক্ষা করে দেখ ব্রেক প্রেসার পরিমাপ যন্ত্রটি। অতিরিক্ত জলবাহি নলের ডানদিকের প্যানেলের উপর অবস্থিত। যদি প্রেসার ঠিক থাকে, তবে উত্তর দিকে নড়ো না। তুমি আমার সাথে একমত? এরপর হাওয়া ঢোকার যন্ত্রকে ⅓ অংশ খুলে দাও। জেনেথ, তোমার মনে আছে তো? সুইচটা তোমার পায়ের বা হাঁটুর পাশে। এটা ⅓ অংশে ভাগ করা। যদি আমার কথা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তবেই তুমি উত্তর দিও। এরপরে হচ্ছে ভিতরের অংশ ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র।'···কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

ট্রেলিভ্যান যখন কথা বলছিল, তা নিস্তব্ধ কণ্ট্রোল টাওয়ারে ছড়িয়ে পড়ছিল। ওখানে বুরডিক পায়চারি করতে করতে কাঁচের জানালা দিয়ে যেখানে আকাশ দিগন্তবেলায় নিচু হয়ে মিশেছে, পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিল।

প্রভাতী সূর্যের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘন মেঘের কিনারায় অনেকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ও ট্রেলিভ্যানের গলা শুনতে পাচ্ছিল। ট্রেলিভ্যান নির্দেশ দিচ্ছে প্লেনকে ১৮০ ডিগ্রি, বাঁদিকে ঘোরাতে। অবতরণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসাবে। ও স্পেনসারকে বোঝাচ্ছিল, শেষবারের মত সবকিছু মিলিয়ে দেখে নিতে। স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে নামতে হবে।

ক্যাপ্টেনের এই একঘেয়ে মূল্যবান উপদেশ মানসিকভাবে ক্ষিপ্ত এয়ারলাইন ম্যানেজারের মনের উপর এক নিরানন্দ প্রভাব ফেলছিল।

কাছাকাছি একজন অপরেটর বসেছিল। তাকে ও বলে, 'এ এক শান্ত পরিবেশন।' অপারেটর মুখ বিকৃত করে। বুরডিক বলে নিশ্চিত হবার জন্য একই কথা বার বার বলা।'

ও বলে, 'পরবর্তী দু-তিন মিনিটে যাই ঘটুক না কেন, এখানে যে নারকীয় দৃশ্যের অবতারনা হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পায়জামার পকেটে সিগারেটের জন্য হাতড়ায়। ভাল দিকটা ভাবতে চেষ্টা করে। হাতের পিছনটা মুখে ঘষে নেয়।

'এবার প্লেনের চালক পাখাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে এস। চক্রাকারে আবর্তনের

গতিমাপক যন্ত্র চালাও। দেখবে প্রত্যেক ইঞ্জিনের রিডিং ২২৫০ আর পি এম দেয়। আমায় জানাতে হবে না।' ট্রেলিভ্যান বলে।

ট্রেলিভ্যানের বাতহি শুনে নিজে নিজে বলে ওঠে, '২২৫০'। ডায়ালে নজর রাখে, ওটাকে এ্যাডজাষ্ট করতে করতে। ও বলে ওঠে, 'জেনেথ, এয়ার স্পিড কত বল।'

জেনেথ ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'এটা ১৩০…১২৫…১২০ …১২৫…১৩০।'

কণ্ট্রোল টাওয়ারে ট্রেলিভ্যান তার হেডফোনে র‍্যাডার রুমের পরিষ্কার কথা শুনতে পাচ্ছিল। 'উচ্চতা এখনও স্থির হয় নি। ন'শ ফিট।'

ট্রেলিভ্যান বলে, 'জর্জ', তোমার প্লেনের গতিকে ১২০ নটে নামিয়ে নিয়ে এস। প্লেনের সবকিছু ঠিক ঠিক চালু রাখ। আমি আবার বলছি। এয়ার স্পিড ১২০।' নিজের হাত ঘড়ি দেখে বলল, 'ব্যাপারটাকে সুন্দর এবং সহজ ভাবে গ্রহণ কর।'

র‍্যাডার আপারেটর বলল, এখন ও উচ্চতা হারাচ্ছে। ৮০০ ফিট……৭৫০ ফিট……৭০০…… ।

ট্রেলিভ্যান চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি নিচে নেমে যাচ্ছ, নিচে নামছ। ওঠ ওঠ। তুমি নিশ্চয়ই প্লেনকে ১৩ হাজার ফিট উচ্চতায় নিয়ে যাবে।'

জেনেথ তার রিডিং পড়ে যায়, '১১০…১১০…১০৫…১১০…১১০…১২০…১২০ এর ১২০ তে স্থির।'

স্পেনসার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'ওঠ। ওঠ। ওঃ কি ক্লান্তিকর। এযেন এক বিশাল ওয়াগান। কিছুতেই নড়ানো যাচ্ছেনা। কোন শাড়াশব্দ নেই।' ১২৫… ১৩০……১৩০। প্লেন এখন ১৩০ এ স্থির।

'উচ্চতা এখন ৯০০ ফিটে আসছে।' র‍্যাডার অপারেটর বলে চলেছে। ৯৫০… এখন হাজার এবং হাজারে প্লেন স্থিতি হয়েছে।"

ট্রেলিভ্যান টাওয়ার কণ্ট্রোলারকে বলে, 'ও এখন প্রস্তুত হচ্ছে অবতরণের জন্য। তোমার রানওয়ে আলোগুলো জেবলো না। ট্রেলিভ্যান মাইক্রোফোনে বলতে থাকে তুমি ০৭৪ এবং ০৮০ এর মধ্যে থাক। স্পিড এবং উচ্চতার দিকে নজর রাখ।' হাজার ফিটে উঁচুতে থাকবে যতক্ষন না আমি বলি। রানওয়ের ধারে ঘাসের মধ্যে অর্ধ নিমজ্জিত আলোগুলো জ্বলে ওঠে। কেবল প্রধান ল্যান্ডিং দুধারের জায়গাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে।

ট্রেলিভ্যান চিৎকার করে বলে, 'জর্জ', প্রস্তুত হলেই তুমি চলে এস এবং তোমার সামনে দেখতে পাওয়া রানওয়ের উপর প্লেনকে নিয়ে এস। এখন বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস-রোধী কাঁচের উপর ওয়াইপার ব্যবহার করতে হবে। ওর সুইচটা ক্যাপিলটের ডানদিকে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত।

'জেনেথ, দেখে নাও।' স্পেনসার বলে।

'জর্জ', প্লেনকে হাজার ফিট উঁচুতে রাখ। তোমাকে, আমরা অনেক রাস্তা ঘোরার হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছি। স্বভাবিক ভাবে তোমার হাতে অনেক সময়।

জেনেথ ল্যান্ডিং সুইচ খুঁজতে থাকে। 'এটা প্যানেলের উপরে। কেন্দ্রের মাঝামাঝি জায়গায় আছে। তোমার উচ্চতাকে ঠিক রাখ।'

'জেনেথ, তুমি সুইচটা খুঁজে পেয়েছে ?' স্পেনসার জিজ্ঞেস করে।

'এক মিনিট…হুঁ, আমি এটা খুঁজে পেয়েছি।'

স্পেনসার এক ঝলক সামনের দিকে তাকায়। 'হায় ভগবান,' ওর মুখ থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। রানওয়ের আলোগুলো ধূসরনীল প্রভাতী কুয়াশায় ঢাকা পড়ার জন্য অনেকটা ম্রিয়মান লাগছিল। মনে হচ্ছিল রেলওয়ে ট্র্যাকের মত সরু! ও একটা হাতকে চোখের সামনে ধরে! চোখে জল আসায় মনযোগ বাধা পাচ্ছিল।

'তোমার পথকে ঠিক কর।' ট্রেলিভ্যান বলে। 'উঁচু এবং সোজা কর। উচ্চতা ঠিক রাখ জর্জ। এখন আমার কথা ভাল করে শোন। রানওয়ের মোটামুটি একের তৃতীয় অংশে প্লেনকে নামানোর পরিকল্পনা কর! বাঁ দিকে, রাস্তা ক্রস করে মৃদু একটা হাওয়া বইছে। প্রস্তুত হও প্লেনের হালকে একটু ডান দিকে ঘোরাতে হবে।' স্পেনসার প্লেনের নাককে ধীরে ধীরে ঘোরাল। 'তুমি যদি খুব তাড়াতাড়ি অবতরণ করে ফেল, তবে এমার্জেন্সি ব্রেক ব্যবহার করবে! দেখবে তোমার সামনে লাল রং-এর হ্যান্ডেল আছে। ঐগুলো টানলেই এমার্জেন্সি ব্রেক কাজ করবে। যদি এটা ব্যবহারে প্লেন না থামে, তবে যে চারটে জ্বলনাঙ্ক সুইচ তোমার মাথার উপর আছে সেগুলোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দাও।'

'জেনেথ, ঐ সুইচগুলো দেখতে পেয়েছ ?'

'হ্যা।'

'আমি যদি ঐগুলোকে অকেজো করে দিতে চাই, তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে।' স্পেনসার বলে চলে, 'সেইজন্য যেই আমি চিৎকার করে উঠব, তুমি বিন্দুমাত্র দেরি না করে কাজটা করে ফেলবে।' ওর গলা শুকিয়ে কাঠ মনে হচ্ছিল যেন গলার মধ্যে পাথরকুচি আটকে আছে।

'ঠিক আছে।' জেনেথের ফিস্ ফিস্ গলা। নিজের হাত-দুটো দৃঢ়ভাবে এঁটে ধরল, কাঁপুনির হাত থেকে বাঁচার জন্য। 'এখন আর বেশি দূর নেই। যাই হোক এমার্জেন্সি বেলের হদিস জানা আছে তো ?'

আমি ভুলিনি। মাটিতে ছোঁয়ার আগেই ওটা বাজাব।

'বাষ্পীয় গতি বেগের দিকে নজর রাখ। পড়তে থাক।'

'১২০…১১৫…১২০।'

র‍্যাডার অপরেটর বলে, 'নামতে আরম্ভ করছে! তোমার গতি এখন প্রতি মিনিটে চারশ ফিট। অবতরণের গিয়ার এবং পাখা পরীক্ষা করে নিও। এখনকার উচ্চতাই বজায় রাখ।'

'ঠিক আছে জর্জ।' ট্রেলিভ্যান বলে! 'ডানাকে পুরো মেলে দাও। এয়ার

স্পীডকে ১১৫তে নিয়ে এস। প্লেনের সবকিছু নরম্যাল কর। অবশেষে উচ্চতা প্রতি মিনিটে ৪০০ ফিট করে কমাতে থাক। আমি ঐগুলো পুনরাবৃত্তি করছি। ডানা পুরোপুরি মেলতে হবে বাষ্পীয় গতিবেগ ১১৫ এবং প্রতি মিনিটে উচ্চতা ৪০০ ফিট করে কমাতে হবে। তোমার প্লেনের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখ। তারপর গ্রিমসেলের দিকে ফিরে বলে, 'এয়ার ফিল্ডে সবকিছু প্রস্তুত ?'

কণ্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে জানায়। 'আগাগোড়া একই রকম ভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাহলে এখনকার অবস্থাটা এইরকম। আমরা যাট সেকেন্ডের ভেতর আসল পরিস্থিতি জানতে পারব।'

ওরা, অগ্রমান ৭১৪-এর ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ? ট্রেলিভ্যান ওখানে পৌঁছুলে, কণ্ট্রোলার ওকে একটা বায়নাকুলার দিল।

'জেনেথ ডানাকে পুরো মেলে দাও।'

স্পেনসার বলে! 'জেনেথ, লিভারকে নামিয়ে ধরে থাক। উচ্চতা এবং বাষ্পীয় গতি বল।'

'১০০০ ফিট···স্পিড ১৩০···৮০০ ফিট, স্পিড ১২০···৭০০, স্পিড ১০৫। আমরা নিচের দিকে খুব তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছি!'

ট্রেলিভ্যান চিৎকার করে ওঠে, 'ঐ উচ্চতায় ফিরে যাও, ঐ উচ্চতায় ফিরে যাও। তুমি খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাচ্ছ।'

স্পেনসার চিৎকার করে জানায়, 'আমি জানি, আমি জানি।' ও বাষ্পীয় ভালবকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। 'এটার দিকে নজর কম রাখ।' জেনেথকে বলে!

'৬৫০ ফিট, গতি ১০০···৪০০ ফিট উচ্চতা, গতি ১০০···।'

'ওর চোখ তীব্র যন্ত্রণায় ঘামছিল। ও নিজের জ্বরাক্রান্ত মনোযোগ নিয়ে ভোজবাজির মত বিমানের গতিকে একরকমভাবে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর চেতনা তখন একধরনের গভীর ও অসুস্থ ভয়ে ছেয়ে যাচ্ছিল—রানওয়ে প্রতি সেকেন্ডে ওদের দিকে তীব্রভাবে এগিয়ে আসছিল। বিমান দুলতে দুলতে, এধার-ওধার করে ছুটছে। ইঞ্জিনের শব্দ ওঠানামা করছে।

বুরডিক টাওয়ারের বারান্দার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বলে ওঠে, ওর দিকে দেখ প্লেনের উপর কোন কণ্ট্রোল নেই।' দূরবীণকে আসন্ন বিমানের একই সমতায় নিয়ে আসে ট্রেলিভ্যান। মাইক্রোফোনে বলে ওঠে, 'ওপরে ওঠ, ওপরে ওঠ। ভগবানের দোহাই, বাষ্পীয় গতি পরীক্ষা কর। তোমার বিমানের নাক খুব বেশি উঁচু হয়ে গেছে। চটপট, ওপরের দিকে ওঠ, তা নাহলে বিমান চলশক্তিহীন হয়ে পড়বে।

'ওপরে ওঠ, আমি তোমায় বলছি ওপরে ওঠ।'

গ্রীমসেল বলে, 'ও তোমার কথা শুনতে পেয়েছে। দেখ কেমন উঁচুতে উঠে

যাচ্ছে।' ব্রডিক বলে ওঠে, 'আমার কাছেও তাই লাগছে। আর আমি চাইও তাই। র‍্যাডার অপারেটার বলে, ও এখনও ভাসমান পথের ১০০ ফুট নিচ দিয়ে চলছে···আরও নেমেছে, ৫০ ফিট ভাসমান পথের নিচ দিয়ে চলছে।'

ট্রেলিভ্যান চিৎকার করে ওঠে, 'ওপর দিকে ওঠ। ওপরে ওঠ। তুমি যদি এখনও এলার্ম না বাজিয়ে থাক তবে এখনই কাজটা করে ফেল। প্যাসেঞ্জারের মাথা নিচের দিকে, আসন ওপরের দিকে হয়ে যাবে।'

বিমানের মধ্যে যখন জরুরী ঘণ্টা তীক্ষ্নভাবে বেজে ওঠে। বেয়ার্ড চিৎকার করে বলে ওঠে, 'সকলে বসে পড়ুন, শক্ত করে বেল্ট বেঁধে নিন এবং যতটা ভালভাবে ধরে থাকা যায় থাকুন।'

জো এবং হ্যাজেল ক্রীর দুজন ফুটবল ফ্যান, নিজের সিটগুলো একসঙ্গে লাগিয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে বসেছিল। মিঃ চিল্ডার তাঁর আসনে থেকে উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে তাঁর অচৈতন্য স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্য কোলপাঁজা করে ধরেন। বিমানের কেন্দ্রস্থলের কোন যায়গা থেকে কান্না ভেজা গলায় প্রার্থনার শব্দ ভেসে আসছিল।

আরও পিছনে, রাই ভক্ষণকারি কোনও প্যাসেঞ্জারের কাতর চিৎকার ভেসে আসছিল। 'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন—শেষে এই দাঁড়াল !'

'চুপ কর !' ওটোপাট তিরস্কার করে ওঠে। 'নিজের জীবন বাঁচাও।'

'টাওয়ারের ভিতর গ্রীমসেল একটা টেলিফোন আকারের মাইক্রোফোনে কথা বলছিল। 'সমস্ত অগ্নিনির্বাপক সংস্থা এবং উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে আয়োজক সংস্থাগুলো দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না বিমান ওদের ক্রস করে যাবে। ওটা দুলতে পারে, বা ঘুরে যেতে পারে।' ওর স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে টাওয়ার থেকে এবং ধাতবের মত লাগছে। র‍্যাডার থেকে জানাচ্ছে, 'প্লেন আবার দশ ফিট উঠে গেছে। এখনও ভেসে বেড়াবার পথ থেকে নিচুতে রয়েছে, প্রায় ১৫০ ফিট নিচুতে। ক্যাপ্টেন, ওটি বড় নিচুতে রয়েছে, প্রায় ১০০ ফিট নিচুতে।'

ট্রেলিভ্যান টান মেরে হেডসেট খুলে ফেলে। লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর এক হাত হেডফোন এবং অপর হাত বায়নাকুলারে।

ও বলে ওঠে, 'ঐ উচ্চতায় রাখ যতক্ষণ না তুমি রানওয়ের কাছাকাছি আসছ। সাধারণভাবে নামার জন্য নিজেকে সহজ করে ফেল। আবার নামতে থাক···হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। 'ও, এই হতচ্ছাড়া বৃষ্টিটা আর হওয়ার সময় পেল না। স্পেনসার অভিশম্পাৎ দেয়।' আমি প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ওরা যে মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে, সেটা ও সহজেই বুঝতে পারছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে ও রানওয়ের অস্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়ার অনুভূতি বোধ করছিল।

ট্রেলিভ্যানের চিৎকার স্পেনসার শুনতে পাচ্ছিল। 'গতির দিকে লক্ষ রাখ

বিমানের নাক উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।' মুহূর্তের জন্য অন্তরিক্ষে নানারকম কথাবার্তা ভেসে আসছিল।

মাটিতে ছোঁয়ার আগে বিমানকে সোজা করে নাও। প্রস্তুত হয়ে নিও বায়ুর সঙ্গে নিচে অবতরণের জন্য। ঠিক আছে ··চক্র মারার জন্য প্রস্তুত হও।'

দুশ ফিট চওড়া ধূসর রানওয়েকে অতিক্রম করে।

'এবার', ট্রেলিভানের চিৎকার শোনা যায়। 'তুমি কিন্তু বেশি জোরে আসছ! নাককে তোল। তোল তাড়াতাড়ি। বাষ্পীয় ভালবগুলোকে পিছন দিকে টান—ডানদিকে টান। এবার ওটাকে ছেড়ে দাও—কিন্তু বেশি নয়।

'এবার আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া হাওয়ার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও! সহজভাবে নামাও এখন! সহজভাবে নামাও।'

রানওয়ে স্পর্শ করতে কয়েকফুট বাকি, স্পেনসার, কণ্ট্রোল কলামকে আগে পরে ঘোরাতে থাকে। মাটিতে সে কি ভাবে নামছে তার অনুভূতি গ্রহণ করার চেষ্টা করছিল। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায়, তার গলা শুকিয়ে কাঠ। কারণ ও আজ যে কক্‌পিটে বসে প্লেন চালাচ্ছে, তার অভিজ্ঞতা আগে কখনও ওর হয়নি। কারণ এই কক্‌পিটের উচ্চতা অনেক বেশী এবং এখানে বসে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

মনে হচ্ছে একটা যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, চাকার সাথে রানওয়ের সংস্পর্শ হচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন রানওয়ে স্পর্শ করে। রাবারের শব্দ এবং ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসে। এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ধাক্কা মেরে প্লেন আবার শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। তারপর বড় বড় চাকাগুলো কঙক্রীট আঁকড়ে ধরবার লড়াই করতে থাকে।

তৃতীয়বারও বিমান লাফায় এবং পর পর এরকম চলতে থাকে। দাঁত চেপে অভিশাপ দিতে দিতে স্পেনসার কণ্ট্রোল কলামকে সজোরে টানে এবং ওটা তার প্রায় তলপেটের ভিতরে ঢুকে যায়। বিগত কয়েক ঘণ্টা যে অভিশপ্ত রাতটা কেটেছে ভয়াভয় দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে সেগুলো এখন অসাড় করা বাস্তব হিসাবে সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। নিচে যে ধূসর ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে তা কখনও লাফিয়ে উঠছে আবার দূরে সরে যাচ্ছে আবার লাফিয়ে উঠছে। তারপর, অদ্ভুতভাবে ওটা স্থির হয়ে গেল। অবশেষে অবতরণ করল। গোড়ালির ব্রেকে ও সহজভাবে চাপ দেয়। তারপর পায়ের পূর্ণ শক্তিতে চাপ দেয়। পিচের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাওয়ার দরুণ এক ধরনের ঘর্ষনের শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তার জন্য বিমানের হঠাৎ গতি কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ও তির্যক চাহনিতে দেখতে পাচ্ছিল রানওয়ে দৈর্ঘের তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এসেছে। ও ঠিক সময়ে এয়ারক্রাফটকে নিজের কণ্ট্রোলে রাখতে পারছিল না।

'তুমি দ্রুত ল্যান্ডিং করছ।' ট্রেলিভ্যান গর্জন করে ওঠে। এমার্জেন্সি ব্রেক ব্যবহার কর। লাল চিহ্ন হ্যান্ডেলকে টান।

স্পেনসার বেপরোয়াভাবে হ্যান্ডেলকে সজোরে টেনে ধরে। ও কন্ট্রোল কলামকে টেনে নিজের তলে পেটের ভিতরে নিয়ে আসে। ব্রেকের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে।

ওর পা মনে হচ্ছিল ছিঁড়ে যাবে এত যন্ত্রণা হচ্ছিল। কারণ বিমানটা যেন চেষ্টা করছিল আত্মহত্যা করবে। চাকা কাজ করছে না। ওরা স্থিরভাবে সেঁটে গেছে, প্লেন হড়কে হড়কে চলছে। তারপর আবার হঠাৎ চাকা সচল হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

'সুইচ কেটে দাও।' স্পেনসার চিৎকার করে ওঠে। জেনেথ হাতের এক ঝটকায় সুইচ কেটে দিল। ইঞ্জিনের এক ঘেঁয়ে কানে তালা লাগান শব্দ মরে গেছে। কেবিনের ভিতরে শুধু বেতার যন্ত্রের শব্দ এবং আবর্তনশীল যন্ত্রপাতির গুনগুনানি শোনা যাচ্ছিল।

স্পেনসার ভয়ংকর অনুভূতি নিয়ে সামনের দিকে তাকায়। শব্দহীন ইঞ্জিন অথচ প্লেন দ্রুত ছুটে চলেছে, রানওয়ের পথ পলকে পার হয়ে যাচ্ছে। ও এখন দেখতে পাচ্ছে রানওয়ের শেষ সীমানা। সেখানে বোর্ড লাগানো আছে, ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ের ভিতর ওর চোখ আটকে যায় এক অগ্নি নির্বাপক গাড়ির উপর। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছে।

ট্রেলিভ্যানের নির্দেশ ওর কানে সশব্দে বাজল শক্তিশালী ঘুঁষি মারলে যেমন হয়, তেমন বোধ হচ্ছিল।

'বাঁদিকের মাটিতে নামাও, বাঁদিকের মাটিতে নামাও। বাঁদিকের স্টিয়ারিং-এ সজোরে আঘাত কর।'

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পেনসার তার বাঁ পা স্টিয়ারিং-এর প্যাডেলে রাখল। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওর পিছনে বন্যভাবে সামনের দিকে ধাক্কা দিল। প্লেন হঠাৎ রানওয়ে থেকে দিক পরিবর্তন করে এবং বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। আসনের ডানদিকে ছিটকে পড়ে গিয়েও স্পেনসার লড়াই করতে থাকে প্লেনের ডানাগুলোকে যাতে মাটি থেকে দূরে রাখা যায়। ওখানে তখন আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করা শব্দ ও আলোর ঝলকানিতে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। মাটিতে নামার গীয়ার ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে এবং প্লেন মাটিতে তার পেটের উপর আছড়ে পড়ে ছুটতে থাকে। এই সংঘর্ষে স্পেনসারের শরীর ওপরের দিকে ছিটকে পড়ল তার আসন থেকে। ও তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। সেফটি বেল্টটা গভীরভাবে তার মাংসে আঘাত করেছে।

ও চিৎকার করে ওঠে, 'তোমার মাথাকে নিচু কর। আমরা দলা পাকিয়ে স্তূপাকৃত হয়ে যাব।'

ওরা নিজেদের আসনকে জোরে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড ধরনের ঘাত প্রতিঘাত ও আন্দোলনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। তারা প্রচণ্ড চেষ্টা করছিল যাতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি না খায়। প্লেন তখন নিজস্ব গতিবেগে টলায়মান অবস্থায় কাত হয়ে চলেছে। লাঙ্গল-কর্ষণের মত ঘাসগুলো উপড়ে বড় গর্ত করে চলেছে। একটা কর্কশ ধাতব শব্দ করে প্লেনটা আর একটা রানওয়ে অতিক্রম করে যায় তার সঙ্গে ওখানকার আলোগুলো উপড়ে নিয়ে যায়। ওর কর্ষণে মাটি আকাশে ফোয়ারার মত উড়তে থাকে।

স্পেনসার এই দৃশ্যের সমাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে।

ওর অবস্থাটা একজন ক্ষেপা বন্দীর মত যে কিনা অনেকের জীবন নাশের নিমিত্ত। ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্তের রেখা, কখন আচমকা আঘাত লেগেছে ও জানে না। ও অপেক্ষা করছিল এই চরম সময়ের জন্য যা কিনা অসম্ভাবী, ওর বাহন টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে, হাজার হাজার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কালান্তক অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে।

তারপর হঠাৎ কেমন ওরা স্থির হয়ে যায়। কিন্তু স্পেনসারের আগের মত ক্ষেপা চিন্তাধারা মনের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল ওরা যেন তখনও মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। কিন্তু চোখ জানিয়ে দিচ্ছিল ওরা সম্পূর্ণ গতিহীন। কয়েক মুহূর্তের জন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। স্পেনসার প্লেনের ধারের দিকে কাৎ হয়ে থাকার জন্য অসুবিধা বোধ করছিল। সে জেনেথের দিকে তাকায়। জেনেথ নিজের হাতের মধ্যে মাথা রেখে নীরবে কাঁদছিল।

তার পিছনের ডেকে যাত্রীদের ওখান থেকে হৈ চৈ, গুঞ্জন ভেসে আসছিল। মানুষ জেগে উঠে, বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ওরা তখনও বেঁচে আছে। কেউ একজন হিস্টিরিয়া রুগীর মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় হেসে ওঠে। মনে হচ্ছিল, গোটা ছয়েক লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল।

ও শুনতে পেল বেয়ার্ড বলছে, 'কেউ আঘাত পেয়েছ ?'

স্পেনসারের কাছে শব্দগুলো কেমন এলোমেলো লাগছিল। ও চোখ বন্ধ করে দিল। ও বুঝতে পারছিল ও কাঁপছে।

ওটোপটের বিকৃত গলা শোনা গেল, 'জরুরী দরজাগুলো খুলে দাও। প্রত্যেকে যে যেখানে আছ, নড়বে না।'

পাইলট কেবিনের এঁটে যাওয়া দরজা খুলে গেল। ডাক্তারের বিস্ময়সূচক গলার স্বর ভেসে এল, 'দারুণ কাজ করেছ স্পেনসার! তোমরা দুজনে ভাল আছ তো ? মাটিতে অবতরণ করলাম,' ও নিজের বিরক্ত প্রকাশ করে বলে, 'আমাদের রুটের ডানদিক ঘুরে এলাম। সত্যি মাটিতে অবতরণের সময় কি যে হ'ল ব্যাপারটা!'

'যতসব বাজে বকছ। তুমি অদ্ভুত কাজ করেছ।' বেয়ার্ডের ধমক শোনা

যায়। আমার যেটা বলবার তা হল কিছু শক ও আঘাতজনিত কালশিরার কেস আছে একটু দেখভাল করতে হবে।'

'আমাদের এখন পাইলট এবং কো-পাইলটকে একবার দেখা দরকার। ওদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্পেনসার বেয়ার্ডের দিকে ঘাড় ঘোরায়। ঘাড় ঘোরাতে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল।

'ডাক্তার'—স্পেনসারের গলা কর্কশ ও ফ্যাসফেসে।

'আমরা ঠিক সময়ে এসেছি কি?'

'হ্যাঁ, ঠিক সময়ে আমি বলব। এখন হাসপাতালের কাজ। তুমি তোমার কাজ করেছ।'

ও নিজের আসন থেকে ওঠবার চেষ্টা করে। সেসময়ে ও সতর্ক হয়ে গেল চটপট শব্দ শুনে। ও সতর্কীকরণের শব্দ অনুভব করে। ও বুঝতে পারে এটা ওর হেডসেট থেকে আসছে। সেটা ডেকের ওপর পিছলে করে পড়ে গেছে। ও ডেকের কাছে গিয়ে ওটা তুলে নেয়। ফোন কানে লাগায়, ট্রেলিভ্যানের গলা ভেসে আসে। 'জর্জ স্পেনসার, জর্জ স্পেনসার, তুমি কি ওখানে আছ?'

সাইরেণের ক্রমবর্দ্ধমান শব্দ ভেসে আসছে। অগ্নি নির্বাপক গাড়ি এবং এ্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে চারদিক ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল। স্পেনসারের পিছনে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেণ্ট থেকে হৈচৈ ভেসে আসছিল।

ও বলল, 'হ্যাঁ। আমি এখানে।'

ট্রেলিভ্যান তখন উল্লসিত, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ওর মধ্যে তখন সঞ্চারিত।

ওর কথার পিছনে উত্তেজিত আলোচনা এবং হাসি ঠাট্টার স্বর ভেসে আসছে।

'জর্জ এই ল্যাণ্ডিং, সম্ভবত এই এয়ারপোর্টের সব থেকে নিকৃষ্টতম। সুতরাং আমাদের কাছে পাইলটের চাকরি চেও না। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ তোমার সাথে করমর্দন করতে চায়। পরে তোমায় একটা ড্রিঙ্ক কিনে দেব। এখন জর্জ, সবকিছু ঠিক ঠিক চালাও। আমরা আসছি। ওভার।'

জেনেথ তার মাথা তোলে। ও প্রচণ্ডভাবে হাসছিল।

ও স্পেনসারকে বলল, 'তোমার নিজের মুখটা একবার দেখা উচিত। 'মুখটা কালো হয়ে গেছে।'

ও বলবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। কোন রকম বুদ্ধির কথা, ধন্যবাদ দেবার মত যথেষ্ট ভাষা, ওর মাথায় আসছিল না। ও বুঝছিল যে ওর মধ্যে এখন গভীর ক্লান্তি এবং পেটে যন্ত্রণা অনুভব করছে। ও জেনেথের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে নিজের আসনে বসে কোঁকাতে থাকে।